উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৭৫,২৭৩.৪৫ (+১২০৫.০০)
নিফটি : ২৩,৩০৬.৪৫ (+৩৯৪.০৫)

জলপথে ভারতকে স্বস্তি তেহরানের ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩২° সর্বোচ্চ	২০° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	২০° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	২০° সর্বনিম্ন	২৪° সর্বোচ্চ	১৭° সর্বনিম্ন

বিশ্বের জনপ্রিয় নেতা নমো ৭

এবার পর্দায় আসছে অপারেশন সিঁদুর পরিচালক বিবেক ৮

১২ চৈত্র ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 27 March 2026 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 306

বঙ্গের ভোটরঙ্গ

পুরসভা জয়গাঁ, প্রতিশ্রুতি

ভোট উৎসব

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

জয়গাঁ, ২৬ মার্চ : বিধানসভা ভোটের মুখে সীমান্ত শহর জয়গাঁর দীর্ঘদিনের দাবি পূরণের মাস্টারস্ট্রোক দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার জয়গাঁর জনসভা থেকে তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করেন, তৃণমূল প্রার্থী বীরেন্দ্র বরা ওরাওঁকে জেতালে জয়গাঁকে পূর্ণাঙ্গ পুরসভায় উন্নীত করা হবে। উন্নয়নের এই খতিয়ান পেশের পাশাপাশি এদিন বিজেপির বিরুদ্ধে চড়া সুরে আক্রমণ শানান তিনি। অভিষেক ভোটারদের উদ্দেশে বলেন, 'পদ্মফুলের টাকা নেবেন, আর জোড়া ফুলে ভোট দেবেন। ওরা এজেন্সি দিয়ে কাজ করায়, ওদের ঝান্ডা ধরার লোক নেই।'

এদিন হেলিকপ্টারে চড়ে জয়গাঁয় পৌঁছান অভিষেক। গোপীমোহন ময়দান থেকে জয়গাঁ চৌপথি পর্যন্ত গাড়ির ছাদে চেপে রোড শো করেন। এই রোড শো-

বীরেন্দ্রর প্রচারে রোড শো অভিষেকের

তে মানুষের ঢল নামে। সঙ্গে ছিলেন কালচিনির তৃণমূল প্রার্থী ও জেলা নেতৃত্ব। উন্নয়নের 'রিপোর্ট কার্ড' পেশ করে অভিষেক দাবি করেন, ২০১১ সাল থেকে কালচিনি বিধানসভায় ৩৯৪০ কোটি টাকার কাজ হয়েছে। তিনি বলেন, 'জয়গাঁ ডেভেলপমেন্ট অথরিটি গঠন করা আমাদের সবথেকে বড় সাফল্য। এছাড়া আইটিআই, কিষান মান্ডি ও চা সুন্দরী প্রকল্পের ঘর তৈরি হয়েছে। সাহস থাকলে বিজেপি তাদের কাজের রিপোর্ট কার্ড পেশ করুক।'

এদিনের সভার অন্যতম চমক ছিল বিতর্কিত নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক উইলসন চম্প্রমারির তৃণমূলে প্রত্যাবর্তন। ২০২১-এ টিকিট না পেয়ে বিজেপিতে যাওয়া উইলসনকে পাশে নিয়ে অভিষেক বলেন, 'উইলসনের প্রত্যাবর্তনে কালচিনিতে তৃণমূল আরও শক্তিশালী হবে।' পালটা আক্রমণে অভিষেক কাঠগড়ায় তোলেন বিজেপি প্রার্থী বিশাল লামাকে। প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা আত্মসাতের অভিযোগে বিশালকে বিঁধে অভিষেক বলেন, 'বিশাল জীবিত মানুষকে মৃত সাজিয়ে শ্রমিকের পিএফ-এর টাকা লুট করেন।' যদিও বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গার পালটা দাবি, ওই ঘটনায় জড়িতরা জেলে, বিশাল নির্দোষ।

এনআরসি ও নাগরিকত্ব ইস্যু নিয়েও সুর চড়ান অভিষেক।

এরপর দশের পাতায়

কাজে লাগে না সাত কোটির মার্কেট কমপ্লেক্স

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৬ মার্চ : জেলা পরিষদের প্রায় সাত কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত দুর্গাবাড়ি হাটখোলা মার্কেট কমপ্লেক্স কাজে আসছে না। ২০২১ সালের ২৫ অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রী এটির উদ্বোধন করেন। দুর্গাবাড়ি হাট ব্যবসায়ীদের কথা মাথায় রেখে তিনতলা মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি করা হয়। উপরের দুটি তলায় ১০৭টি স্টল রয়েছে। এছাড়াও গ্রাউন্ড ফ্লোর হাট ব্যবসায়ীদের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। সে হিসেবে কয়েকশো হাট ব্যবসায়ীর বসার জায়গা রয়েছে এখানে। এদিকে, ভাড়া বেশির অভিযোগ তুলে হাট ব্যবসায়ীরা খোলা জায়গায় দোকান দিচ্ছেন। সেই সুযোগে মার্কেট কমপ্লেক্সের ওপরতলায় দিনরাত মদ-জুয়ার আসর বসছে বলে অভিযোগ।

এই বিষয়ে জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধ শৈব ও সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে-কে ফোন করে পাওয়া যায়নি। তবে শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পার্থ সরকার বলেন, 'জেলা পরিষদের কাছে এই মার্কেট কমপ্লেক্স খোলার জন্য আবেদন করেছি। তারা এই বিষয়ে আশ্বস্ত করেছে।'

জেলা পরিষদ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৮ সাল নাগাদ মার্কেট কমপ্লেক্সটি তৈরির কাজ শুরু হয়। ২০২১ সালে সেটি মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনের পাঁচ বছর পরেও মার্কেট কমপ্লেক্স কোনও কাজ আসছে না।

আলিপুরদুয়ার টাউন ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি রানা চক্রবর্তী বলেন, 'মার্কেট কমপ্লেক্সটিতে দোকানপাট বসলে ব্যবসায়ীদের সুবিধা হবে। এছাড়াও অসামাজিক কাজকর্মও কমবে। এই বিষয়ে জেলা পরিষদকেও জানানো হয়েছে।'

দুর্গাবাড়ির হাটখোলা ব্যবসায়ীদের জন্য জেলা পরিষদ এই মার্কেট কমপ্লেক্সটি তৈরি করে। কিছুদিন সেখানে ব্যবসায়ীদের অনেকে দোকান দিয়েছিলেন। তবে পর্যাপ্ত আলো সহ পার্কিং জোনের সমস্যা দেখা দিতেই ব্যবসায়ীরা আগ্রহ হারান। এছাড়া জিনিসপত্র লোডিং-আনলোডিংয়ের সমস্যা রয়েছে।

মার্কেট কমপ্লেক্সের পূর্বদিকে বড় রাস্তা থাকলেও দোকানপাটের জন্য বড় গাড়ি মার্কেট কমপ্লেক্সে ঢুকতে পারে না। দক্ষিণ দিকের খোলা জায়গাটি পার্কিং জোন হিসেবে ব্যবহার করা হত। সেখানে রিজার্ভার তৈরি হতেই পার্কিং জোনের সমস্যা দেখা দেয়।

এরপর দশের পাতায়

দুর্গাবাড়ি হাটখোলা মার্কেট কমপ্লেক্স।

উত্তরের খোঁজে

মণিপদ্মে হুঁ বলে বিজেপির ক্ষতিই করে দিচ্ছে কমিশন

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

একেবারে অতীব সহজ তিনটি প্রশ্ন রয়েছে কর্তামশাইরা।

এক, এসআইআর যদি করতেই হয়, তাহলে ২০০২ সালের মতো অনেক আগে থেকে কাজ শুরু করা হল না কেন? কেন কোনওক্রমে সাততাড়াতাড়ি কাজ করতে হল?

দুই, সম্পূর্ণ ভোটার তালিকা বেরোনোর আগেই কীভাবে ভোটের দিন ঘোষণা করে দেওয়া যায়?

তিন, এত লক্ষ ন্যায্য ভোটারের নাম বাদ! কোনও বিধানসভা কেন্দ্রে যদি ১০০ ভোটের ব্যবধানে হারজিত হয়, আর পরাজিত পার্টি আদালতে চলে যায়, তাহলে কী হবে? হাইকোর্টের বিচারপতিদের পর্যন্ত ভোটার তালিকায় নাম ওঠাতে পারেননি আপনারা।

তিনটে প্রশ্নের উত্তর মেলে না কিছুতেই। অথচ সঙ্গে তো আরও আরও রয়েছে। এক মাস আগেও আমরা জানি না, কারা ভোটার।

নির্বাচন কমিশনের কর্তামশাইদেরই বলছি গো!

যে কয়েক লক্ষ লোকের নাম ভোটার তালিকায় উঠল না, তাঁদের ভবিষ্যৎ কী? তাঁদের পাসপোর্ট, আধার কার্ড, প্যান কার্ড কি ভবিষ্যতে গ্রাহ্য হবে? নাকি নতুন কোনও ফ্যাঁকড়া তৈরি করে বলা হবে, তুমি ভারতের নাগরিক নও। যদি সেই সমস্যা না হয়, তাহলে এঁরা ভারতীয় নাগরিক হয়েও কীভাবে বঞ্চিত হন ভোটদানে?

এত লোকের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার পর পরে কোনও সাংবিধানিক সংকট দেখা দেবে না তো নতুন সরকারের ক্ষেত্রে? অনেক বাতিল ন্যায্য ভোটার যে ইচ্ছে থাকলেও ভোটে দাঁড়াতে পারলেন না। এর থেকে বড় বঞ্চনা গণতন্ত্রে আর কী হতে পারে!

এই সহজ প্রশ্নগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে বঞ্চিত নাগরিকদের উত্তপ্ত ভাবনায়। এবং মনে হচ্ছে, বিজেপির হয়ে পরোক্ষে কাজ করতে নেমে জাতীয় নির্বাচন কমিশন কর্তারা বড় ক্ষতি করে দিচ্ছেন বিজেপিরই।

এরপর দশের পাতায়

চিন্ময়ী মা

বাসন্তীপুজোর অষ্টমীতে কুমারীপুজো। নদিয়ায় বৃহস্পতিবার। -পিটিআই

মুখোশে ঢাকা পড়ে যায় বঞ্চনার মুখ

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। আজ নজরে কুশমণ্ডি

ভোটের অঙ্ক

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ২৬ মার্চ : কালিয়াগঞ্জ থেকে ফতেপুর হয়ে ইটাহারের দিকে যেতে গেলে রাস্তার ধারে মহিষবাথান গ্রামীণ হস্তশিল্প সমবায় সমিতির বিরাট ইমারত চোখে পড়বেই। সেখানে একসময় কাজ করতেন ৫০ জনের বেশি হস্তশিল্পী। আর এখন ভেতরে ঢুকলে মিউজিয়ামে কোনও মুখোশ চোখে পড়বে না।

কুশমণ্ডিকে বলা হয় লোকসংস্কৃতি ও লোকশিল্পের আকর ভূমি। বর্ষাকাল ছাড়া বছরের বাকি নয় মাস কুশমণ্ডি ব্লকের গ্রাম আলো করে রাখে গমীরা নাচ। মহিষবাথানের মুখোশ পেয়েছে ভারত সরকারের জিআই নম্বর। মুখার কদর বেড়েছে বিদেশের নানা শহরে। কিন্তু সেই মুখোশ শিল্পের বিকাশের কথা ভাবলে দেখবেন, রাজনৈতিক নেতাদের প্রতিশ্রুতির মুখোশটা কখন যেন খসে পড়েছে।

বিধায়ক হোক বা মন্ত্রী- দল ভিন্ন হলেও কথায় আর কাজে ফারাকটা সেই একই। বাধ্য হয়ে শিল্পীরা মুখোশ তৈরি ছেড়ে বেছে নিয়েছেন ভিন্ন পেশা। লোকপ্রসার প্রকল্প বন্ধ থাকায় নতুন মুখোশ নৃত্যশিল্পীর অভাব গমীরা দলে। মুখার বেলা এমন কেন হল?

মুখোশ তৈরিতে ব্যস্ত ছিলেন শংকর দাস। লন্ডন ফেরত শিল্পী হতাশা গোপন করতে পারলেন না, 'সমবায়ের কোনও শিল্পী মুখোশ তৈরি করছে না। করবে কী করে? পুঁজিই নেই সমবায়ের।'

ওই সমবায়ের কর্ণধার পরেশ সরকার সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে এসেছিলেন। ভেবেছিলেন, মুখোশ শিল্প ও শিল্পীদের বিকাশ হবে। এখন গলায় কেবল আক্ষেপ। পরেশ বলছিলেন, 'আমার ভাবনা ভুল ছিল। সব নেতাকে আমার চেনা হয়ে গিয়েছে।'

'খালি মুখোশশিল্পের কথা শুনলেই হবে? আমাদের লোকসংস্কৃতির শিল্পীদের কথা শুনবেন না?' আলোচনার মাঝে ঢুকে পড়েন সত্তর পেরিয়ে যাওয়া খন পালাগানের প্রথম মহিলা শিল্পী আকুলবালা সরকার। এই রাজ্য সরকারই তাঁকে পঞ্চানন বর্মা পুরস্কার দিয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে আজ বৈঠক মোদির

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ : জ্বালানি সংকট নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যতই মুখে চিন্তার কোনও কারণ নেই বলে অভয়বার্তা দিক না কেন, পরিস্থিতি যে উদ্বেগজনক, তা নয়াদিল্লির তৎপরতায় স্পষ্ট। জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় রাজ্যগুলির প্রস্তুতি এবং পরিকল্পনা পর্যালোচনা করতে শুক্রবার দেশের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক হতে চলেছে। বৈঠকটি হবে ভার্চুয়াল।

তবে পশ্চিমবঙ্গ সহ বিধানসভার ভোটমুখী রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের ওই বৈঠকে ডাকা হয়নি আদর্শ আচরণবিধি চালু থাকার কারণে। ওই রাজ্যগুলির মুখ্যসচিবদের সঙ্গে আলাদা বৈঠক করবে কেন্দ্র, যার ব্যবস্থাপনায় থাকবে ক্যাবিনেট সচিবালয়। 'টিম ইন্ডিয়া'র ভাবনায়

জ্বালানি সংকটের জের

কেন্দ্র ও রাজ্যের সমন্বয় আরও জোরদার করা এবং সংকট মোকাবিলায় যৌথ প্রস্তুতি খতিয়ে দেখা এই ভার্চুয়াল বৈঠকের লক্ষ্য।

একযোগে কাজ করার রূপরেখা তৈরি আলোচনার অন্যতম বিষয় হবে। পশ্চিম এশিয়ার চলমান সংঘাতের প্রভাব যাতে ভারতীয় অর্থনীতি, জ্বালানি সরবরাহ, প্রবাসী ভারতীয়দের নিরাপত্তা এবং জরুরি পরিষেবার ওপর না পড়ে, সেবিষয়ে রাজ্যগুলির প্রস্তুতি ও জরুরি পরিস্থিতির মোকাবিলার পরিকল্পনা কী রয়েছে, তা নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হবে। প্রয়োজন হলে কেন্দ্র ও রাজ্যের একসঙ্গে কাজ করার পদ্ধতি নিয়েও আলোচনা হবে।

কেন্দ্রের তরফে বৃহস্পতিবার ফের আশ্বাস দিয়ে বলা হয়েছে,

এরপর দশের পাতায়

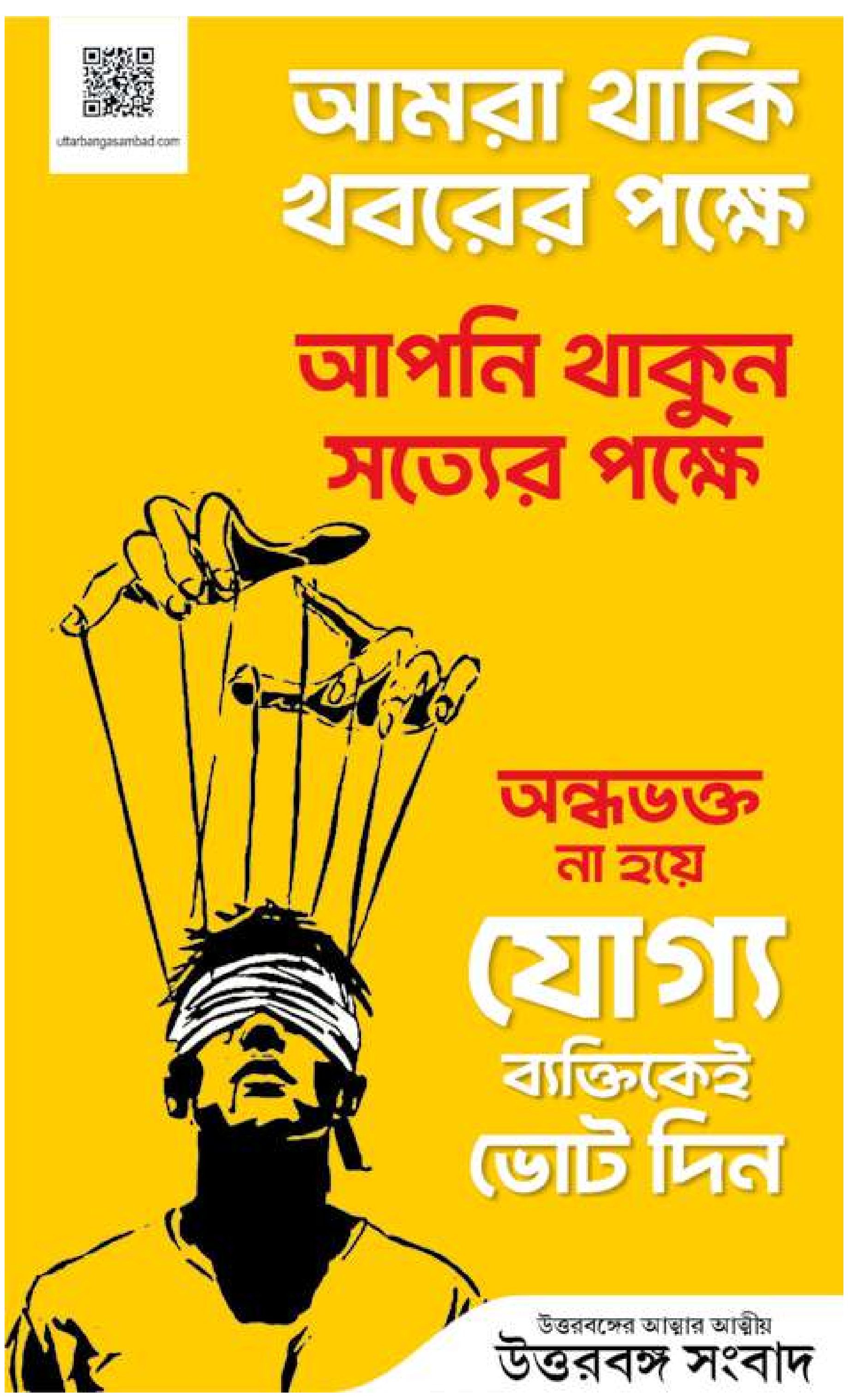

চারের পাতায়

মনের খোরাকে মেকানিক নাট্যকর্মী

আলিপুরদুয়ার শহরে বাইকের শোরুমে কর্মরত নিবারণের আরেকটা পরিচয় রয়েছে। সময় পেলেই তিনি নাটকের রিহার্সালে হাজির হন। নাটক দেখতেও ভালোবাসেন।

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৬ মার্চ : মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি। চোখে চশমা, হাতে স্ক্রুড্রাইভার নিয়ে বাইক ঠিক করছেন। গ্রিজের দাগ লেগে ময়লা পোশাক। হাতেও গ্রিজের কালো দাগ। আর পাঁচজন বাইক মেকানিকের মতোই এভাবে সারাদিন কাটে নিবারণ রায়ের। আলিপুরদুয়ার শহরের মাধব মোড় এলাকার বাইকের শোরুমে কর্মরত নিবারণের আরেকটা পরিচয়ও রয়েছে। কাজ করতে দেখলে বা কথা বললেও সেটা বোঝা মুশকিল।

নাটকের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা তাঁকে অনেকটাই আলাদা প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। কোনও সন্ধ্যায় মঞ্চে অভিনয়ের সময় তাঁকে দেখলে বোঝা মুশকিল যে, সারাদিন বাইকের তেলকালি লেগে থাকে তাঁর হাতে। নিবারণের কাছেও এই মঞ্চই শান্তির জায়গা। তাঁর কথায়, 'পেটের খোরাকের জন্য মেকানিকের কাজ আর মনের খোরাকের জন্য নাটক করা।'

আলিপুরদুয়ার নাটকের শহর হিসেবে পরিচিত। কয়েক দশক ধরে নাট্যজগতে এই শহরের নাট্যকর্মীরা একটা আলাদা জায়গা তৈরি করে নিয়েছেন। নিবারণও তাঁদেরই একজন। সময় পেলেই তিনি নাটকের রিহার্সালে হাজির হয়ে যান। নাটক দেখতেও ভালোবাসেন। শহরের এক নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল প্রায় ২১ বছর আগে। সেই দলেই প্রায় দুই দশক কাটিয়ে দিয়েছেন। নিবারণের কথায়, 'সংসার চালানোর জন্য মেকানিকের কাজ করি। তবে নাটক আমার কাছে ভালোবাসার জায়গা। কাজের ব্যস্ততার মাঝেও নাটক নিয়ে থাকি। সেটায় আলাদা আনন্দ।'

শহরের লোহারপুল এলাকার বাসিন্দা নিবারণের পরিবার বলতে স্ত্রী ও এক সন্তান। শহরের বিভিন্ন বাইকের গ্যারাজে কাজ করে হাত পাকিয়েছেন। এরপর একটি বাইকের শোরুমে কাজে ঢোকেন নিবারণ।

নাট্যমঞ্চে নিবারণ রায় (পুলিশের পোশাকে)।

এরপর দশের পাতায়

রামনবমীর শোভাযাত্রায় কুলফি খেতে ব্যস্ত খুদে 'হনুমান'। বৃহস্পতিবার ইসলামপুরে সুদীপ্ত ভৌমিকের তোলা ছবি।

সাপ ও বন্যপ্রাণ রক্ষার সৈনিক

প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণ রক্ষার এক নিবেদিত যোদ্ধা। সাপের প্রতি অকারণ ভয় দূর করে সচেতনতা ছড়ানোই তাঁর লক্ষ্য। ছোটবেলা থেকে পড়াশোনার পাশাপাশি বিনা পারিশ্রমিকে সাপ ও বন্যপ্রাণ উদ্ধার করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় নিরলস কাজ করে চলেছেন তিনি।

আলোর সারথি

রামপ্রসাদ মোদক

রায়গঞ্জ, ২৬ মার্চ : ছোটবেলায় পাড়ায় ডানপিটে বলে পরিচিতি ছিল তাপসের। তবে পড়াশোনায় খুব ভালো ছিলেন তিনি। সেই সঙ্গে আগ্রহ ছিল পরিবেশের উপর। সাপ ও বন্যপ্রাণ নিয়ে ছিল অত্যধিক আগ্রহ। আর সেই আগ্রহ থেকেই সাপের প্রতি অসম্ভব ভালোবাসা।

যেখানে প্রায় প্রত্যেকেরই সাপের প্রতি ভীষণ ভয় কাজ করে, সেখানে তাপস রায় অকুতোভয়। ক্লাস এইটে পড়ার সময় থেকেই সাপ ধরতেন। মানুষে সাপ মেরে ফেলার প্রবণতা ছোট থেকেই তাপসকে কষ্ট দিত। তাই সাপ ধরে সেটা বন দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়াই তাপসের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল। পড়াশোনা শেষে তাপস জানতে পারেন, আমাদের আশপাশে এমন অনেক সাপ রয়েছে, যেগুলি আসলে নির্বিষ। মানুষ অকারণেই তাদের ভয় পায়। এরপর কলকাতায় গিয়ে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিবেশবিদ্যা নিয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি। বর্তমানে স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মী। সেই সঙ্গে পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই বিনা পারিশ্রমিকে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় সাপ ও বন্যপ্রাণ নিয়ে কাজ করে চলেছেন।

তাপসের বন্ধুরাও ধীরে ধীরে তাপসের সঙ্গে যোগ দেন। তাপস এখনও পর্যন্ত প্রায় ২০০০টিরও বেশি সাপ উদ্ধার করে বন দপ্তরের হাতে তুলে দিয়েছেন। রায়গঞ্জের যেখানেই সাপ দেখতে পাওয়া যাক না কেন, খবর দেওয়া হয় তাপসকে। প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় সাপের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাড়িতে এবং স্কুলে প্রায়শই সাপের উপদ্রবের কথা শোনা যায়। আর ঠিক তখন ডাক পড়ে তাপসের।

তাপস বলেন, 'সাপ ধরার কাজ করতে গিয়ে আমায় তাদের সম্পর্কে প্রচুর পড়াশোনা করতে হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের জেরি মার্টিনের কাছে সাপ নিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলাম। বিভিন্ন সাপ বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছি। পাশাপাশি, ওড়িশায় সাপ নিয়ে কাজ করেছিলাম। এছাড়া প্যাঁচা, কচ্ছপ, বিভিন্ন প্রজাতির বন্যপ্রাণী, পাখি উদ্ধার করেছি।' বর্তমানে তিনি সাপ ও সর্পদংশন বিষয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি আয়োজন করেন। তিনি বলেন, 'গ্রামে এখনও অনেক মানুষ রয়েছেন যাঁরা সাপে কাটার পর কী করণীয় তা না জেনেই অহেতুক ভয় পেয়ে কবিরাজ ডাকেন। তাতে সময় নষ্ট হয় এবং মানুষ প্রাণ হারায়। সেই সমস্ত জায়গায় সাপ এবং সাপে কাটা নিয়ে সচেতনতার কর্মসূচি করে চলেছি বিনা পারিশ্রমিকে। পরবর্তী প্রজন্ম যেন বন্যপ্রাণ নিয়ে আগ্রহী হয় সেই কাজ করারও ইচ্ছে রয়েছে।'

বিশালাকার পাইথন হাতে তাপস রায়।

ঐতিহ্যের রান্নাঘর রেখেই নয়া বাংলো

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ২৬ মার্চ : ২০২৪ সালের ১৮ জুন। বিধ্বংসী আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায় হলং বনবাংলো। দেখতে দেখতে ঘটনার দেড় বছরেরও বেশি সময় অতিক্রান্ত। কিন্তু আগুন লাগার কারণ আজও এক রহস্য। বনবাংলোটি এখন ইতিহাসের পাতায়, তবে ঐতিহ্য বহন করে দাঁড়িয়ে রয়েছে কেবল কাঠের রান্নাঘরটি। ইতিমধ্যেই গত ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে নতুন করে বনবাংলো তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। যে কাজের জন্য প্রায় ৩ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে বন দপ্তর। তবে নতুন করে বনবাংলো তৈরি হলে রান্নাঘরটির কী হবে, সেটি ভেঙে ফেলা হবে না তো, এই প্রশ্ন উঠছে। কারণ, ঐতিহ্যবাহী হলং বনবাংলোর একমাত্র স্মৃতি বহন করছে একা দাঁড়িয়ে থাকা ওই রান্নাঘরটি। ওই রান্নাঘরে বসে খাবার খেতে খেতে আড্ডা দিয়েছেন দেশ-বিদেশের বহু গুণীজন। সেখানে বসেই দর্শন মিলত গন্ডার, হাতি, বাইসন, হরিণের পালের। উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি যদিও জানিয়েছেন, হলং বনবাংলো নতুন করে তৈরি হলে কাঠের রান্নাঘরটি পুরোনো আদলেই থাকবে। তিনি বলেন, 'রান্নাঘরটি যেখানে ছিল, সেখানেই থাকবে। নতুন বাংলো তৈরি হলেও রান্নাঘর অপরিবর্তিত থাকবে।'

বন দপ্তর জানিয়েছে, নতুন বাংলো তৈরি করতে দেড় বছর সময় লাগবে। এখনও পর্যন্ত ভিত তৈরি শেষ হয়েছে। একই আদলে বাংলোটি তৈরি হবে। তবে অগ্নিকাণ্ড থেকে বাংলোকে রক্ষা করতে দেওয়ালে কাঠের পাশাপাশি কংক্রিট ব্যবহার করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন করে বনবাংলো তৈরির আশ্বাস দেওয়ার পর বহুদিন কাজ না শুরু হওয়ায় হতাশ হয়ে পড়েছিলেন জলদাপাড়ার পর্যটন ব্যবসায়ীরা। এবার কাজ শুরু হওয়ায় তাঁরা খুশি।

অভিশপ্ত ওই রাতের স্মৃতি এখনও অনেকের কাছে তরতাজা। জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট গাইড ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কল্যাণ গোপ বলেন, 'হলং বনবাংলো নেই, ভাবতেই কষ্ট হয়। যেসব পর্যটক এখানে থেকে গিয়েছেন, তাঁরা এখনও আবেগপ্রবণ হয়ে যান। তাঁদের চোখেমুখে ফুটে ওঠে প্রিয়জন হারানোর যন্ত্রণা। বনবাংলোটি ছাড়া জলদাপাড়া যেন মুকুটহীন সম্রাট। তবে নতুন বাংলো তৈরি হচ্ছে। তাই আমরা খুশি।' জলদাপাড়া জিপসি ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক গণেশ ছেত্রীর বক্তব্য, 'পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্র ছিল বনবাংলোটি। এমন কোনও পর্যটক নেই, যাঁদের মোবাইলে বাংলোর ছবি নেই। আশা করছি নতুন বাংলো তৈরি হলে আগের মতোই ভিড় হবে।'

মাদারিহাটের ট্যুর অপারেটর প্রাণকিশোর দাসের বক্তব্য, 'হলং বনবাংলোর চাহিদা সবসময়ই তুঙ্গে থাকত। বাংলোটি ভস্মীভূত হওয়ায় মাদারিহাটে থাকা অন্য লজের বুকিংও বাতিল করেছেন পর্যটকরা। এখনও প্রচুর পর্যটক জিজ্ঞেস করেন বাংলো তৈরির কাজ শুরু হয়েছে কি না। আমরা এখন জানাতে পারি কাজ শুরু হয়েছে। ফলে আগামীতে আবার পর্যটকরা আসবেন বলেই মনে করছি।'

হলং বনবাংলো ভস্মীভূত হওয়ার পর দাঁড়িয়ে আছে শুধু রান্নাঘর।

> **হলং বনবাংলো নতুন করে তৈরি হলে কাঠের রান্নাঘরটি যেখানে ছিল সেখানেই থাকবে।**
>
> **ভাস্কর জেভি**
> *মুখ্য বনপাল, উত্তরবঙ্গ*

ফার্মাসির ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা

নিউজ ব্যুরো

২৬ মার্চ : ভারতের ফার্মাসি শিক্ষার জনক অধ্যাপক এমএল শ্রফের জন্মবার্ষিকী এবং 'জাতীয় ফার্মাসি এডুকেশন ডে' উপলক্ষ্যে গত ২০ মার্চ ডাঃ বিসি রায় কলেজ অফ ফার্মাসি অ্যান্ড অ্যালাইড হেলথ সায়েন্সেস-এ আয়োজিত হয় 'ফার্মা অন্বেষণ ২০২৬'। ফার্মাসি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানের মূল ভাবনা ছিল- 'ভবিষ্যতের ফার্মা ইকোসিস্টেম : শিক্ষা, শিল্প, গবেষণা ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি।' দেশের নানা প্রান্তের গবেষক, শিল্পোদ্যোগী এবং পড়ুয়া ও শিক্ষক ওই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগে জোর দেন পিসিআই-এর এগজিকিউটিভ সদস্য ধর্মেন্দ্র সিং। চিকিৎসক সত্যজিৎ বসু ও তরুণ ভট্টাচার্য ফার্মাসিস্টদের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন।

অ্যাফিডেভিট

আমার মাধ্যমিক অ্যাডমিট কার্ড Roll. B12601G No. 0108, মাধ্যমিক রেজি : সার্টিফিকেট নং 3111 - 037599, মাধ্যমিক মার্ক শীট Index No. 01-012 এবং মাধ্যমিক পাশ সার্টিফিকেট, WBBSE প্রদত্ত, আমার শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাদিতে বাবার নাম Sirajul Miya -র পরিবর্তে Serajul Haque লিপিবদ্ধ হয়েছে। গত 23-03-26, C.J. (Jr. Divn.) Addl. Court -এ অ্যাফিডেভিট দ্বারা বাবা Sirajul Miya এবং Serajul Haque এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। - Alamgir Haque, গ্রাম : S.N. Balasi, পো : দেওয়ানহাট, থানা : কোতোয়ালি, জেলা : কোচবিহার, প:ব:। (C/120636)

●

I, Sariful Islam, S/o Akbar Miya, R/o Vill : Marichbari, PO : Marichbari, PS : Pundibari, Dist : Coochbehar, State : West Bengal. My Father's correct name is Akbar Miya which is recorded in his Aadhaar Card and my ration card. But my father's name is wrongly recorded as Akbar Ali in place of Akbar Miya in my educational documents like as MP Admit Card, Mark Sheet and other documents issued by WBBSE. Hence by affidavit on 13.10.2025 at EM Court, Sadar Coochbehar, my father's name is rectified from Akbar Ali to Akbar Miya. Akbar Ali & Akbar Miya is one and same identical person. (C/120153)

●

আমি মধুবালা সিংহ পিতা নিশীকান্ত রায় স্বামী হরিলাল সিংহ গ্রাম উত্তর পদমতি পোষ্ট - জোড় পাকড়ি জেলা - জলপাইগুড়ি, উল্লেখ থাকে যে গত 10-3-26 Judicial Magistrate 1st Court Jalpaiguri Affidavit বলে মধুবালা সিংহ বা মধুবালা সিংহ রায় স্থলে মধুবালা সিংহ একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। (A/B)

কিডনি চাই

Ms. Shikha Sarkar -এর AB+ কিডনি আবশ্যক। যে কোনও রক্ত গ্রুপের কিডনিদাতা যথাযথ প্রমাণাদি ও অভিভাবক সহ যোগাযোগ করুন। মো : 7872420723. (C/120634)

কর্মখালি

মাল ডেলিভারীর জন্য শিলিগুড়িতে কর্মচারী চাই। বাইক/স্কুটার থাকতে হবে। বেতন 12000/- (M) 8116743501. (C/121144)

●

Teachers required for RSM Public School Gahmar Ghazipur UP English Medium for class 10th Science Math English and Music subjects good salary + fooding and lodging free. Mob:- 96963-01588. (C/121145)

অ্যাফিডেভিট

আমি দিপালী ঘোষ আমার কন্যা প্রিয়া ঘোষ এর জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত মনা ঘোষ থাকায় গত ইং 19/3/26 জলপাইগুড়ি 1st Class J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে দিপালী ঘোষ ও মনা ঘোষ একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। সূর্য্যসেন কোলনী, ওয়ার্ড নং - 5 ধূপগুড়ি। (A/B)

CINEMA সিনেমা

Now showing at
BISWADEEP
DHURANDHAR : THE REVENGE
*ing : Ranveer Singh, Sara Arjun, Sanjay Dutt
Time : 12:45 & 5 P.M. (2 Shows)

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ০৯-জিএসইউ-এমএলডিটি-২৫-২৬, তারিখ: ২৫.০৩.২০২৬। সিই/কন/আরএসপি-III/কেকেকে, গতিশক্তি ইউনিট, মালদা ডিভিশন, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর: ঝলঝলিয়া, জেলা: মালদা, পিন: ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: টেন্ডার নং: ০৯-জিএসইউ-এমএলডিটি-২৫-২৬। কাজের নাম: [illegible] মূল্য: ১১,৬৯,৭৮,০১০.৪০ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ: ১৬.০৪.২০২৬। ওয়েবসাইট ও নোটিস বোর্ড: www.ireps.gov.in
MLD-385/2025-26
পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

নোটিশ

আমমোক্তার নামা

বিনীত নিবেদন এই যে, আমার মক্কেল শ্রী দীপক আগরওয়াল, পিতা :- মৃত কৃষ্ণকুমার আগরওয়াল, সাং - সামসি, পোঃ- সামসি, থানা রতুয়া, জেলা মালদহ, গত ইং- ১৯/০১/২০২৬ তারিখে সম্পাদিত ও ০৩/০২/২০২৬ তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত মালদহ, জেলা - রেজিস্ট্রি অফিস হইতে ১৬৪৩ নং আমমোক্তার দলিল মূলে কাইফুল ইসলাম, পিতা:- এস্তাব আলি, সাং:- রাঙামাটি, পোঃ- সামসি ও পিয়ারুল হক, পিতা:- কেতাবুদ্দিন, সাং - বীজলী, পোঃ- ভাদো, উভয়ের থানা:- রতুয়া, জেলা:- মালদহ। আমার মক্কেল গত ইংরেজি ১২/০৩/২০২৬ তারিখে জেলা মালদহের রেজিস্ট্রি অফিস হইতে ৩৭৫৩/২০২৬ ও ৩৭৫১/২০২৬ এবং গত ইংরেজি ১০/০৩/২০২৬ তারিখে মালদহ জেলা রেজিস্ট্রি অফিস হইতে ৩৫৩৭/২০২৬ খোশকোবলা দলিল মূলে জেলা:- মালদহ, থানা:- চাঁচল, মৌজা:- শম্ভুনগর, জে.এল. নং:- ১১০, খতিয়ান নং:- ১৮৪৬, দাগ নং:- ১৩৯,১৪০,১৪১,১৪২,১৪৩,১৪৪ মোট সম্পত্তির মধ্যে ২২২.০১ শতক জমি বিক্রি করেন।
এতদ্বারা সকলকে জানানো হচ্ছে যে, যদি কারও কোনও আইনি আপত্তি বা অধিকার থাকে তবে B.L.& L.R.O. চাঁচল ২নং কার্যালয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য যোগাযোগ করিবেন।

Md Humayun Kabir
Advocate
Chanchal Sub-Divisional Court
Chanchal Malda

স্ক্র্যাপ লট বিক্রির জন্যে আগামী ই-নিলাম কার্যসূচী

নিম্নলিখিত তথ্য অনুসারে মার্চ/২০২৬ মাসের জন্যে জিএসডি/পাণ্ডু ডিপো অধিক্ষেত্রের অধীনে ই-নিলামের মাধ্যমে স্ক্র্যাপ লট বিক্রির হেতু বিশেষ ই-নিলাম কার্যসূচী নির্ধারণ করা হয়েছে।

ক্রমিক সংখ্যা	মাস/বৎসর	নিলাম সূচী নং.	নিলাম প্রারম্ভের তারিখ/সময়
১	মার্চ/২০২৬	জিএসডিপিএন০২৫এন২৩৩৫	৩১-০৩-২০২৬/১১.০০.০০

ইচ্ছুক ডাককর্তাগণকে ই-নিলামে পঞ্জীয়ন, প্রশিক্ষণ, অংশগ্রহণের জন্যে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর মাধ্যমে ডাক আমন্ত্রণ করার জন্যে পরামর্শ দেওয়া হল।

উপ মুখ্য সামগ্রী প্রবন্ধক/পাণ্ডু
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

নিউ মাল জংশন এবং দলগাঁওএ এবিএসএসের অবশিষ্ট কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. সিপিএম-জিএসইউ-এমএলজি-২০২৬-০৩ তারিখ: ২৫-০৩-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করছে: টেন্ডার সংখ্যা. সিপিএম-জিএসইউ-এমএলজি-২০২৬-০৩। কাজের নাম: [illegible] ১,৬৬,১১,৮৫৭.২৩/-টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে: ১৬-০৪-২০২৬ তারিখের ০২.৩০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ০৪.০০ ঘণ্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট অবলোকন করুন।

সিপিএম/জিএস/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ১১-১৫-এমএলডিটি-২৬-২৭ তারিখ: ২৪.০৩.২০২৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর: ঝলঝলিয়া, জেলা: মালদা, পিন: ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। ক্রমিক নং.১, টেন্ডার নং.: ১১-এমএলডিটি-২৬-২৭, কাজের নাম: সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/মালদার [illegible] টেন্ডার মূল্য: ২,৬৬,০৩,৬৬৪.৫১ টাকা। ক্রমিক নং.২, টেন্ডার নং.: ১২-এমএলডিটি-২৬-২৭, কাজের নাম: সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-III/মালদার [illegible] টেন্ডার মূল্য: ৪,৩০,৮৭,২৬৫.৫৩ টাকা। ক্রমিক নং.৩, টেন্ডার নং.: ১৩-এমএলডিটি-২৬-২৭, কাজের নাম: [illegible] ক্রমিক নং.৪, টেন্ডার নং.: ১৪-এমএলডিটি-২৬-২৭, কাজের নাম: [illegible] ক্রমিক নং.৫, টেন্ডার নং.: ১৫-এমএলডিটি-২৬-২৭, কাজের নাম: সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার-III/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধীনে বিভিন্ন এলসি গেটে গেট লজ, টয়লেট, ওয়াটার সাপ্লাই এবং রোড সারফেসের উন্নতি কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য: ৫৩,৭১,৩৬৪.১৫ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়: ১৫.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট (প্রতিটির জন্য)। ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড: www.ireps.gov.in/ডিআরএম অফিস/এমএলডিটি (প্রতিটির জন্য)।
MLD-384/2025-26
পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৩৭৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৪৪৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৭৩০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২২৮২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২২৮৩০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

গঙ্গার একটা কথায় কি বদলে যাবে অর্জুন ও গঙ্গীর জীবন?
গঙ্গা রাত ৯.০০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৪৫ পাওয়ার, বিকেল ৪.০০ অ্যাকশন, সন্ধে ৬.৪৫ দাদা, রাত ৯.৪৫ রাম লক্ষ্মণ
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ সেজ বউ, দুপুর ১.০০ বন্ধু, বিকেল ৪.০০ চিরদিনই তুমি যে আমার, সন্ধে ৭.০০ প্রেমী, রাত ১০.৩০ নিয়তি
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ সতী বেহুলা, বেলা ১১.৩০ প্রাণের স্বামী, দুপুর ২.০০ অভাগিনী, বিকেল ৫.০০ শিমূল পারুল, সন্ধে ৭.৩০ মহাগুরু মিঠুন, রাত ১০.৩০ বদনাম
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মানুষ মানুষের জন্য
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নাগ পঞ্চমী
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ফুল আর পাথর
জি সিনেমা : বেলা ১১.০৭ সূর্যবংশী, বিকেল ৪.১৫ চক্র কা রক্ষক, সন্ধে ৬.৫৫ পুষ্পা টু-দ্য রুল, রাত ১১.৩০ কমান্ডো-থ্রি
সোনি ম্যাক্স টু : সকাল ১০.০২ ঘর এক মন্দির, দুপুর ১.০৩ হম আপকে দিল মে রহেতে হ্যায়, বিকেল ৪.৪৪ গর্দিশ, সন্ধে ৭.৪৮ বীরগতি, রাত ১১.০৭ ইসি কা নাম জিন্দেগি
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৪৪ অখণ্ড, দুপুর ২.০৬ গঙ্গুবাঈ কথিয়াওয়াড়ি, বিকেল ৫.০১ রাউডি রক্ষক, সন্ধে ৭.৫৯ ধমাল, রাত ১০.২৯ তুম্বড়
জি অ্যাকশন : সকাল ১০.৫৯ অ্যাকশন রাউডি, দুপুর ১.৩৬ হিরো- দ্য বুলেট, বিকেল ৪.০৩ তুফান, সন্ধে ৭.৩০ কল্কি ২৮৯৮ এডি, রাত ১০.০৯ পক্কা কমার্শিয়াল

পুষ্পা টু-দ্য রুল সন্ধে ৬.৫৫
জি সিনেমা

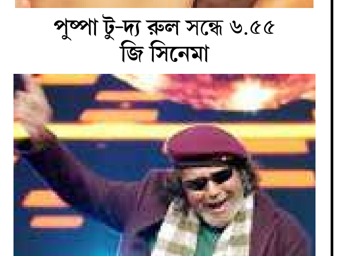

মহাগুরু মিঠুন
সন্ধে ৭.৩০ জি বাংলা সোনার

তেরে ইশক মে (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) রাত ৮.০০ সোনি ম্যাক্স

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১২ চৈত্র ১৪৩২, ভাঃ ৬ চৈত্র, ২৭ মার্চ ২০২৬, ১২ চ'ত, সংবৎ ৯ চৈত্র সুদি, ৭ শওয়াল। সূঃ উঃ ৫।৪০, অঃ ৫।৪৭। শুক্রবার, নবমী দিবা ১২।২১। পুনর্ব্বসুনক্ষত্র সন্ধ্যা ৪।৩৪। অতিগণ্ডযোগ রাত্রি ১২।১৪। কৌলবকরণ দিবা ১২।২১ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ১১।২৫ গতে গরকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ১১।৫৫ গতে কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ, সন্ধ্যা ৫।৩৪ গতে বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, সন্ধ্যা ৫।৩৪ গতে দোষ নাই। যোগিনী- পূর্ব্বে, দিবা ১২।২১ গতে উত্তরে। বারবেলাদি ৮।৪২ গতে ১১।৪৩ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৪৫ গতে ১০।১৪ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ৮।৪২ গতে যাত্রা নাই, দিবা ১১।৪৩ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ পশ্চিমে উত্তরে ও পূর্ব্বে নিষেধ। শুভকর্ম - দিবা ১২।২১ মধ্যে দীক্ষা, দিবা ১২। ২১ গতে পঞ্চামৃত সাধভক্ষণ নিষ্ক্রমণ পুংরত্নধারণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ হলপ্রবাহ বীজবপন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান ভূমিক্রয়বিক্রয় কারখানারম্ভ বাহন ক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১২।২১ গতে মতান্তরে নামকরণ অন্নপ্রাশন বিদ্যারম্ভ দেবগৃহপ্রবেশ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ জলাশয়প্রতিষ্ঠা দেবতাপ্রতিষ্ঠা বিষ্ণুপ্রতিষ্ঠা শিবপ্রতিষ্ঠা বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- নবমীর একোদ্দিষ্ট ও দশমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। শ্রীশ্রীবাসন্তী দুর্গাদেবীর নবমীবিহিত পূজা এবং কেবল নবমী কল্পারম্ভ প্রশস্তা ও শ্রীশ্রীদেবীর বসন্ত নবরাত্রিক ব্রত সমাপ্ত। শ্রীশ্রীরামনবমীব্রত। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫ মধ্যে ও ৭।৫৫ গতে ১০।২৪ মধ্যে ও ১২।৫৩ গতে ২।৩২ মধ্যে ও ৪।১১ গতে ৫।৪৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৩ গতে ৮।৫৬ মধ্যে ও ৩।৭ গতে ৩।৫৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।২৯ গতে ১১।১৫ মধ্যে ও ৩।৫৩ গতে ৫।৩৯ মধ্যে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সম্পত্তি কেনাবেচায় লাভবান হবেন। কর্মক্ষেত্রে নিজের বুদ্ধি ও কৌশলের বলে সকলের মন জয় করতে সক্ষম হবেন। ভ্রমণে আনন্দ। বৃষ : পরিবার নিয়ে আজ বেড়াতে গিয়ে আনন্দ। সম্পদ বৃদ্ধির যোগ। কাউকে কিছু দিতে পেরে মনে শান্তি পাবেন। মিথুন : সামাজিক ক্ষেত্রে আপনার সম্মান আরও বাড়বে। কোনও বন্ধুর কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে ব্যবসায় উন্নতি। পড়াশোনায় শুভ। কর্কট : কর্মক্ষেত্রে আপনার দক্ষতার স্বীকৃতি হিসেবে পদোন্নতি হতে পারে। বাবা-মায়ের পরামর্শে কোনও সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। সিংহ : ধর্মীয় কাজকর্মে মনে শান্তি পাবেন। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। প্রেমের ক্ষেত্রে অটুট থাকবে। কন্যা : অংশীদারি ব্যবসায় সামান্য ভুল বোঝাবুঝি হলেও আপনার বুদ্ধির বলে তা কেটে যাবে। কাউকে বিশ্বাস করে টাকা ধার দেবেন না। তুলা : শত্রু বা বিরোধীরা আপনার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। বহুদিন ধরে আটকে থাকা কোনও প্রকল্প আজ চালু করলে সাফল্য পাবেন। বৃশ্চিক : আজ পরিবারের সঙ্গে সারাদিন কাটানোর চেষ্টা করুন। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে সঞ্চয়ে মন দিন। বিদ্যার্থীদের শুভ। ধনু : পেশাগত জীবনে আজ প্রচুর সাফল্য পেতে পারেন। সরকারি কর্মীদের পদোন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির যোগ। মকর : আর্থিক ঝুঁকি নেওয়ার আগে পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করুন। নিজের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। চাকরিতে পদোন্নতি। কুম্ভ : পারিবারিক জীবনে সামান্য কাউকে কেন্দ্র করে ভুল বোঝাবুঝি। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। সর্দিকাশিতে ভোগান্তি বাড়বে। মীন : আজ আর্থিক ক্ষেত্রে বড় ধরনের পরিবর্তনের সম্ভাবনা। প্রেম নিয়ে ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিন। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা কাটবে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

তিনদিনে ছয় ঘরছাড়া উদ্ধার

নাবালক-নাবালিকাদের নিরাপত্তা নিয়ে বাড়ছে আশঙ্কা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৬ মার্চ : নাবালক-নাবালিকাদের বাড়ি ছেড়ে যাওয়া রোখা যাচ্ছে না কিছুতেই। বৃহস্পতিবার নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন এলাকা থেকে এক নাবালক ও এক নাবালিকা উদ্ধার হয়। আরপিএফ তাদের উদ্ধার করার পর সিডব্লিউসির হাতে তুলে দিয়েছে। সিডব্লিউসি বৃহস্পতিবার তাদের হোমে রাখার ব্যবস্থা করে। প্রায় একই ধরনের ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছিল মঙ্গলবার। চিরকুটে 'বাড়িতে ভালো লাগে না' লিখে ঘর ছেড়েছিল হাসিমারা সাতালি চা বাগান এলাকার চার নাবালিকা। হাসিমারা রেলস্টেশন থেকে তারা সিকিম-মহানন্দা এক্সপ্রেসে দিল্লির উদ্দেশে যাত্রা করছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে। তবে শিলিগুড়ি জংশন স্টেশন থেকে তাদের উদ্ধার করে জিআরপি। হাসিমারা ফাঁড়ির পুলিশ মঙ্গলবার রাতেই তাদের সিডব্লিউসির হাতে তুলে দেয়। গত বুধবার তাদেরও হোমে রাখা হয়েছে। এভাবে পরপর এমন ঘটনায় উদ্বেগ বাড়ছে প্রশাসন ও পরিবারগুলির মধ্যে।

আরপিএফ ও চাইল্ড হেল্পলাইন সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন উদ্ধার হওয়া নাবালিকা ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার পর স্কুল ছেড়ে দেয়। প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে সে নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে এসেছিল। প্রেমিককে না পেয়ে একা ঘোরাফেরা করতে থাকে। বিষয়টি নজরে আসতেই আরপিএফ কর্মীরা তাকে চাইল্ড হেল্পলাইনের সহযোগিতায় উদ্ধার করেন। এছাড়া বিশেষভাবে সক্ষম আরেক নাবালকও উদ্ধার হয়। সে নাম-ঠিকানা কিছুই বলতে পারেনি। তাদের বাড়ির লোকজনের খোঁজ করা হয়েছে।

চার নাবালিকাকে উদ্ধার করার বিষয়ে হাসিমারা ফাঁড়ির ওসি দেবাশিস দেব বলেন, 'মেয়েদের এলাকা ছাড়ার খবর পেয়ে বিভিন্ন থানা ও জিআরপিকে খবর দেওয়া হয়। তারপরেই শিলিগুড়ি জংশন এলাকা থেকে জিআরপি চারজনকে ট্রেন থেকে উদ্ধার করে।' এদের মধ্যে একজন অষ্টম শ্রেণির ও তিনজন দশম শ্রেণির ছাত্রী। তারা কাজের খোঁজে ঘর ছেড়েছিল বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছে পুলিশ। ইদের উপহারের টাকা পেয়ে তারা দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেয় বলে জানিয়েছে। তাদের থেকে দিল্লির টিকিট মিলেছে। তবে কোনও পাচারচক্রের ফাঁদে পড়ে তারা যাচ্ছিল কি না তা এখনও স্পষ্ট নয়। বেশিরভাগেরই বাবা-মা দিনমজুর কিংবা দোকানের কর্মী। গোটা ঘটনায় কারও পরিবারের তরফে কোনও লিখিত অভিযোগ জানানো হয়নি। এর জেরে স্বাভাবিকভাবে অভিভাবকদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

এদিকে, ওই নাবালিকাদের কাউন্সেলিং শুরু করা হয়েছে বলে জানান সিডব্লিউসির চেয়ারম্যান অসীম বসু। শিলিগুড়ির জিআরপির ডিএসআরপি তীর্থসারথি নাথ বলেন, 'জেলা পুলিশের কাছে খবর পেয়ে সিকিম-মহানন্দা এক্সপ্রেসে নজরদারি চালানো হয়েছিল। শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনে চারজনকে একসঙ্গে দেখার পর উদ্ধার করে জেলা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।'

- বৃহস্পতিবার নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশন এলাকা থেকে এক নাবালক ও এক নাবালিকা উদ্ধার হয়
- 'বাড়িতে ভালো লাগে না' লিখে ঘর ছেড়েছিল হাসিমারা সাতালি চা বাগান এলাকার চার নাবালিকা
- সিকিম-মহানন্দা এক্সপ্রেস থেকে শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনে তাদের উদ্ধার করে জিআরপি

জেলা পুলিশের কাছে খবর পেয়ে সিকিম-মহানন্দা এক্সপ্রেসে নজরদারি চালিয়ে শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনে চারজনকে উদ্ধার করে জেলা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

তীর্থসারথি নাথ
জিএসআরপি, জিআরপি

হোর্ডিং খুলে বিতর্কে বিডিও

ইটাহার ও হরিরামপুর, ২৬ মার্চ : কংগ্রেস এখনও প্রার্থী ঘোষণা করেনি। তার অপেক্ষায় না থেকে দক্ষিণ দিনাজপুরের হরিরামপুরে নিজের নাম দেওয়ালে লিখে প্রচার শুরু করে দিয়েছেন সোনা পাল। আর উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারে অমল আচার্যও একই কাজ করেছিলেন। সেখানে আবার নির্বাচন কমিশনের লোকজন এসে অমলের নাম লেখা হোর্ডিং সব খুলে নিয়ে গিয়েছে। যদিও সেই কাণ্ডের পর প্রশ্ন উঠছে, নির্বাচন কমিশনের আদৌ এভাবে হোর্ডিং খুলে ফেলার অধিকার আছে কি না।

নির্বাচনি আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ ও পালটা অভিযোগ ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে ইটাহারের রাজনৈতিক মহলে। দলের তরফে প্রার্থীর নাম ঘোষণার আগেই অমল আচার্যর নাম ও ছবি দিয়ে ব্লক কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ভোট প্রচারের একাধিক হোর্ডিং লাগানো হয়েছিল ইটাহার চৌরাস্তা মোড় এলাকায়। নির্বাচন কমিশনের সি-ভিজিল অ্যাপে এই অভিযোগ জমা পড়তেই বৃহস্পতিবার বিকেলে অমলের প্রচারের দুটি হোর্ডিং খুলে নিল ফ্লাইং স্কোয়াড টিম।

ইটাহারের বিডিও তথা অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার দিব্যেন্দু সরকার বলেন, 'দলের তরফে সরকারিভাবে প্রার্থীতালিকা প্রকাশের আগেই এভাবে কারও নামে ভোট প্রচার করা যায় না। সি-ভিজিল অ্যাপে এই অভিযোগ জমা পড়েছিল। তার ভিত্তিতেই ওই দুটি হোর্ডিং খুলে দেওয়া হয়েছে।'

এদিকে, হোর্ডিং খোলার পরেই শুরু হয় কংগ্রেস-তৃণমূল তর্জা। সোশ্যাল মিডিয়ায় অমল আচার্য ফ্যান ক্লাবের সদস্যরা লেখেন, 'ইয়ে ডর মুঝে আচ্ছা লাগা।' অভিযোগ, তৃণমূল প্রভাব খাটিয়ে এই কাজ করিয়েছে। অমল বলেছেন, 'দুই-একদিনের মধ্যেই ইটাহারে জাতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে আমার নাম দলের তরফে সরকারিভাবে ঘোষণা হবে। কর্মী-সমর্থকরা তাই অত্যুৎসাহী হয়ে আগেই ফ্লেক্স-হোর্ডিং লাগিয়ে প্রচার শুরু করে দিয়েছেন। কিন্তু তৃণমূল আমার নামের হোর্ডিং দেখেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে।' অমলের দাবি, 'আইপ্যাকের পরামর্শে তৃণমূলই কমিশনের কাছে এই হাস্যকর অভিযোগ জানিয়ে হোর্ডিং খোলানোর ব্যবস্থা করেছে।' তৃণমূল অবশ্য অমলের এই দাবিকে নস্যাৎ করে দিয়েছে।

জয়গাঁয় রোড শোতে অভিষেকের সঙ্গে মৃদুল। বৃহস্পতিবার। ছবি : আয়ুষ্মান

বরফ গলার ইঙ্গিত

অভিষেকের সঙ্গে মৃদুলের কথা

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ২৬ মার্চ : মাত্র একদিন আগেই সামাজিক মাধ্যমে অভিমানী পোস্ট করেছিলেন তৃণমূল নেতা মৃদুল গোস্বামী। উত্তরবঙ্গ সংবাদ সেই পোস্টের সত্যতা যাচাই না করলেও তাঁর সেই পোস্ট ঘিরে জেলা তৃণমূলের মধ্যে জল্পনা ছড়িয়েছিল। ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই সরাসরি তৃণমূলের সেকেন্ডম্যান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বললেন মৃদুল। বৃহস্পতিবার জয়গাঁতে গাড়িতে করে রোড শো করেন অভিষেক। সেই বাসের হুডেই খোদ অভিষেক ডেকে নেন জেলার বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা মৃদুলকে। তাঁদের দুজনের মধ্যে কানে কানে কথাও হয়। কিন্তু কী কথা হয়েছে তা অবশ্য খোলসা করেননি মৃদুল।

যদিও এদিন তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি মৃদুল গোস্বামী বলেন, 'জয়গাঁর রোড শো'র সময় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনি আমাকে আলিপুরদুয়ার বিধানসভায় বিশেষ নজর দিতে বলেছেন। এছাড়াও জেলার বাকি সিটগুলিতেও প্রচারে অংশ নেওয়ার কথা বলেছেন। দলের শীর্ষ নেতৃত্বর থেকে এমন নির্দেশ পেয়ে আমি উজ্জীবিত।'

বর্ষীয়ান নেতা মৃদুল গোস্বামী মাত্র চার শব্দের একটি ফেসবুক পোস্ট করেছিলেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন— 'অবহেলা, অসম্মান, বিপদ বার্তা।' তাঁর এই পোস্ট ঘিরেই তোলপাড় হয় জেলার রাজনীতি। নানা ধরনের প্রশ্ন উঠতে শুরু করে তৃণমূলের মধ্যে। যদিও নিজের ফেসবুক পোস্ট নিয়ে সাফাই দিয়েছিলেন মৃদুল গোস্বামী। 'নীতিকথা পোস্ট করেছিলেন', বলে দাবি করেছিলেন তিনি। তবে পাশাপাশি তিনি বলেন, 'এটা তো সত্যি যে, কেউ কাউকে যদি অবহেলা বা অবজ্ঞা করে তাহলে তার ফল সে দ্রুত পায়। প্রয়োজনে তার ফল খারাপ হবেই।' যদিও মৃদুল 'বিপদ বার্তা' বলতে কী বুঝিয়েছেন তা অবশ্য স্পষ্ট করেননি। আর এতেই জেলার রাজনীতিতে গুঞ্জন শুরু হয়। অনেকেই বলছেন, বর্তমানে তৃণমূলের ভেতর গুরুত্ব পাচ্ছিলেন না মৃদুল। এমনকি তার অভিজ্ঞতাকেও কাজে লাগানোর কোনও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছিল না। তাই রাগে, অভিমানেই তিনি হয়তো ফেসবুকে ওই কথা লিখেছিলেন। তাঁর এই ফেসবুক পোস্ট মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে পড়ে। এমনকি বিষয়টি দলের রাজ্য নেতৃত্বর কানেও পৌঁছায়। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই এদিন খোদ অভিষেক ডেকে নেন মৃদুলকে। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর অনুগামীরা মনে করছেন, এই ডেকে নেওয়াতেই মৃদুলের অভিমান ঘুচেছে। গোটা বিষয়টি নিয়ে অবশ্য তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক বলেন, 'অবশ্যই দলের বিষয়েই দুজনের মধ্যে কথা হয়েছে। আমরা সবাই মিলে প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছি।'

মহাসড়কে দুর্ঘটনায় জখম তিন

ফালাকাটা, ২৬ মার্চ : কে আগে যাবে। যে প্রথমে যাবে সেই তুলতে পারবে যাত্রী। নির্মীয়মাণ মহাসড়কে এমন রেষারেষি সরকারি ও বেসরকারি বাসের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়। এবার সেটা করতে গিয়েই এনবিএসটিসি বাসের সঙ্গে ছোট যাত্রীবাহী গাড়ির ঘটে গেল দুর্ঘটনা। এতে জখম হন তিনজন। বৃহস্পতিবার সকালে ফালাকাটার শিশাগোড়ের ঘটনা। এতে আবার কাদা ছেটানোর অভিযোগও উঠেছে। অভিযোগ, ওভারটেক করতে গিয়ে বাসের চাকার ধাক্কায় জল, কাদা ছিটকে ছোট যাত্রীবাহী গাড়ির যাত্রীদের গায়ে লাগে। এজন্য ছোট গাড়িটি বাসকে ধরার জন্য ওভারটেক করে। এতেই বাসের ধাক্কা লেগে যায় ছোট গাড়িতে। এই রেষারেষি ও দ্রুতগতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয়রা।

ছোট যাত্রীবাহী গাড়ির চালক তপন দাসের কথায়, 'বাসটি দ্রুতগতিতে প্রথমে আমার গাড়িকে ওভারটেক করতে গিয়ে জল, কাদা ছেটায়। যাত্রীদের জামাকাপড় ভিজে যায়। তাই বাসটিকে আটক করতে আমি ওভারটেক করি। তখন আমার গাড়ির পেছনে ধাক্কা দেন বাসচালক।' এদিকে সরকারি বাসের চালক (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) বলছেন, 'হঠাৎ করেই ছোট গাড়িটি আমার বাসের সামনে চলে আসে। ওই গাড়ির চালকের দোষেই ধাক্কা লাগে।' এতে ছোট গাড়িতে থাকা খালাসি তপন দাস মাথা ও বুকে চোট পান। স্বপন রায়, তপন দাস নামে আরও দুইজন যাত্রী সামান্য জখম হন। তিনজনকেই দ্রুত ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়। বাসের সামনের গ্লাস ভেঙে যায়। প্রত্যক্ষদর্শী রমেশ দাসের বক্তব্য, 'বাসের কারণে অনেক সময় জল, কাদা গায়ে ছিটকে আসে এটা ঠিক। কিন্তু এদিন ছোট গাড়িটির কারণেই দুর্ঘটনা ঘটেছে।' ফালাকাটা থানার পুলিশ দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে।

চা-পাতা তুলে ফেরা। বৃহস্পতিবার পানিয়াল এলাকায়। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

বিজেপির প্রার্থী বদলের দাবিতে বিক্ষোভ

রাজগঞ্জ ২৬ মার্চ : বুধবার রাজগঞ্জ কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী ঘোষণার পর ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতে বৃহস্পতিবার বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় ক্ষোভে ফেটে পড়লেন বিজেপি কর্মী-নেতারা। প্রার্থী বদল না হলে তারা রাজবংশী কোনও প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার হুমকিও দেন। রাজবংশী সম্প্রদায়ের স্থানীয় কাউকে প্রার্থী করার দাবি জানান তাঁরা। বুধবার সন্ধ্যায় তৃতীয় দফার প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করে বিজেপি। সেখানে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে দীনেশ সরকার (হারাধন)-এর নাম ঘোষণা করা হয়। এই প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই স্থানীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই প্রার্থী বদলের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তাঁরা।

জেন জেড ভোট টানতে পদ্মের নয়া পরিকল্পনা

বিজেপির প্রচারে নামছে এবিভিপি

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৬ মার্চ : টার্গেট জেন জেড ভোট। তাই প্রচারে এবার বিজেপির হাতিয়ার আরএসএস-এর ছাত্র সংগঠন এবিভিপি। বিজেপির যুব মোর্চা ভোট প্রচারে অংশ নেয় বটে, কিন্তু আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিটি জেন জেড ভোটারের কাছে পৌঁছাতে বদ্ধপরিকর পদ্ম শিবিরের কাছে এবিভিপিই মূল কান্ডারি। ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে বিজেপির যুব মোর্চা ও এবিভিপি'র মধ্যে আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে। তবে এবিভিপি'র মতো অরাজনৈতিক সংগঠনকে সরাসরি রাজনৈতিক প্রচারে ব্যবহার করা নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছে।

তৃণমূল কংগ্রেস বা সিপিএম বরাবরই নির্বাচনি প্রচারে নিজেদের ছাত্র সংগঠনকে ব্যবহার করে থাকে। এবার সেই পথে হাঁটতে চলেছে বিজেপি। গোটা রাজ্যের পাশাপাশি আলিপুরদুয়ার জেলার বিজেপি প্রার্থীদের হয়ে প্রচার করবে এবিভিপি। বিজেপি যুব মোর্চার জেলা সভাপতি রূপন দাস বলেন, 'এবিভিপি কোনও রাজনৈতিক সংগঠন নয়। তবে ওরা আমাদের হয়ে প্রচার করবে। ওদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখা গিয়েছে, জেলায় এবিভিপি'র ভালো সংগঠন রয়েছে।' এবিভিপি'র রাজ্য কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য শুভদীপ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা সরাসরি কোনও দলের হয়ে প্রচার করিনি। তবে এবার বকলমে বিজেপির প্রার্থীদের প্রচার করা হবে।'

তবে বিজেপির এই পরিকল্পনাকে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। তাঁদের দাবি, আলিপুরদুয়ার জেলায় এবিভিপি'র সংগঠনে জোর নেই। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি সৈনভ চক্রবর্তীর কথায়, 'কয়েকদিন আগেই ওই সংগঠনের জেলা সংযোজক আমাদের দলে যোগ দিয়েছেন। ওদের তো লোকই নেই। কী প্রভাব ফেলবে! আমরা ওদের নিয়ে চিন্তাই করি না।'

সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের দুই প্রতিবেশী দেশ নেপাল ও বাংলাদেশের নির্বাচনে একটা বড় ফ্যাক্টর হিসাবে কাজ করেছিল জেন জেড ভোট। পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে জেন জেড ভোট আদৌ প্রভাব ফেলবে কি না, তা অবশ্য সময় বলবে। কিন্তু নতুন ভোটার অর্থাৎ যারা প্রথমবারের জন্য নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে চলেছেন, তাঁদের দিকে বাড়তি নজর রয়েছে সমস্ত রাজনৈতিক দলেরই।

পরিসংখ্যান বলছে, আলিপুরদুয়ার জেলায় জেন জেড বা ১৮-২৫ বছর বয়সি ভোটারের সংখ্যাটা নেহাত কম নয়। সেই ভোট কোন পক্ষে যাবে, সেটা অবশ্যই একটা বড় প্রশ্ন বলে রাজনৈতিক মহলের মত। বিধানসভা নির্বাচনের আগে থেকেই আরএসএস-এর বিভিন্ন শাখা সংগঠন ও বিজেপির মধ্যে সমন্বয় বৈঠক চলছিল। আলিপুরদুয়ারেও তাই দেখা গিয়েছে।

নির্বাচনের আগে বিভিন্ন জায়গায় এইভাবে পোস্টার লাগাচ্ছে এবিভিপি'র সদস্যরা।

বিগত কয়েকদিন ধরে প্রার্থীর হয়ে সরাসরি কোনও প্রচার না করলেও, ১০০ শতাংশ ভোটদান ও রাষ্ট্রহিতে ভোটদান দেওয়ার দাবি জানিয়ে বিভিন্ন জায়গায় পোস্টারিংয়ের কাজ করতে দেখা যায় এবিভিপি সদস্যদের। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই যে সমস্ত বুথে এবিভিপি কর্মীরা রয়েছেন, তাঁদের বিজেপির প্রচারে নামতে দেখা যাবে বলে সূত্রের খবর।

হাতি ফিরল

ঘোকসাডাঙ্গা, ২৬ মার্চ : বুধবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের লোকালয়ে চলে আসা হাতির দলটিকে বৃহস্পতিবার ভোরে জঙ্গলে ফেরানো সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছে বন দপ্তর।

এব্যাপারে কোচবিহারের এডিএফও বিজনকুমার নাথের বক্তব্য, বুধবার জলদাপাড়া জঙ্গল থেকে এক ডজন হাতির দল লাফাবাড়ির লোকালয়ে চলে আসে। দিনরাত চেষ্টার পরে এদিন ভোরে তাদের কুঞ্জনগরের জঙ্গলে ফেরানো গিয়েছে। নজরদারি করে দেখা যায় হাতির দলটি জঙ্গলে ফিরে গিয়েছে।

দুর্বল সেতুতে ডাম্পার দৌরাত্ম্য

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৬ মার্চ : প্রায় চার বছর পার হতে চলল, আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকে চাপরেরপার-২ পঞ্চায়েতের চারমাইল সংলগ্ন বুড়ি গদাধরের সেতুটির মাঝের অংশ মাটিতে বসে বেঁকে ধনুকের আকার নিয়েছে। প্রশাসনের তরফে সেতুটিকে বিপজ্জনক ঘোষণা করা হলেও বিধিনিষেধ উপেক্ষা করেই রাতে ডাম্পার চলছে। স্থানীয়রা একাধিকবার সেতু সংস্কারের দাবি জানালেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি বলে অভিযোগ। দুর্বল সেতুতে ঝুঁকিপূর্ণ যাতায়াতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছে।

শিয়রে বিধানসভা ভোট। আর এই ভোটের আগে সেতু সংস্কারের দাবি আরও জোরালো হয়ে উঠছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সেতু তৈরির আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। ভোটপর্ব মিটতেই জনপ্রতিনিধিদের আর দেখা পাওয়া যায়নি। তাই এবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ফের বিধানসভা ভোটের প্রচার শুরু করতেই ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা।

বাম আমলের প্রথম দিকে জেলা পরিষদ এই সেতুটি তৈরি করে। চাপরেরপার-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের

তরফে জেলা পরিষদকে সেতু তৈরির ব্যাপারে জানানো হয় অনেক আগেই। এমনকি পঞ্চায়েতমন্ত্রীর নজরেও বিষয়টি আনা হয়। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মহলের তরফে কেবল আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি মিললেও সমস্যা সেই তিমিরেই বলে অভিযোগ। জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে অবশ্য বিধানসভা ভোটের পর সেতু তৈরির আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'সম্প্রতি জেলা পরিষদ থেকে অনেকগুলি সেতু তৈরি করা হয়েছে। ভোটের পর চারমাইল এলাকার সেতুটি সংস্কারের বিষয়ে দেখা হবে।'

বুড়ি গদাধরের ওই সেতুটি প্রায় কুড়ি মিটার দীর্ঘ। সেতুটির মাঝখানের অংশ মাটিতে খানিকটা বসে গিয়েছে। সংযোগস্থলে ফাটল দেখা দিয়েছে। সেতুর ওপরের পিচ উঠে খানাখন্দে ভরেছে। সেতুতে বৃষ্টির জল জমে। যেকোনও সময় সেতু ধসে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা স্থানীয়দের। চাপরেরপার-২ পঞ্চায়েতের প্রধান বনশ্রী দাস বলেন, 'সেতুটিকে দুর্বল সেতু হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সেখানে ভারী যানবাহন চলাচলে বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। সেতুর পরিকাঠামোগত সমস্যা ও সংস্কারের জন্য জেলা পরিষদ সহ বিভিন্ন মহলকে জানানো হয়েছে।'

গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে নিষেধাজ্ঞা জারি করলেও রাতে সেতুতে ডাম্পারের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। সেতুটি আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার সঙ্গে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম। বিশেষ করে চাপরেরপার-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের চারমাইল এলাকা থেকে শুরু করে সলসলাবাড়ি, ভাটিবাড়ি, শামুকতলা, কামাখ্যাগুড়ি, বারবিশার বাসিন্দারা এই সেতু ব্যবহার করেন। সেতু অতিক্রম করে নাটাবাড়ি, চিলাখানা, মারুগঞ্জ, ধলপল সহ কোচবিহারের অন্যান্য জায়গায় সহজে যাতায়াত করা যায়।

সেতু সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা নারায়ণ দাসের কথায়, 'সেতুটি দুর্বল। ভারী যানবাহন যাতায়াত করায় যে কোনও সময় ভেঙে পড়তে পারে। সেতু দিয়ে অসুস্থ রোগী বিশেষ করে গর্ভবতীদের নিয়ে যাতায়াত করাটা খুবই বিপজ্জনক।'

বিধায়কের রিপোর্ট কার্ড

বিধানসভার নাম ফালাকাটা
বিধায়ক দীপক বর্মন

প্রাপ্ত নম্বর ৫/১০

তহবিল খরচে : ৬/১০
৫ বছরে মোট ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার মধ্যে প্রায় আড়াই কোটি টাকা খরচ হয়েছে। বাকি টাকা শেষ মুহূর্তে জমা পড়ায় ওই টাকা অনুমোদন হয়নি।

উন্নয়নে : ৩/১০
কয়েকটি হাইমাস্ট টাওয়ার, তিনটি শ্মশানঘাট, দুটি মুক্তমঞ্চ তৈরি সহ কিছু জায়গায় আলোর ব্যবস্থা ছাড়া তেমন কিছু হয়নি।

মানুষের পাশে : ৩/১০
বিধায়ক হবার পর বেশিরভাগ সময় কলকাতায় কাটান। তাই সাধারণ মানুষ তেমন একটা তাঁকে কাছে পান না।

প্রতিশ্রুতি
দল ক্ষমতায় এলে উন্নয়নে জোয়ার আনবেন, ফালাকাটা শহরকে আধুনিক শহর হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

বাস্তব
প্রতিশ্রুতির সঙ্গে বাস্তবের কোনও মিল নেই। বিধায়ক তহবিলের টাকায় কিছু কাজ করা ছাড়া সামগ্রিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ছাপ ফেলতে ব্যর্থ হয়েছেন।

যা ভালো
ছোট, বড় সবাইকেই সম্মান দিয়ে কথা বলেন। বড়দের দেখলেই প্রণাম করেন।

যা খারাপ
কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে গিয়ে স্কুলে বসে থাকেন। বিধায়ক হবার পর মানুষের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়েছে।

দীপক বর্মন বিধায়ক হিসেবে ব্যর্থ। ফালাকাটাকে মহকুমা করার দাবিও তিনি বিধানসভায় তুলতে ব্যর্থ হয়েছেন। ওঁকে মানুষ ঠিকমতো চেনেনই না। **সুভাষচন্দ্র রায়** (তৃণমূল প্রার্থী)

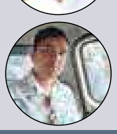

উন্নয়নমূলক কাজের নিরিখেই বিধায়ককে মাপা উচিত। কিন্তু বিধায়ক তেমন কোনও কাজ করেননি যা চোখে পড়ার মতো। তবে হয়তো তিনি চেষ্টা করেছেন কিন্তু সফল হননি। **পার্থ সূত্রধর** (ভোটার)

প্রশ্নবাণ

১. ১০-এ নিজেকে কত মার্কস দেবেন? কেন?
উত্তর : ৯ দেব। কারণ, রাজ্যে আমাদের দল ক্ষমতায় না থাকা সত্ত্বেও গ্রামে গ্রামে আলোর ব্যবস্থা করেছি, শ্মশান তৈরি করেছি।

২. আপনি বিধায়ক হওয়ার পর মানুষের অনেক প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। তার পরেও ভোট প্রত্যাশা করেন?

উত্তর : উত্তর : তহবিলের টাকায় যতটা পেরেছি করেছি। মানুষ আমাদের পাশে আছে।

৩ . উন্নয়ন নিয়ে আপনি বারবার রাজ্য সরকারকে দোষারোপ করছেন। তুলনায় বিধায়ক হিসেবে নিজেকে সফল দাবি করার যুক্তি কী?

উত্তর : উত্তর : আমি নিজেকে পুরোপুরি সফল বলিনি। অনেক কাজ এখনও বাকি আছে।

শোভাযাত্রার আড়ালে...

রামের পতাকাতলেও ‘আমরা-ওরা’

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

২৬ মার্চ : বিধানসভা ভোটের মুখে এদিন মাদারিহাট তালুক সদরে রামনবমীর শোভাযাত্রা হয়ে উঠেছিল বিজেপি ও তৃণমূলের দুই প্রার্থীর প্রচার যাত্রা। মাদারিহাটের তৃণমূল প্রার্থী জয়প্রকাশ টোপ্পো এবং বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মণ লিম্বু শোভাযাত্রায় অংশ নেন। তবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও আক্ষরিক অর্থেই দূরত্ব বজায় রইল দুই ফুলে। ওরা ধ্বনিও দিলেন আলাদা আলাদা। ফলশ্রুতিতে রাজনীতির কড়চায় ময়দানে এন্ট্রি মহাদেবের!

শোভাযাত্রার অগ্রভাগে ছিলেন বিজেপির লক্ষ্মণ। শেষভাগে তৃণমূলের জয়প্রকাশ। এতে পুণ্যার্থীদের অনেকেরই ‘শ্যাম রাখি না কূল রাখি’ দশা। বিশেষ করে আয়োজকরা নাজেহাল। কাউকে বাড়তি গুরুত্ব দিলেই মুশকিল! ওরা একবার জয়প্রকাশের কাছে যাচ্ছিলেন। পরমুহূর্তেই লক্ষ্মণের কাছে। লক্ষ্মণরা জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে মুখরিত করছিলেন এলাকা। জয়প্রকাশরা তুলছিলেন হর হর মহাদেব ধ্বনি! জয়প্রকাশ বললেন, ‘আমরা সব ধর্মের মানুষের সঙ্গে আছি এবং থাকব।’ লক্ষ্মণ বললেন, ‘আমরা বিভাজনের রাজনীতি করি না।’

রাজনীতির ময়দানে শ্রীরামচন্দ্রই বিজেপির মূল চরিত্র। রামনবমী ছাড়াও এর আগে জগন্নাথদেবের রথযাত্রাতেও বিজেপি নেতা-কর্মীদের জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিতে দেখা গিয়েছিল। তাই রামনবমীতে ফালাকাটার জটেশ্বরে এদিন হাজার তিনেক মানুষের সমাগম দেখে আহ্লাদে আটখানা বিজেপি নেতৃত্ব। বিদায়ি বিধায়ক তথা বিজেপি প্রার্থী দীপক বর্মন পদযাত্রায় পা মেলানোয় বিজেপি নেতা-কর্মীদের উৎসাহ আরও বাড়ল। পদযাত্রার আয়োজন করেছিল রামনবমী উদযাপন কমিটি। কমিটি সূত্রে জানা গেল, ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা তৃণমূল প্রার্থী সুভাষচন্দ্র রায়কেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তবে সুভাষ যাননি।

ওদিকে, আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বাবুরহাটে তখন রামনবমীর পদযাত্রায় উপচে পড়া ভিড়। প্রত্যাশিতভাবেই পদযাত্রায় বিজেপি নেতা-কর্মীদের সংখ্যা বেশি। জয় শ্রীরামের সঙ্গে জয়ধ্বনি দেওয়া হল প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির নামেও। মোটরবাইক নিয়ে পদযাত্রায় শামিল আলিপুরদুয়ারের বিজেপি প্রার্থী পরিতোষ দাস। সওয়ার বিজেপির ৩ মণ্ডলের সভাপতি সাধন সাহা। পরিতোষ বললেন, ‘ভোটে প্রার্থী হয়েছি বলেই নয়! রামনবমীর মিছিলে প্রতি বছরই অংশ নেই। এবছরও নিলাম।’

শামুকতলায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আয়োজিত রামনবমীর মিছিলে হাজারখানের মানুষের সঙ্গে পা মিলিয়েছিলেন কুমারগ্রামের বিজেপি প্রার্থী মনোজকুমার ওরাওঁ। দুর্গাবাড়ি থেকে এই শোভাযাত্রাটি শামুকতলা পরিক্রমা করে। রামনামে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। কার্তিকা চুনিয়া রায়ডাক তুরতুরিখণ্ডেও মনোজকে রামনবমীর মিছিলে জনসংযোগ করতে দেখা যায়। পাল্লা দিয়ে সকাল থেকেই তৃণমূল প্রার্থী রাজীব তিরকি এলাকার রামনবমীর অনুষ্ঠানগুলিতে চরকিপাক দেন। কয়েকটি শোভাযাত্রায় অংশ নেন। জনসংযোগ করেন ভোটারদের সঙ্গে।

তবে রাজনীতি এদিন বীরপাড়ায় ছুঁতে পারেনি রামনবমীর অনুষ্ঠানকে। মহাত্মা গান্ধি রোডের পাশে রাম জানকি মন্দিরে পুরোহিতের পাঠ করা রামায়ণ মাইকে ছড়িয়ে যাচ্ছিল বীরপাড়ার আনাচে-কানাচে। মাথায় ঘোমটা দিয়ে মন্দিরে ঢুকে শ্রীরামচন্দ্রকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছিলেন মহিলারা। কয়েকজন মহিলা ব্যস্ত প্রসাদ প্যাকেটবন্দি করতে। রাম জানকি মন্দিরের অধীন রামনবমী উদযাপন কমিটির সম্পাদক সঞ্জয়কুমার চৌধুরী জানালেন, শনিবার প্রসাদ হিসেবে বিতরণ করা হবে ১০০ কেজি বোঁদে। বৃহস্পতিবার থেকেই মহিলারা সেগুলি প্যাকেটবন্দি করছেন।

ভিক্ষাজীবীর কাছে ভোট প্রার্থনা তৃণমূল প্রার্থী সুভাষচন্দ্র রায়ের। ফালাকাটায়।

অষ্টমী স্নানের মেলায় জনসংযোগ দুই ফুলের

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

২৬ মার্চ : ঠিক যেন কবিগুরুর কবিতায় ভিক্ষাজীবীর কাছে হাত পেতে রাজাধিরাজের ভিক্ষা চাওয়ার ছবি! বৃহস্পতিবার ফালাকাটা শহরের মহাকালবাড়িতে তখন অষ্টমী স্নান ঘিরে পুণ্যার্থীদের ভিড়! ওখানেই ময়লা বসনে বসে ছিলেন বৃদ্ধা। ভিক্ষাজীবী! সবাই চিঁড়ে, মুড়ি দিচ্ছেন। পাচ্ছেন খুচরো পয়সাও। খাচ্ছিলেন দইচিঁড়ে। হঠাৎ বৃদ্ধার সামনে হাতজোড় করে হাজির এক সুবেশ ভদ্রলোক। মাথা নোয়ালেন। বৃদ্ধার চোখ জিজ্ঞাসু! আশীর্বাদ (ভোট) চাইলেন ভদ্রলোক। জানালেন, তিনি ফালাকাটা বিধানসভা আসনে তৃণমূল প্রার্থী সুভাষচন্দ্র রায়। এবার বৃদ্ধার মনে পড়ল! ‘হ্যাঁ! এই ভদ্রলোক তো আমার চেনা! বছর দুয়েক আগে ভোটের প্রচারে দেখেছিলাম।’ হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন বৃদ্ধা। অষ্টমী স্নানের মেলা তখন ভোটের গন্ধে ভুরভুর! এরপর ‘জয় শ্রীরাম’ ধ্বনি তুলে মেলা ঘুরছিলেন বিজেপি প্রার্থী দীপক বর্মনও।

তবে দীপককে এদিন যেন টক্কর দিয়ে এগিয়ে চলেন সুভাষ। মহাকালবাড়ি অষ্টমী স্নানের মেলার পরেই দীপক চলে যান রামনবমীর একাধিক শোভাযাত্রায়। আর সুভাষকে দেখা যায় বাগানবাড়ি, রাইচেঙ্গা, পশ্চিম কাঁঠালবাড়ির অষ্টমী স্নানের মেলাতেও। যা দেখে পশ্চিম কাঁঠালবাড়িতে মেলায় আসা বছর চল্লিশের সাবিত্রী রায় কিছুটা বিরক্তির সুরে বলছিলেন, ‘এবার এসে মনে হচ্ছিল মেলা যেন রাজনৈতিক কর্মসূচি। তবে প্রার্থী চলে যাওয়ার পর মেলায় ভালোভাবে বেড়াতে পারছি।’

আলিপুরদুয়ারের অন্যতম বড় অষ্টমী স্নানের মেলা হয় সলসলাবাড়ি গদাধর নদীতে। সেখানে সকালে পৌঁছে যান আলিপুরদুয়ারের বিজেপি প্রার্থী পরিতোষ দাস এবং তৃণমূলের প্রার্থী সুমন কাঞ্জিলাল। দুই প্রার্থীই জনসংযোগ সারেন। মেলায় আসা পুণ্যার্থীদের সঙ্গে আলপাচারিতাতেও দেখা যায়। সুমন আবার চাপরেরপারে অষ্টমীমেলা, অরবিন্দনগর শ্মশানঘাটমেলা এবং জংশন নোনাই নদীর মেলাতেও শামিল হন। কর্মসূচির বিষয়ে সুমনের বক্তব্য, ‘এই মেলাগুলো অনেক পুরোনো। সেখানে বিভিন্ন নিয়ম রয়েছে। অনেক সকালে বেরিয়ে জায়গাগুলো ঘুরলাম। ভালোই লাগল। অনেকের সঙ্গেই দেখা হল।’ পরিতোষ আবার দলের কর্মীদের নিয়ে বিকেলে ঘরঘরিয়ামেলায় জনসংযোগ সারেন। কর্মীদের মধ্যেও ভালো উদ্দীপনা নজরে আসে। অষ্টমীমেলায় প্রচার সারতে পিছিয়ে ছিলেন না আলিপুরদুয়ারের বামফ্রন্ট প্রার্থী শ্যামল রায়ও। সকালে দলের কর্মীদের নিয়ে জেলা শহরে অরবিন্দনগর শ্মশানঘাট ময়দানে অষ্টমী স্নানমেলায় দেখা যায় তাঁকে। রায়ডাক ১ নম্বর নদীর তীরে কাঁঠালতলা এলাকায় অষ্টমী স্নানের মেলায় তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্বকে জনসংযোগ সারতে দেখা যায়। কামাখ্যাগুড়ির ঘোড়ামারা নদীর স্নানের মেলায় হাজার হাজার পুণ্যার্থী ভিড় করেন। তবে কিছু মেলায় অবশ্য কোনও দলের প্রার্থীকেই দেখা যায়নি। শালকুমারহাটের প্রধানপাড়ায় অষ্টমী স্নানের মেলা, জটেশ্বরের ডুডুয়া নদীর মেলা, ফালাকাটার বালুরঘাটে চরতোর্ষা নদীর মেলা তার মধ্যে অন্যতম।

টোটো উলটে আহত ৩

বীরপাড়া, ২৬ মার্চ : বিধি উড়িয়ে পুলিশের সামনেই ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে টোটো চলাচল অব্যাহত। সোমবার ওই হাইওয়েতে জলপাইগুড়ি জেলার তেলিপাড়ায় টোটো থেকে পড়ে এক শিশুর মৃত্যু হয়। বৃহস্পতিবার বিকেলে ভগৎপাড়ায় চাকা খুলে যাওয়ায় উলটে পড়ে একটি টোটো। ৫ যাত্রীর মধ্যে দুই কিশোরী এবং এক মহিলা আহত হন। ওই সময় রামনবমীর অনুষ্ঠান থেকে ফিরছিলেন মাদারিহাট বিধানসভায় বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মণ লিম্বু। তিনি পেশায় গ্রামীণ চিকিৎসক। ঘটনাস্থলে আহতদের প্রাথমিক শুশ্রূষা করেন লক্ষ্মণ। পরে অন্য একটি টোটো ভাড়া করে তিনজনকেই বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে পাঠান। লক্ষ্মণ বলেন, ‘আহতদের পাশে দাঁড়ানো আমার কর্তব্য।’ অবশ্য হাইওয়েতে টোটো চলাচল নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি বিজেপি প্রার্থী। মন্তব্য করেননি বীরপাড়ার ট্রাফিক ওসি সিজান মোচারিও।

মদ বাজেয়াপ্ত

জয়গাঁ, ২৬ মার্চ : ভোটের মুখে অবৈধভাবে মদ পাচার রোধে উদ্যোগ নিয়েছে জয়গাঁ থানার পুলিশ। বুধবার গভীর রাতে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের দলসিংপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি ছোট গাড়ি থেকে তল্লাশি চালিয়ে ১৫ কার্টনে থাকা প্রায় ১৩৫ লিটার মদ বাজেয়াপ্ত করল। বাজেয়াপ্ত হওয়া মদের কোনও বৈধ কাগজ না থাকায় হাসিমারা ভার্নোবাড়ি চা বাগানের বাসিন্দা প্রীতম বরা ওরাওঁ ও বিচ চা বাগানের পাণ্ডু প্রধানকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জয়গাঁ থানার ওসি নয়ন দাস জানিয়েছেন, ধৃতদের বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার কোর্টে তোলা হয়। অবৈধ মদের বিরুদ্ধে অভিযান জারি রাখা হবে। ছোট গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

বামের সভা

আলিপুরদুয়ার, ২৬ মার্চ : আলিপুরদুয়ার সদর পূর্ব এরিয়া কমিটির উদ্যোগে বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারে সিপিএমের কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে ওই কর্মীসভা করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক কিশোর দাস, আলিপুরদুয়ারের প্রার্থী শ্যামল রায়। এদিন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকেই একটি কর্মীসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেও উপস্থিত ছিলেন প্রার্থী।

ধূপগুড়িতে দলীয় সমাবেশে অভিষেক। বৃহস্পতিবার।

‘ভদ্রলোক বিজেপি করে না’

অভিষেকের মন্তব্যে অবাক দলীয় নেতারাই

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২৬ মার্চ : দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে নির্বাচন কমিশন, স্থানীয় সাংসদ থেকে বিজেপি প্রার্থী তো ছিলেনই আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দুতে। এবারে বিজেপি কর্মীদের চোর থেকে মাতাল বলে নজিরবিহীন আক্রমণ করলেন তৃণমূল সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার ধূপগুড়ির সাঁকোয়াঝোরা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চলের ফণীর মাঠে অনুষ্ঠিত দলীয় জনসভায় অভিষেকের বক্তব্য, ‘গ্রাম থেকে শহর, এলাকায় গিয়ে দেখুন কোনও ভদ্র, শিক্ষিত, মার্জিত, সভ্য লোক বিজেপি করে না।’ আরও একধাপ এগিয়ে অভিষেকের উক্তি, ‘সব ছ্যাঁচড়, চিটিংবাজ, মাতাল, দু’নম্বরি, পাতাখোর, গাঁজাখোর।’ দলীয় প্রার্থী নির্মলচন্দ্র রায়ের সমর্থনে ভোট চাইতে এসে উন্নয়নের খতিয়ান পেশ, নির্বাচনি ইস্তাহার নিয়ে বিস্তারিত বলার আগেই অভিষেকের এমন ভাষায় আক্রমণে দলের নেতারাই চমকে যান বলে খবর। সাধারণত সাবলীল এবং পরিশীলিত ভাষায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য শুনে অভ্যস্ত কর্মীদের কাছেও বিরোধী দলের কর্মীদের প্রতি এমন তীব্র আক্রমণ নতুন বলেই মনে হয়েছে।

বিজেপি নেতারা এমন আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক চন্দন দত্ত বলেন, ‘রাজ্যের সবচেয়ে বড় চিটিংবাজ, চাকরি-বালি-কয়লা-গরু চোরের মুখে চুরি, চিটিংবাজি, মাতলামির অভিযোগ শুনলে শিশুরাও হেসে লুটোপুটি যায়। ওঁর মঞ্চে যাঁরা বসেছিলেন তাঁদের দিকে তাকিয়ে এসব বললেও সঠিক হত। উনি বিজেপি কর্মীদের নয়, বরং কোটি কোটি মানুষকে অপমান করেছেন। এর জবাব ওঁর দল এবং উনি খুব তাড়াতাড়ি পাবেন।’ জেলার সাতটির মধ্যে ছয় আসনের প্রার্থীদের মঞ্চে বসিয়ে দলের ইস্তাহারের বেশি কিছু ছিল না তৃণমূল সেকেন্ড ইন কমান্ডের বক্তব্যে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, যুবসাথী, বার্ধক্য ভাতার আওতায় আরও বেশি মানুষকে নিয়ে আসা সহ একাধিক সরকারি প্রকল্পের গতানুগতিক সুর ছিল অভিষেকের বক্তব্যে। কাগজ দেখে ধরে ধরে প্রকল্পের সুবিধা প্রাপকদের সংখ্যা আউড়ে রাজ্য সরকারের সাফল্য তুলে ধরার প্রয়াস দেখা গিয়েছে তাঁর বক্তব্যে।

এসআইআর হয়রানির কথা বারবার তুলে ধরে মানুষের মন ছুঁয়ে যাওয়ার চেষ্টার পাশাপাশি ধূপগুড়ি মহকুমা সহ একাধিক কাজের কথা মনে করিয়ে দিতে চান তিনি। সেই সুবাদে অবশ্য তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে যায় বানারহাটে দমকলকেন্দ্র স্থাপনের দাবি। বানারহাটে দমকলকেন্দ্র গড়ে না উঠলেও তৃণমূল নেতার এহেন দাবি শুনে সমালোচনা করতে ছাড়ছে না বিজেপি সহ বিরোধীরা।

ক্যাচ ইট!!! চ্যাংরাবান্ধায় ছবিটি তুলেছেন নীলরতন মণ্ডল।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

বিজেপির সভা

আলিপুরদুয়ার ও ফালাকাটা, ২৬ মার্চ : বৃহস্পতিবার পলাশবাড়ির দলীয় কার্যালয়ে বিজেপির এক সাংগঠনিক সভা হয়। দলের ফালাকাটা ৩ নম্বর মণ্ডল কমিটির সাধারণ সম্পাদক অনন্ত দাস জানান, আগামী শনিবার দলের প্রার্থী দীপক বর্মন এই মণ্ডলের বিভিন্ন জায়গায় আসবেন। এজন্য এদিন বৈঠক করা হয়। অন্যদিকে, এদিন আলিপুরদুয়ারে বিজেপির ৪ নম্বর মণ্ডলের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিভিন্ন সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। আলিপুরদুয়ারের বিজেপির প্রার্থী পরিতোষ দাসও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

বালুরঘাটে বাউলগান

ফালাকাটা, ২৬ মার্চ : বৃহস্পতিবার থেকে ফালাকাটার বালুরঘাটে শুরু হল বাউলগানের আসর। এদিন বাউলগান পরিবেশন করেন শিল্পী বলাই দেবনাথ ও সজল দাস। শুক্রবারও এই বাউলগান হবে। আয়োজক বালুরঘাট সর্বজনীন বাসন্তীমেলা কমিটি। কমিটির সম্পাদক অনন্ত দাস জানান, এদিন বাউলগান শুনতে বহু মানুষ ভিড় করেন। শুক্রবারও বিকেল থেকে রাত অবধি গানের আসর বসবে।

রোড শো-র জন্য যানজট

শামুকতলা, ২৬ মার্চ : জয়গাঁতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রোড শো-র জন্য বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ৩১সি নম্বর জাতীয় সড়কে যানজট হল। এর ফলে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে জাতীয় সড়কে প্রচুর গাড়ি আটকে ছিল। ব্যাপক ভোগান্তির শিকার হন পথচারীরা।

ডিএমের পরিদর্শন

শামুকতলা, ২৬ মার্চ : আলিপুরদুয়ার ২ নম্বর ব্লকের চার মাইল, মাঝেরডাবরি ভাটিবাড়ি এলাকার বিভিন্ন বুথ পরিদর্শন করলেন আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক ময়ূরী ভাসু। এদিন ভাটিবাড়ি এলাকার নাকা পয়েন্টও পরিদর্শন করেন তিনি।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিলে ভোটে শোধ দিতে হবে : প্রার্থী

প্রসেনজিৎ সাহা

সিতাই, ২৬ মার্চ : লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিলে ভোট দিয়ে শোধ দিতে হবে। মাতালহাট গ্রাম পঞ্চায়েতে ভোট প্রচারে গিয়ে এভাবেই কার্যত মহিলা ভোটারদের সমঝে দিলেন সিতাইয়ের তৃণমূল প্রার্থী সংগীতা রায়। এদিন দুপুর বারোটা নাগাদ মাতালহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় একটি স্কুল মাঠে তৃণমূলের নির্বাচনি সভা হয়। সভার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রাজবংশী ভাষায় বক্তব্য রাখেন তৃণমূল প্রার্থী সংগীতা রায়। সেখানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিলে যে ভোটটা দিতে হবে তা এদিন তিনি ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দেন। সংগীতার বক্তব্য, ‘যদি নিয়ে থাকেন তাহলে শোধ দিতে হবে না? মমতাদিদি মাংস পোলাও খেতে চায়নি কখনও। দিদি শুধু বলেছে, ভোট এলে জোড়াফুলে ভোট দিতে।’ তিনি বলেন, ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ঢুকলে সকলে দৌড়ে যান। কড়কড়ে টাকা গুনে নেন, ভোট দেওয়ার সময় এত ভাবলে হবে?’ সংগীতার এই বক্তব্যের পরেই জেলা রাজনীতিতে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। তাহলে ভোটের জন্যই কি সরকারি প্রকল্পে এই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দেওয়া হচ্ছে? এভাবে ভোট চাওয়া আদৌ যায় কি না, বিরোধীরা এমন নানা প্রশ্ন তুলছে। তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেছেন, ‘সংগীতা আদতে কী বলেছেন, তা আমি শুনিনি। তাই এবিষয়ে কিছু বলতে পারব না।’

বিজেপির জেলা সহ সভাপতি বিরাজ বসুর কথায়, ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কারও ব্যক্তিগত টাকা নয়। সেটা জনগণের করের টাকায় দেওয়া হয়। তাই যারা সেই প্রকল্পকে সামনে রেখে ভোটের দাবি করবে, তারা মূর্খামি ছাড়া আর কিছু করছে না।’ ফরওয়ার্ড ব্লকের কোচবিহার জেলা সভাপতি দীপক সরকার বলছেন, ‘তৃণমূল বরাবরই ভয় দেখিয়ে ভোট প্রভাবিত করে। এটাও তারই একটা নমুনা। নির্বাচন কমিশনের উচিত বিষয়টি দেখার। যে এরকম বক্তব্য রাখছে তাকে প্রয়োজনে গ্রেপ্তার করা উচিত।’

একসময় সিতাই কংগ্রেসের গড় বলে পরিচিত হলেও পরবর্তীতে তা বামেদের হাতে যায়। এরপর জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া তৃণমূলে যোগ দিলে সেখানে তিনি বিধায়ক হন। যদিও পরবর্তীতে জগদীশ সাংসদ হলে সেখানে তৃণমূলের সংগীতা রায় উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে বিধায়ক হন। এবারও সিতাইয়ে সংগীতার ওপরই দল আস্থা রেখেছে। ফলে সিতাইয়ে কার্যত তৃণমূলের কাছে গড়রক্ষার লড়াই। একদিকে সিতাইয়ে প্রার্থী ঘোষণা নিয়ে বামেরা যখন দড়ি টানাটানি করছে এবং বিজেপি তাদের প্রার্থীই ঘোষণা করতে পারেনি, তখন তৃণমূলের সংগীতা রায় একের পর এক অঞ্চল চষে বেড়াচ্ছেন ভোট প্রচারে। বৃহস্পতিবার দুপুরে পেটলা গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক জায়গায় নির্বাচনি সভার পাশাপাশি খুলি বৈঠক করেন তিনি। সেখানে ছোটনাচিনার প্রচার সভায় তিনি বলেন, ‘বিজেপিকে ভোট দেওয়া মানে গোখরো সাপের ছোবল খাওয়া।’ বিজেপি ভোটে ইভিএম হ্যাক করতে পারে এমন আশঙ্কাও শোনা যায় তাঁর মুখে। তবে তাঁর গোটা বক্তব্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল, মহিলাদের উদ্দেশে বলা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে টাকা নেওয়ার প্রসঙ্গ। তাঁর বক্তব্য, ‘যদি নিয়ে থাকেন তাহলে শোধ দিতে হবে। আর শোধ দিতে না পারলে তা হারাম বা পাপ।’ একথা শোনার পর উপস্থিত মহিলারা একে অপরের দিকে তাকাতাকি করতে থাকেন। স্বাভাবিকভাবেই শোধ দেওয়ার নামে যে আদতে তৃণমূল প্রার্থী ভোট দিতে বলেছেন সেটাও পরের বক্তব্যে স্পষ্ট করে দেন। তৃণমূল প্রার্থীর এমন বক্তব্যের পরেই জেলা রাজনীতিতে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে।

সভায় বক্তব্য রাখছেন সংগীতা রায়।

■ পেটলার ছোটনাচিনায় খুলি বৈঠকে তৃণমূল প্রার্থী সংগীত রায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিলে ভোট দিতে হবে বলে মন্তব্য করেন

■ বিজেপির দাবি, সরকারি প্রকল্প জনগণের করের টাকা থেকে বাস্তবায়িত হচ্ছে

■ মন্তব্যকারীকে গ্রেপ্তারের দাবি তুলেছে বামেরা

পাটুলিতে খুন

বাড়ির ছাদে উঠে পাটুলিতে তৃণমূল সমর্থককে খুনের ঘটনায় তদন্তে নামল পুলিশ। বৃহস্পতিবার এলাকা পরিদর্শন করলেন স্থানীয় কাউন্সিলার। সিসিটিভি না থাকায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তদন্তকারীদের।

বয়কট পোস্টার

বেলেঘাটায় বিজেপি প্রার্থীকে বয়কট করার পোস্টার পড়ল একাধিক জায়গায়। সেখানকার বিজেপি কর্মীদের একাংশ দলের এক কর্মীকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। গোটা ঘটনায় অস্বস্তিতে বিজেপি।

নাবালিকা উদ্ধার

ফেসবুক থেকেই ঘনিষ্ঠতা হয়। প্রেমের টানে ঘর ছেড়ে বিপাকে অসমের নাবালিকা। বনগাঁর গাইঘাটা থেকে উদ্ধার করে তাকে হোমে পাঠাল পুলিশ। পুলিশের ভূমিকায় সাধুবাদ জানিয়েছে নাবালিকার পরিবার।

বৈঠকে রাজ্যপাল

সীমান্তে নিরাপত্তা ও নির্বাচনে বিএসএফ-এর ভূমিকা নিয়ে বৃহস্পতিবার সীমান্তরক্ষীবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সঙ্গে বৈঠক করলেন রাজ্যপাল। বিএসএফ-এর প্রস্তুতি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন তিনি।

নিশানায় তৃণমূল, বাম ভোটে নজর অভয়ার মায়ের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৬ মার্চ : বৃহস্পতিবার পানিহাটিতে আনুষ্ঠানিকভাবে ভোটপ্রচার শুরু করলেন বিজেপি প্রার্থী তথা আরজি করের নির্যাতিতার মা। সল্টলেকের পার্টি অফিসে বসেই তাঁর প্রথম হুঙ্কার, 'রাজ্যবাসী পাশে থাকলে তৃণমূলকে সমূলে উপড়ে ফেলব।' সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের পর আরজি কর কাণ্ডেই সবচেয়ে বড় গণআন্দোলন দেখেছিল রাজ্য। কিন্তু এত কিছুর পরেও বিচার পায়নি তাঁর পরিবার। সেই অন্যায়ের রাজনৈতিক হিসেব বুঝতেই এবার তাঁর এই লড়াই।

তবে প্রচারের প্রথম দিনেই সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক চমক হল বামেদের প্রতি তাঁর আকস্মিক নরম সুর। পানিহাটিতে তাঁর সিপিএম প্রতিদ্বন্দ্বী কলতান দাশগুপ্ত সম্পর্কে টুঁ শব্দটিও করেননি তিনি। উলটে কলতানকে 'ছেলের মতো' আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, 'ওরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করেছে, ওদের বিরুদ্ধে কিছু বলব না।' অথচ মাত্র দু'দিন আগেই সিপিএমের বিরুদ্ধে তাঁর মেয়ের মৃত্যুর রাজনৈতিক ফায়দা তোলার অভিযোগ করেছিলেন তিনি।

বিশ্লেষকদের মতে, এই ভোলবদলের নেপথ্যে রয়েছে সুকৌশলী পাটিগণিত। পানিহাটি ও সোদপুর সংলগ্ন এলাকায় বামেদের একটি বড় ভোটব্যাংক রয়েছে। আরজি কর আবহে সেই সরকার-বিরোধী ভোট যাতে ভাগ না হয়, তা নিশ্চিত করতেই এই কৌশল নিয়েছে গেরুয়া শিবির। এদিন বিকেলে সোদপুরে তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাৎপর্যপূর্ণভাবে শুভেন্দুও আন্দোলনকারী হিসেবে বামেদের প্রশংসা করেছেন। জানা গিয়েছে, পানিহাটির গণ্ডি ছাড়িয়ে রত্নাদেবীকে এবার ভবানীপুরে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রচারে নিয়ে যেতে চাইছে বিজেপি। শুভেন্দু নিজে সেই অনুরোধ করেছেন। শুভেন্দুর গলাতেও এদিন ছিল ঐক্যের সুর। তিনি বলেন, 'ওঁরাও (বামেরা) প্রতিবাদ করেছেন, পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন।' এদিন নির্যাতিতার মা বলেছেন, 'তিনি ভোটে জয়ী হলে আদতে জিতবেন পানিহাটিবাসী।

দুর্যোগে মমতার চার্টার্ড বিমান

কলকাতা, ২৬ মার্চ : বৃহস্পতিবার বিকালে দুবরাজপুর এবং পাণ্ডবেশ্বরে নির্বাচনি প্রচার সেরে কলকাতা ফেরার সময় প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে তৃণমূলনেত্রীর চার্টার্ড বিমান। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাগুলির আকাশে চক্কর কাটার পর বিকাল ৫টা ১৯ মিনিটে দমদম বিমানবন্দরের মাটি ছোঁয় বিমানটি।

এদিন নির্বাচনি প্রচার সেরে বিকাল ৩.৩৯ মিনিটে অন্ডাল বিমানবন্দর থেকে ওড়ে মমতার বিমান। ৩টে ৫৫ মিনিট নাগাদ দমদমে নামার কথা ছিল তাঁর বিমানের। কিন্তু অবতরণের আগেই বিমানবন্দর এলাকায় প্রবল শিলাবৃষ্টি এবং দমকা হাওয়া তাতে বাধ সাধে। দমদম এটিসি থেকে জানানো হয়, দুর্যোগ না কাটলে মুখ্যমন্ত্রীর বিমানকে ফের অণ্ডাল কিংবা নিকটবর্তী অন্য কোনও বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করানো হতে পারে। প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে কালনা, কল্যাণী, হাওড়া, সোনারপুর-রাজপুরের ওপর দিয়ে বার তিনেক চক্করও কাটে মুখ্যমন্ত্রীর বিমান। বিমানে জ্বালানি কতটা রয়েছে তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এটিসি। শেষমেশ দুর্যোগ কাটতেই দমদমের দিকে এগোতে থাকে বিমানটি। বিকাল ৫টা ১৯ মিনিটে দমদমে নিরাপদে অবতরণ করে মমতার চার্টার্ড বিমান।

সম্প্রীতি ও রঘুপতি...

রামনবমী উপলক্ষ্যে কলকাতায়। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

শুভেন্দুর রামরাজত্ব বনাম মমতার ধর্মযুদ্ধ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৬ মার্চ : ভোটের দামামা বেজে গিয়েছে রাজ্যে, আর তার মাঝেই ফিরে এসেছে রামনবমীর চেনা রাজনৈতিক উত্তাপ। রাজ্যের মসনদ দখলের এই হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে যুযুধান দুই শিবিরই রামনবমীকে জনসংযোগ এবং মেরুকরণের মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে ময়দানে নামিয়েছে। গত কয়েক বছরে বঙ্গে রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে বিক্ষিপ্ত অশান্তির যে ইতিহাস রয়েছে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের রাজনৈতিক পারদ তাকে আরও উসকে দিতে পারে বলে প্রশাসনের অন্দরে ঘোর আশঙ্কা। হিন্দু সংহতির মতো সংগঠনগুলি এবার অন্তত ২ কোটি মানুষকে রাস্তায় নামানোর দাবি করলেও, রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, গেরুয়া শিবিরের উন্মাদনা গত কয়েক বছরের তুলনায় কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রিত। তবু ময়দান ছাড়তে নারাজ কোনও পক্ষই।

এদিন যদুবাবুর বাজার এলাকায় গেরুয়া পাগড়ি মাথায় দিয়ে, খোল-কর্তাল বাজিয়ে শুভেন্দুর মিছিল নিছক ধর্মীয় উদযাপন নয়, বরং এর পরতে পরতে রয়েছে নিখাদ রাজনীতি। মুখে 'রাজনীতির কথা বলব না' বললেও, 'এবার বাংলায় রাম রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হবে' বলে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, অবাঙালি এবং হিন্দু ভোটের মেরুকরণই তাঁর মূল লক্ষ্য। হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলিকে লড়াইয়ের মাঠে পাশে থাকার যে আহ্বান তিনি জানিয়েছেন, তা স্পষ্টতই শাসক দলের ওপর মনস্তাত্ত্বিক চাপ বাড়ানোর কৌশল।

শুভেন্দু যখন ভবানীপুরের রাস্তায়, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন পাণ্ডবেশ্বরের নির্বাচনী জনসভায়। সেখানে তিনি আসন্ন নির্বাচনকে আক্ষরিক অর্থেই ধর্মযুদ্ধ আখ্যা দিয়ে তৃণমূলকে পাণ্ডব এবং বিজেপিকে কৌরবের আসনে বসিয়েছেন। অন্যদিকে, বেলেঘাটার তৃণমূল প্রার্থী কুণাল ঘোষ আবার তুলে ধরেছেন সম্প্রীতির এক অন্য ছবি। তাঁর দাবি, এবারের রামনবমীর মিছিলের আয়োজক ছিলেন মহম্মদ মজিদ ও তাঁর সহকর্মীরা। ঈদের দিন তাঁদের মিষ্টিমুখ করানোর পর, তাঁরাই রামনবমীর আয়োজন করেছেন। তৃণমূলের এই হঠাৎ রামভক্তি এবং সম্প্রীতির বার্তাকে কড়া ভাষায় কটাক্ষ করতে ছাড়েননি দিলীপ ঘোষ। তাঁর কথায়, 'তৃণমূলই এখন সবচেয়ে বড় রামভক্ত। একেই বলে ঠেলার নাম বাবাজি!'

রাজনৈতিক এই তরজার মাঝেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অশান্তির খবর পাওয়া গেছে, যা প্রশাসনের কপালের ভাঁজ চওড়া করছে। বাসন্তীতে বিজেপির মিছিলে হামলার অভিযোগ এবং পরবর্তীতে পুলিশের ওপর পালটা হামলার ঘটনায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। নিউটাউন ও সিউড়িতে রীতিমতো অস্ত্র হাতে মিছিল করতে দেখা গিয়েছে। দিলীপ ঘোষ এই অশান্তির দায় পুরোপুরি তৃণমূলের ঘাড়ে চাপিয়ে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। যদিও রাজ্য পুলিশের ডিজি স্পষ্ট জানিয়েছেন, স্থানীয় স্তরের গন্ডগোল সামলাতে রাজ্য পুলিশই যথেষ্ট, তবে আপৎকালীন পরিস্থিতির জন্য সিআরপিএফ প্রস্তুত রাখা হয়েছে। ইতিহাস বলছে, চন্দননগর, হাওড়া, আসানসোল এবং মালদহ রামনবমীর সময় অত্যন্ত স্পর্শকাতর হয়ে ওঠে। তাই এই এলাকাগুলিতে আগে থেকেই কড়া নজরদারি ও বাড়তি বাহিনী মোতায়েন করেছে প্রশাসন।

রামনবমীর এই রাজনৈতিক উত্তাপ আছড়ে পড়েছে শিক্ষাঙ্গনেও। কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে এবিভিপি ও এনএসএফ-এর উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে পারদ চড়েছে। একদিকে জয় শ্রীরাম, অন্যদিকে ইনকিলাব জিন্দাবাদ, এই স্লোগান-যুদ্ধ যেন গোটা রাজ্যের রাজনৈতিক মেরুকরণেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি না দেওয়ার সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। পীরের দরগায় সুতো বাঁধা আর বটের ঝুরিতে সুতো বাঁধার চিরাচরিত বাঙালি সংস্কৃতির কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি এই বিভাজনের জন্য শাসক দলকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার রাজ্যজুড়ে রামনবমী পালিত হলেও, পুলিশের অনুমতি নিয়ে শনিবার পর্যন্ত মিছিল করা যাবে। ফলে, রাজনীতির ময়দানে রাম-নামের এই দড়ি টানাটানি এবং অশান্তির আশঙ্কার মেঘ সপ্তাহান্ত পর্যন্ত রাজ্যের আকাশেই ঘোরাফেরা করবে।

দুবরাজপুরে নির্বাচনি প্রচারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইদিনে ভবানীপুরে পাগড়ি মাথায় শুভেন্দু। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী ও দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

লকডাউন জুজু মুখ্যমন্ত্রীর মুখে

করোনা পরিস্থিতির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কেন্দ্রের কড়া সমালোচনা

রাজা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অশোক মণ্ডল

পাণ্ডবেশ্বর ও দুবরাজপুর, ২৬ মার্চ : জ্বালানি সংকটের জুজু দেখিয়ে কেন্দ্র ভোটের আগে আবার লকডাউনের ফন্দি আঁটছে বলে বৃহস্পতিবার আশঙ্কাপ্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গে ভোট প্রচার সেরে এদিন প্রথমে পাণ্ডবেশ্বরের সভায় আসানসোল উত্তর বিধানসভার প্রার্থী তথা রাজ্যের বিদায়ি মন্ত্রী মলয় ঘটক, কুলটির অভিজিৎ ঘটক, রানিগঞ্জের কালোবরণ মণ্ডল, জামুড়িয়ার হরেরাম সিং সহ তৃণমূল প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার জন্য তিনি আবেদন করেন।

পরে বীরভূমের দুবরাজপুর বিধানসভার খয়রাশোলের গোষ্ঠডাঙার মাঠে অপর একটি জনসভা করেন তিনি। শুক্রবার ভোটমুখী রাজ্যগুলি বাদে বাকি রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তার আগে লকডাউনের প্রসঙ্গ তুলে মমতা এদিন বলেন, 'নোটবন্দি, করোনাকালে মানুষকে গৃহবন্দি করে রাখার মতো এবার কি ভোটবন্দি করে রাখবে? কেউ কেউ বলছে আবার নাকি লকডাউনের কথা ভাবছে ওরা। যাতে ভোটের সময় মানুষ বেরোতে না পারে। সে গুড়ে বালি। ২০২১-এ কোভিডের সময় যদি ভোট করতে পারি, এখন যতই লকডাউন করো মানুষের মুখে-হাতে তালাচাবি লাগাতে পারবে না। ওটা মানুষের অধিকার। অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে ছিলাম, আছি, থাকব।'

বিজেপিকে তুলোধোনা করে তৃণমূলনেত্রী বলেন, 'কাল দেখলাম গ্যাস বুকিংয়ের সময় কমিয়ে ২৫ দিন করা হয়েছে। জানি না, সত্যি কি না। আমি ওদের বিশ্বাস করি না। ২৫ দিনের আগে বুকিং করা যাবে না! গ্যাস ফুরিয়ে গেলে মানুষ কী করবে? বাড়িতে যে মহিলারা রান্না করে, তারা কী করবে?' এসআইআর, সাপ্লিমেন্টরি তালিকা নিয়েও কমিশন ও বিজেপিকে নিশানা করেন তিনি। জনতার উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আবার লাইন দেবেন? নাকি বিজেপিকে বেলাইন করবেন? নোটবন্দিতে লাইন। আধার কার্ড সংযুক্তিতে লাইন। এসআইআর লাইন। ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা কোথায় গেল? বছরে ২ কোটি চাকরির কী হল?' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমর্ত্য সেনকে অপমান করেছে বলেও অভিযোগ করেছেন তৃণমূলনেত্রী।

সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় যেসব ভোটারের নাম থাকছে না তাঁদের তৃণমূলের পক্ষ থেকে আইনি সহায়তা দেওয়া হবে বলে এদিনও আবার প্রতিশ্রুতি দেন মুখ্যমন্ত্রী। ভোটারদের আইনজীবী নিয়োগ করতে হবে না। তাঁরাই সব ব্যবস্থা করবেন। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী কমিশনকে বিঁধে বলেন, 'কাদের নাম বাদ পড়েছে তা জানা যাচ্ছে না। কমিশন ও বিজেপি পার্টির সৎ সাহস থাকলে তারা বুথে বুথে লিস্ট ঝোলাক।' এই ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ও দলের কৃতিত্ব দাবি করে বলেন, '২৯ থেকে ৩০ লক্ষ নাম যদি সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে উঠে থাকে তবে তার কৃতিত্ব আমাদের।' এদিন দুটি সভাতেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, সবুজ সাথী, স্বাস্থ্য সাথী, কৃষক ভাতা থেকে শুরু করে তাঁর সরকারের সব সামাজিক প্রকল্পের সফল দাবি করেন তিনি।

> নোটবন্দি, করোনাকালে গৃহবন্দি করে রাখার মতো এবার কি ভোটবন্দি করে রাখবে মানুষকে? কেউ কেউ বলছে আবার নাকি লকডাউনের কথা ভাবছে ওরা। যাতে ভোটের সময় মানুষ বেরোতে না পারে। সে গুড়ে বালি।
>
> -মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

শুধু ভোটের সময় নয়, গণনা পর্যন্ত রাজ্যবাসীকে বিশেষ করে মহিলাদের নজরদারি চালিয়ে যাওয়ার আবেদন জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'সবাই ভালো অফিসার। তারা সবাই আমাদের। মনে রাখবেন, ভোটটা মানুষ দেবেন। মা ও বোনেদের ভোট ও গণনার দিনের দায়িত্ব দিচ্ছি। বাড়িতে যা আছে তা নিয়ে বেরোবেন। ২০২৬ এর সেপ্টেম্বর মাসের পরে কেন্দ্রের এই সরকার থাকবে।' দুবরাজপুরে এদিনও দেউচা-পাঁচামি কয়লাখনির প্রসঙ্গ তোলেন মমতা। তিনি বলেন, 'পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম খনি হিসাবে গড়ে উঠছে। এখানে কয়লা উৎপাদন পুরোদমে শুরু হলে আগামী ১০০ বছর বিদ্যুতের জন্য বাংলাকে অন্যের কাছে হাত পাততে হবে না।'

জিতলে পুলিশি এনকাউন্টার, হুমকি দিলীপের

খড়্গপুর, ২৬ মার্চ : ভোটের ময়দানে নামলেই তিনি স্বমহিমায়। বৃহস্পতিবার নিজের পুরনো গড় খড়্গপুরে প্রচারে নেমে ফের একবার 'রাফ অ্যান্ড টাফ' মেজাজে ধরা দিলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। সাফ জানিয়ে দিলেন, ২৬-এর বিধানসভা ভোটে বিজেপি জিতলে পশ্চিমবঙ্গেও কার্যকর হবে 'উত্তরপ্রদেশ মডেল'। অপরাধ দমনে পুলিশকে আর হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে না, বরং সরাসরি 'এনকাউন্টার' করতে দেখা যাবে। তৃণমূল এবং পুলিশকে একযোগে বিঁধে দিলীপের চাঁচাছোলা মন্তব্য, '৪ তারিখের পর সব বদলে যাবে। যে পুলিশ আজ চোর নেতাদের চামচাগিরি করছে আর গুন্ডাদের সঙ্গে বসে চা খাচ্ছে, তারাই দেখবেন ইউপি স্টাইলে এনকাউন্টার করছে।' নিজের দাপুটে ভাবমূর্তি বজায় রেখে এদিন বিরোধীদের রীতিমতো ভয় দেখিয়ে তিনি বলেন, 'চমকেই রাজনীতি করি। যে ব্যাটা ভয় পাবে, তাকে দিলীপ ঘোষ আরও ভয় দেখাবে। দম থাকলে সামনে এসো।'

২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে হারের ধাক্কা সরিয়ে রেখে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের 'শাহি' টনিকে চাঙ্গা হয়েই যে তিনি ময়দানে নেমেছেন, তা তাঁর শরীরী ভাষাতেই স্পষ্ট। খড়্গপুরের মাফিয়াদের হুঁশিয়ারি দিয়ে দিলীপ বলেন, 'মাফিয়াদের বিরুদ্ধে অনেক লড়াই করেছি। এবার আর লড়ব না, সরাসরি জেলে ঢোকাব।' পুলিশের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর কাটআউট সরাতেও পুলিশ এখন ভয় পাচ্ছে। বিতর্ককে আমল না দিয়ে দিলীপের বাজি, তাঁর এই লড়াকু মেজাজের জন্যই খড়্গপুরের মানুষ আবার তাঁকে দু'হাত ভরে ভোট দেবেন।দিলীপ ঘোষের বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন তৃণমূল নেতা তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, 'উত্তরপ্রদেশে এনকাউন্টার সংস্কৃতি চললেও বাংলায় এসব চলে না। নির্বাচন কমিশনের উচিত তাঁর এই বক্তব্যের বিষয়টি খতিয়ে দেখা।'

রামনবমীর সাজে নির্বাচনি প্রচারে তৃণমূল প্রার্থী কুণাল ঘোষ। বৃহস্পতিবার কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

চার্জশিট নয়, কাল সংকল্পপত্র পেশ শা'র

কটাক্ষ ঘাসফুল শিবিরের

কলকাতা, ২৬ মার্চ : বিধানসভা ভোটের পারদ চড়তেই রণকৌশলে বড়সড় রদবদল করল বঙ্গ বিজেপি। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী, আগামী ২৮ মার্চ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের হাত দিয়ে দলের 'সংকল্পপত্র' বা ইস্তাহার প্রকাশের কথা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সেই সিদ্ধান্ত থেকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে, তৃণমূল সরকারের দুর্নীতি ও অপশাসনের বিরুদ্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ 'শ্বেতপত্র' বা চার্জশিট প্রকাশ করতে চলেছেন শাহ। আর এই আচমকা ভোলবদল ঘিরেই রাজ্য রাজনীতিতে এখন জোর জল্পনা, তবে কি রাজ্য নেতাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতির দায়ভার নিতে চাইছে না বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব?

সম্প্রতি রায়দিঘির জনসভা থেকে সরকারি কর্মচারীদের ডিএ মেটানো এবং কর্মসংস্থান নিয়ে একাধিক বড় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন স্বয়ং অমিত শাহ। বঙ্গ বিজেপির আশা ছিল, দলের ইস্তাহারে এই বিষয়গুলিকে তুরুপের তাস করে শাহের হাত দিয়েই আনুষ্ঠানিকভাবে তা প্রকাশ করা হবে। কিন্তু দিল্লির নির্দেশে সেই পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ায়, আগামী ৫ এপ্রিল নাগাদ রাজ্য নেতারাই সম্ভবত এই সংকল্পপত্র প্রকাশ করবেন। ওই অনুষ্ঠানে শাহ বা অন্য কোনও কেন্দ্রীয় নেতার উপস্থিত থাকার সম্ভাবনাও ক্ষীণ।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের অবশ্য সাফাই, 'আমরা আগে রাজ্য স্তরে তৃণমূলের দুর্নীতির চার্জশিট মানুষের সামনে তুলে ধরতে চাই, যা করবেন স্বয়ং অমিত শাহ। এরপর সেই অভাব-অভিযোগ পূরণের অঙ্গীকার হিসেবে আমাদের সংকল্পপত্র প্রকাশ করা হবে।' তৃণমূল অবশ্য এই যুক্তি মানতে নারাজ। ঘাসফুল শিবিরের কটাক্ষ, রাজ্য বিজেপির অবাস্তব নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির দায়ভার এড়াতেই মোদি-শা'রা কৌশলে ইস্তাহার প্রকাশ থেকে নিজেদের সরিয়ে নিচ্ছেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, তৃণমূল ইতিমধ্যেই তাদের ইস্তাহার প্রকাশ করে ময়দানে নেমে পড়েছে। সেখানে বিজেপির এই 'আগে চার্জশিট, পরে ইস্তাহার' নীতি আসলে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতাকে আরও বেশি করে খুঁচিয়ে তোলার কৌশল হতে পারে।

> আমরা আগে রাজ্য স্তরে তৃণমূলের দুর্নীতির চার্জশিট মানুষের সামনে তুলে ধরতে চাই, যা করবেন স্বয়ং অমিত শা। এরপর সেই অভাব-অভিযোগ পূরণের অঙ্গীকার হিসেবে আমাদের সংকল্পপত্র প্রকাশ করা হবে।
>
> -শমীক ভট্টাচার্য

আরাবুলের বোঝা বইতে রাজি নয় সিপিএম

রিমি শীল

কলকাতা, ২৬ মার্চ : ভোটের মুখে বাম-আইএসএফ জোটে এখন আস্ত এক 'আরাবুল' কাঁটা। প্রাক্তন তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলামকে ক্যানিং পূর্বে প্রার্থী করায় আইএসএফ-এর ওপর চরম চটেছে আলিমুদ্দিন। বৃহস্পতিবার স্পষ্ট ভাষায় সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম জানিয়ে দিলেন, 'রাজনৈতিক জঞ্জাল' তাঁর দল সমর্থন করে না। দুর্নীতিগ্রস্ত বা দাঙ্গাবাজদের বগলদাবা করা যে সুস্থ রাজনীতির লক্ষণ নয়, তা বুঝিয়ে দিয়ে নৌশাদ সিদ্দিকীদের কার্যত তুলোধোনা করেছেন তিনি।

সমস্যার শুরু ক্যানিং পূর্ব আসনে আরাবুলের নাম ঘোষণা হতেই। সিপিএমের অন্দরে প্রশ্ন উঠেছে, যাঁকে হঠাতে লড়াই, তাঁকেই কেন জোটে জায়গা দেওয়া হবে? সেলিম মনে করিয়ে দিয়েছেন, গত পঞ্চায়েত ভোটে ভাঙড়ে আইএসএফ কর্মীদের খুনের অভিযোগ ছিল এই আরাবুলের বিরুদ্ধেই। এখন তাঁকে টিকিট দিলে নিচুতলার কর্মীদের কাছে কী বার্তা যাবে? সেলিমের সাফ কথা, 'আমাদের দলে কোনও ওয়াশিং মেশিন নেই। যাঁরা এপাশ-ওপাশ করেন, তাঁদের উপেক্ষা করাই উচিত।'

সিপিএমের এই কড়া অবস্থানের পর ক্যানিং পূর্ব, আমডাঙা বা বাদুড়িয়ার মতো আসনগুলোতে বামেরা পাল্টা প্রার্থী দেবে কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা বজায় রেখেছেন সেলিম। তবে জোট বাঁচাতে 'সর্বোচ্চ ত্যাগের' কথাও শোনা গিয়েছে তাঁর গলায়। জোটের এই ডামাডোলের মাঝেই চতুর্থ দফায় ৭টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বামফ্রন্ট। পাশাপাশি ভোটাধিকার রক্ষার দাবিতে আগামী ৩০ ও ৩১ মার্চ রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভের ডাক দেওয়া হয়েছে। এখন দেখার, সেলিমের এই জঞ্জাল মন্তব্যের পর নৌশাদরা আরাবুলকে নিয়ে পিছু হঠেন, নাকি একুশের মতো ফের ভাঙনের পথেই হাঁটে এই জোট।

আজ দ্বিতীয় দফার অতিরিক্ত তালিকা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৬ মার্চ : ভোটার তালিকা নিয়ে ল্যাজে-গোবরে অবস্থা নির্বাচন কমিশনের। ৩৬ লক্ষ বিচারাধীন নামের নিষ্পত্তি হলেও শুক্রবারের 'অতিরিক্ত তালিকা' প্রকাশ নিয়ে এখনও চরম অনিশ্চয়তা। প্রথম দফার তালিকা প্রকাশ করতে গিয়ে যে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছে, তার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের নতুন তালিকার ঘোষণা নিয়ে আশঙ্কায় আমজনতা।

শুক্রবার দ্বিতীয় অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে। এদিন সিইও দপ্তর জানিয়েছে শুক্রবার বিকাল পর্যন্ত বিচারকরা যে তথ্য দেবে তা প্রকাশ করা হবে। তবে বিচারকরা যে তালিকা পাঠাবেন তা থেকে বিধান ও বুথ ভিত্তিক তালিকা তৈরি করে প্রকাশ করতে ৪ থেকে ৬ ঘণ্টা সময় লাগতে পারে। সেক্ষেত্রে কত জনের নামের তালিকা এবং ঠিক কখন তা প্রকাশ হবে তা নির্দিষ্ট করে এখনই বলা সম্ভব নয়। একই সঙ্গে ২৭ মার্চ থেকে নিষ্পত্তি হওয়ার ভিত্তিতে দৈনিক অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করা হতে পারে বলেও জানিয়েছে সিইও দপ্তর। প্রথম দফায় ৩০ লক্ষ নিষ্পত্তি হওয়া সত্ত্বেও কমিশন তালিকা প্রকাশ করেছিল মাত্র ১০ লক্ষের। কারণ হিসেবে কমিশন জানিয়েছিল, জেলা বিচারকরা যত গুলি নিষ্পত্তি করে পাঠিয়েছেন, সেই তালিকা প্রকাশ করেছে কমিশন। ফলে ৩৬ লক্ষ নিষ্পত্তি হলেও শেষপর্যন্ত আগামীকাল কত জনের তালিকা প্রকাশ হবে, তা নিয়ে সন্দেহ থেকে যাচ্ছে।

বিচারাধিন ৬০ লক্ষের তালিকা থেকে প্রথম অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করতে ল্যাজে গোবরে হয়েছিল কমিশন। সন্ধ্যায় তালিকা প্রকাশ হবে জানিয়েও রাত ১২টা নাগাদ কোনও মতে তা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু প্রকাশিত সেই তালিকা নিয়ে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টা ধরে বিভ্রান্তিতে ছিল মানুষ। এমনকি কিছুক্ষণের জন্যে কমিশনের সেই তালিকায় সবাই বিচারাধীন অথবা ডিলিটেড বলে দেখানো হয়।এমনকি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'ডিলিটেড' এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে বিচারাধীন হিসেবে দেখানো হয়। তা নিয়ে বিভ্রান্তি চরমে ওঠে। পরের দিন তা নিয়ে কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। চাপে পড়ে ৪৮ ঘণ্টা মুখে কুলুপ এঁটেছিল সিইও দপ্তর। শেষপর্যন্ত চাপমুক্ত হতেই তালিকা নিয়ে বিভ্রান্তির জট খুলতে উদ্যোগী হয় কমিশন। বুধবার সিইও জানিয়েছিলেন ৩২ লক্ষ নিষ্পত্তির কথা। সেই সংখ্যাই এদিন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৬ লক্ষে। তবে প্রথম দফার তালিকা প্রকাশের অভিজ্ঞতার পর কমিশনের এই ঘোষণায় এখনই আশ্বস্ত হতে পারছে না বিচারাধীনরা।

এদিকে ভোটের ডিউটিতে এবার প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে খোদ চিকিৎসকদের তলব করায় বিপাকে পড়ে হুগলির আরামবাগের প্রফুল্ল চন্দ্র সেন সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কর্তাদের। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, জরুরি এবং অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত থাকায় ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মীদের সাধারণত ভোটের ডিউটি দেওয়া হয় না। সেখানে একলপ্তে এতজন চিকিৎসককে সরিয়ে নিলে হুগলি ও পূর্ব বর্ধমানের একটা বিশাল অংশের রোগী পরিষেবা কার্যত মুখ থুবড়ে পড়বে।

পাশাপাশি, ডাক্তারি পড়ুয়াদের পঠনপাঠনও শিকেয় উঠবে। এই চরম অব্যবস্থা থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন করেছেন ওই চিকিৎসকরা। অধ্যক্ষ রমা প্রসাদ রায় জানিয়েছেন, জেলাশাসক ভুল স্বীকার করে ভোটের ডিউটি থেকে রেহাই দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

- শুক্রবার বিকাল পর্যন্ত বিচারকরা যে তথ্য দেবে, তা প্রকাশ করা হবে
- সেখান থেকে বিধানসভা ও বুথভিত্তিক তালিকা তৈরি করে প্রকাশ করতে ৪ থেকে ৬ ঘণ্টা সময় লাগতে পারে
- ২৭ তারিখ থেকে দৈনিক অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করা হতে পারে

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩০৬ সংখ্যা, শুক্রবার, ১২ চৈত্র ১৪৩২

ঠেলার নাম বাবাজি!

স্বচ্ছতা নয়, ভোট পরিচালনায় দক্ষতায় সম্ভবত অগ্রাধিকার! না হলে কি আর মালবাজারের নেতা স্বপন সাহাকে সসম্মানে দলে ফেরানো হল? তাও কি না একেবারে বিধানসভা ভোটের মুখে! শুধু ফেরানো নয়, উত্তরবঙ্গ সফরে থাকার সময় তাঁর সঙ্গে একান্ত বৈঠকও করলেন খোদ তৃণমূল নেত্রী। স্বপন এখন বুক ফুলিয়ে দাবি করছেন, মাল ও নাগরাকাটা- দুটি আসনেই জোড়াফুলের প্রার্থীদের জেতানোর দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রী তাঁকেই দিয়েছেন।

অথচ কয়েক মাস আগেই স্বপনের সঙ্গে কথা বলা দূরের কথা, প্রণাম নিতেও অস্বীকার করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাড়িয়ে দিয়েছিলেন দূর-দূর করে। তাও একবার নয়, পরপর দু-বার। কেন? পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতির অভিযোগ স্বপনের বিরুদ্ধে। শুধু অভিযোগ নয়, কিছু কিছু দুর্নীতি প্রমাণিত হয়েছে হাইকোর্টের রায়ে। এখনও সেই দুর্নীতির খেসারত দিয়ে চলেছে মাল পুরসভা। পুর চেয়ারম্যান পদে থাকাকালীনই তিনি ওইসব দুর্নীতি করেছিলেন বলে অভিযোগ।

হাইকোর্টে একের পর এক দুর্নীতির প্রমাণ সামনে আসায় চরম বিড়ম্বনায় পড়ে স্বপনকে বহিষ্কার করেছিল তৃণমূল। সেইসব দুর্নীতির কলঙ্ক থেকে স্বপন মুক্ত হয়ে গিয়েছেন- এমন কোনও প্রমাণ নেই। তবুও বিধানসভা ভোটের দামামা বাজতেই তাঁকে দল থেকে বহিষ্কারের আদেশ প্রত্যাহার হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দলের কাজে শামিল হতে বলা হল আর শেষে খোদ দলনেত্রী তাঁকে দু-দুটো বিধানসভা কেন্দ্রে নাকি তৃণমূল প্রার্থীকে জেতানোর দায়িত্ব দিয়ে দিলেন।

দুর্নীতির অভিযোগগুলির কী হবে? যে কারণে তাঁকে বহিষ্কার করা হল। তা নিয়ে রা নেই তৃণমূলের কোনও নেতার। রাজ্য নেতারা চুপ। তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি মহুয়া গোপের গা বাঁচানো উত্তর- তিনি রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে বহিষ্কার করেছিলেন, আবার রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে বহিষ্কার প্রত্যাহার করলেন। আর কিছু নাকি তাঁর জানা নেই। বুঝতে বাকি থাকে না ভোট বড় বালাই।

জলপাইগুড়ি জেলায় যে তিনটি আসনে জিতে ২১-এর নির্বাচনে তৃণমূলের মুখ রক্ষা হয়েছিল- মাল তার অন্যতম। এই আসনের বিধায়ক আবার রাজ্যের মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক। যাঁর জয় নিয়ে এবার সন্দিহান তৃণমূলের মালবাজার নেতৃত্বও। ভোট ম্যানেজার হিসেবে স্বপনের 'সুখ্যাতি' আছে তৃণমূলের অন্দরে। গত বিধানসভা ভোটে বুলুর সাফল্যের পিছনে স্বপনের হাতযশ অনেকটা ছিল বলে দলের নেতারা জানেন। বিজেপির কঠিন চাপের মুখে সেই হাতযশটাই যেন দরকার পড়ে গেল শাসকদলের।

অতঃপর ঘর ওয়াপসি এবং ভোটের দায়িত্ব অর্পণ। প্রমাণ হয়ে গেল, দুর্নীতির অভিযোগের যতই পাহাড় থাক, ভোট ম্যানেজারের দক্ষতা থাকলে সাত খুন মাপ। জলপাইগুড়ি জেলারই ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্রের প্রার্থী রঞ্জন শীলশর্মাও ধোয়া তুলসীপাতা নন। গজলডোবায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি জমি আত্মসাতের অভিযোগ ছিল। শিলিগুড়ির কুখ্যাত একটি গ্যাংয়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার সাধারণ মানুষের কাছে।

কিন্তু ভোটে রঞ্জনেরও কিঞ্চিৎ হাতযশ থাকার উদাহরণ আছে। সেকারণে বিজেপির হাত থেকে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি পুনরুদ্ধারে তিনিই হয়ে উঠলেন তৃণমূলের বাজি। দুর্নীতির কলঙ্ক যতই থাক, তাঁকে দিয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধিই যে বড় কথা। তবুও নিশ্চিন্ত থাকতে পারছে না তৃণমূল নেতৃত্ব। যাঁদের ভোটের টিকিট দেওয়া হয়নি, তাঁদের আগলে রাখার মরিয়া চেষ্টা করছেন খোদ তৃণমূল নেত্রীও।

হেলিপ্যাডে ডেকে আলাদা করে রাজগঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক খগেশ্বর রায়ের সঙ্গে একান্তে কথা, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির নির্বাচনি সভায় আগে খগেশ্বরকে ভাষণ দিতে খোদ দলনেত্রীর এগিয়ে দেওয়া সেই মরিয়া চেষ্টার প্রতিফলন। টিকিট না দেওয়ায় খগেশ্বর বিদ্রোহী হয়েছিলেন। তাতে রাজগঞ্জে তৃণমূল প্রার্থীর জয় অনিশ্চিত হওয়ায় খগেশ্বর এখন চোখের মণি। একইভাবে মঞ্চে কোচবিহারের রবীন্দ্রনাথ ঘোষের খোঁজ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সম্মান দিলেন ময়নাগুড়ির প্রাক্তন বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারীকে। কথায় বলে ঠেলার নাম বাবাজি!

অমৃতধারা

অন্নপূর্ণাকে কিছুতেই কেহ ক্ষয় করিতে পারে না। অতএব সর্বদা অন্নপূর্ণার দাস হইয়া থাকুন। লোকসকল স্বস্ব ভাগ্যানুসারে সুখ দুঃখাদি উপভোগ করিয়া এই জগতে শত্রু মিত্রাদি শুভ অশুভ কারণজালে আটক পরিয়া লাঞ্ছনা পাইয়া থাকে। অতএব সর্বদা ভাগ্য অন্নপূর্ণার নিকট রাখিয়া নিষ্কণ্টক পদ সত্যের আশ্রয় লাভ করুন, যাহার আশ্রয় ভুলিয়া লোকে নানারূপ সুখদুঃখ শুভাশুভ বন্ধনে পড়িয়া ঊর্ধ্ব অধগতিতে ভ্রমণ চক্রে ঘুরিয়া পড়ে। এই চক্র হইতে এক মুক্তির উপায় হইতেছে সত্যব্রতের দাস অভিমান অর্থাৎ অন্নপূর্ণার স্থান, যেখানে বিশ্বনাথ থাকেন। বাসনাই বন্ধনের হেতু। বাসনা হইতেই সত্যশক্তি ভুলিয়া কর্তৃত্বাভিযোগে অস্থায়ীর দ্বারা প্রকৃতির গুণের বিবৃতি হইয়া সত্যবস্তুকে স্মরণ করিতে পারে না।

-শ্রীশ্রী কৈবল্যনাথ

বারুদের স্তূপে থিয়েটারই মুক্তির ইস্তাহার

বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের দামামার মাঝে থিয়েটার কেবল বিনোদন নয়, হয়ে উঠুক মানবিকতার আশ্রয়স্থল।

কল্যাণময় দাস

বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপট আজ কামানের গর্জন, ড্রোন হামলা আর সীমান্ত সংঘাতের বারুদে উত্তপ্ত। ঠিক এমন এক দমবন্ধ করা সময়ে প্রতি বছর মার্চ মাসে দরজায় কড়া নাড়ে বিশ্ব নাট্য দিবস। একদিকে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত, অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যে ইরান-ইজরায়েল-আমেরিকা উত্তেজনা— সব মিলিয়ে পৃথিবী আজ এক গভীর অস্তিত্ব সংকটের মুখোমুখি। বসন্তের বাতাসে এখন পলাশের ঘ্রাণ নেই, রয়েছে কেবল দগ্ধ বারুদ আর মানবিকতার আর্তনাদ। এই অগ্নিগর্ভ সময়ে থিয়েটার বা নাট্যকলা কি কেবলই নির্ভেজাল বিনোদন? নাকি তা বিপন্ন মানবিকতার শেষ আশ্রয়স্থল? মানুষের ইতিহাসের চাকা যখনই রক্তের দাগে পিচ্ছিল হয়েছে, তখনই শিল্প এসে হাত ধরেছে বিবেকের। বর্তমানের এই চরম অস্থির সময়েও তার কোনও ব্যতিক্রম ঘটার কথা নয়।

আজকের পৃথিবী এক অদ্ভুত বৈপরীত্যের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। একদিকে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের মহড়া চলছে, আর অন্যদিকে মঞ্চের এক চিলতে আলোয় গাওয়া হচ্ছে মানুষের জয়গান। আজকের পৃথিবীতে আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল— যেখানে জীবনই পদে পদে বিপন্ন, সেখানে নাটকের প্রাসঙ্গিকতা ঠিক কতটুকু? বর্তমান ভূ-রাজনীতির চরম অস্থিরতা আমাদের প্রতিদিন এক নতুন ধ্বংসের গল্প শোনায়। গাজা থেকে লেবানন সীমান্ত, লোহিত সাগরের জলসীমা থেকে ইউক্রেনের বিস্তীর্ণ প্রান্তর— কোথাও আজ জীবনের নিরাপত্তা নেই। যুদ্ধের এই বীভৎসতা কেবল প্রাণহানিই ঘটায় না, তা গুঁড়িয়ে দেয় একটি জাতির সুপ্রাচীন সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয়কেও। বোমার আঘাতে যখন কোনও দেশের নাট্যশালা ধ্বংস হয় কিংবা অভিনেতা-কলাকুশলীরা দেশ ছেড়ে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন, তখন সাময়িকভাবে মনে হতেই পারে যে, ধ্বংসের কাছে শিল্প বোধহয় হেরেই গেল। কিন্তু মানবসভ্যতার ইতিহাস সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলে।

বর্তমানের রাজনৈতিক সমীকরণ আমাদের বোঝাতে চায় যে, মানচিত্রের ওপারে থাকা প্রত্যেকটি দেশ এবং তার নাগরিক আমাদের শত্রু। কিন্তু নাট্যমঞ্চে যখন আলো জ্বলে ওঠে, তখন আমরা এক অন্য সত্যের মুখোমুখি হই। আমরা দেখি, একজন ইরানি মা, একজন ইজরায়েলি বাবা বা একজন আমেরিকান তরুণের দীর্ঘশ্বাস আসলে একটাই সুতোয় গাঁথা। যুদ্ধের ময়দানে তারা হয়তো কেবলই কিছু পরিসংখ্যান বা 'কোল্যাটারাল ড্যামেজ', কিন্তু নাট্যের ভাষায় তারা প্রত্যেকেই এককেটি আস্ত জীবন। তেহরানের কোনও গলি থেকে শুরু করে তেল আভিভের কফিশপ কিংবা নিউ ইয়র্কের ব্রডওয়ে— সাধারণ মানুষের স্বপ্ন সব জায়গাতেই অভিন্ন। তারা কেবল শান্তিতে বাঁচতে চায়। তারা চায়, তাদের সন্তানরা যেন বারুদের গন্ধের বদলে ফুলের গন্ধে বড় হয়ে ওঠে। উন্নত বিশ্বের সাধারণ মানুষও আজ বুঝতে পারছে যে, ক্ষমতার দ্বন্দ্বে খরচ হওয়া প্রত্যেকটা ডলার আসলে তাদের নিজেদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা খাতেই ব্যয় হতে পারত। অন্যদিকে, যুদ্ধবিধ্বস্ত প্রান্তের মানুষরা আজ এক অদৃশ্য মঞ্চের অসহায় অভিনেতা, যেখানে তাদের জীবন নিয়ে প্রতিনিয়ত জুয়া খেলছেন শাসকরা।

সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ব নাট্য দিবসের আন্তর্জাতিক বাণী প্রদান করতে গিয়ে প্রখ্যাত মার্কিন অভিনেতা ও নাট্যজন উইলেম ড্যাফো অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক কিছু কথা তুলে ধরেছিলেন। থিয়েটারকে 'সহজ বিনোদন' বা 'বাণিজ্যিক পণ্য' হিসেবে দেখার তীব্র বিরোধিতা করেছেন তিনি। তাঁর মতে, আজকের এই বিভক্ত ও সহিংস পৃথিবীতে থিয়েটারের মূল শক্তি হল মানুষে মানুষে সংযোগস্থাপন করা। তিনি মনে করিয়ে দেন, থিয়েটার এমন এক শক্তিশালী মাধ্যম যা আমাদের শেখায় 'কী ছিল', 'কী আছে' এবং 'পৃথিবীটা ঠিক কেমন হতে পারত'। উইলেম ড্যাফো বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এমন একজন বিরল অভিনেতা, যিনি বাণিজ্যিক ব্লকব্লাস্টার এবং শৈল্পিক নিরীক্ষাধর্মী চলচ্চিত্র— উভয় জগতেই সমান দাপটের সঙ্গে বিচরণ করেছেন। স্পাইডার-ম্যান সিনেমায় 'গ্রিন গবলিন' থেকে শুরু করে ভিনসেন্ট ভ্যানগগের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। কিন্তু তাঁর অভিনয়ের আসল ভিতটি তৈরি হয়েছিল সত্তরের দশকে নিউ ইয়র্কের পরীক্ষামূলক থিয়েটার গ্রুপের মঞ্চে।

ভেনিস বিয়েনালের থিয়েটার বিভাগের শৈল্পিক পরিচালক হিসেবেও ড্যাফো সম্প্রতি তাঁর বার্তায় এক গভীর সতর্কতা এবং আশাবাদের কথা শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আজকের বিশ্ব আরও বেশি টুকরো, নিয়ন্ত্রিত এবং হিংস্র। আমাদের কাজ হল থিয়েটারকে কেবল বিনোদনের পণ্য হতে না দেওয়া। থিয়েটারের কাজ হল ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতিকে এক করা এবং ঘটনার অন্ধ প্রবাহের বিরুদ্ধে সচেতন প্রতিবাদ গড়ে তোলা।' ড্যাফোর এই জীবনদর্শন আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, শিল্পের শক্তিই পারে মানুষের ভেতরের পশুত্বকে রুখে দিয়ে এক পশলা শান্তির বার্তা বয়ে আনতে।

যুদ্ধের এই বিভীষিকাময় আবহে শিল্পের এই বার্তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। রাজনীতি যখন মানুষকে জাতি, ধর্ম আর সীমানার নামে আলাদা করতে চায়, থিয়েটার তখন মানুষকে এক সুতোয় বেঁধে ফেলে। মঞ্চের অন্ধকারে বসে দর্শক যখন একটি ট্র্যাজিক নাটক দেখেন, তখন তাঁদের কান্না বা হাসির কোনও আলাদা পাসপোর্ট বা জাতীয়তা থাকে না। এই যে যৌথ অনুভূতি, এটিই হল যুদ্ধের বিপরীতে দাঁড়িয়ে শান্তির প্রথম পাঠ। ইতিহাস সাক্ষী, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কিংবা ভিয়েতনাম যুদ্ধের উত্তাল দিনগুলোতেও নাট্যকর্মীরা থেমে থাকেননি। আজও আমরা বিশ্বজুড়ে 'থিয়েটার অফ রেসিস্ট্যান্স' বা প্রতিরোধের নাটকের উত্থান দেখতে পাচ্ছি। ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে সটান দাঁড়িয়ে পথনাটক করা কিংবা শরণার্থী শিবিরে শিশুদের নিয়ে পাপেট শোয়ের আয়োজন করা— এগুলো কেবল অভিনয় নয়, এগুলো আসলে ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে বেঁচে থাকার অদম্য জেদ।

আজকের যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলগুলোতে নাটক কাজ করছে মনস্তাত্ত্বিক থেরাপি হিসেবে। 'সাইকোড্রামা' বা অংশগ্রহণমূলক থিয়েটারের মাধ্যমে যুদ্ধের গভীর ট্রমা কাটিয়ে ওঠার আপ্রাণ চেষ্টা চলছে। মঞ্চের চরিত্ররা যখন যন্ত্রণার কথা বলেন, তখন দর্শক নিজের অব্যক্ত কষ্টগুলোর প্রতিফলন সেখানে খুঁজে পান। একটি সার্থক নাটক দর্শককে তার তথাকথিত শত্রুর চোখের জল দেখতে বাধ্য করে। যখন কোনও নাটকে দেখা যায় যে, যুদ্ধের অন্য প্রান্তে থাকা মানুষটিও একইভাবে স্বজনহারানোর বেদনায় নীল হয়ে আছেন, ঠিক তখনই যুদ্ধের প্রতি মানুষের মনে সত্যিকারের ঘৃণা জন্মায়। থিয়েটার এভাবেই যুদ্ধের গৌরবগাথা বা রাষ্ট্রিক প্রোপাগান্ডার মুখোশ খুলে দেয়।

বর্তমানের এই যুদ্ধগুলো মূলত কোনও মহান আদর্শের লড়াই নয়। এগুলো হল ভূখণ্ড করায়ত্ত করার আদিম লালসা আর খনিজ সম্পদের ওপর আধিপত্য বিস্তারের এক নগ্ন খেলা। এই রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্বে প্রাণ হারাচ্ছেন কেবল সাধারণ মানুষ। আধুনিক মারণাস্ত্রের যে রমরমা ব্যবসা আজ বিশ্ব অর্থনীতিকে টিকিয়ে রেখেছে, তার প্রতিটি সাফল্যের গায়ে লেগে রয়েছে কোনও না কোনও শিশুর রক্ত বা মায়ের বোবাকান্না। শান্তি আলোচনার আড়ালে চলে কোটি কোটি ডলারের মিসাইল প্রতিরক্ষা সিস্টেমের লেনদেন। শিল্পের কাজ হল এই ভণ্ডামির মুখোশটি খুলে দেওয়া। ব্রেখটীয় ঘরানার নাটকগুলো আমাদের শিখিয়েছিল যে, যুদ্ধ কেবল বীরত্বের গাথা নয়, এটি বড় বড় পুঁজিবাদের মুনাফা লোটার সবচেয়ে বড় কৌশল মাত্র। আমাদের মঞ্চগুলো যেন আজও সেই সত্যই উচ্চারণ করে।

সবচেয়ে অন্ধকার সময়েই সবচেয়ে উজ্জ্বল নাটকের জন্ম হয়। জমি দখল করা যায়, ভূখণ্ড করায়ত্ত করা যায়, কিন্তু মানুষের কল্পনাপ্রসূত শিল্পবোধকে বিশ্বের কোনও সুপারপাওয়ারই বন্দি করতে পারে না। সংঘাতের এই আবহে নাট্যকর্মীদের দায়িত্ব আজ অনেক বেশি। তাঁদের কলম আর মঞ্চ যেন শোষকের স্তুতি না গেয়ে শোষিতের হাহাকারকে তুলে ধরে। পৃথিবীর সব রণক্ষেত্র শান্ত হোক, আর প্রতিটি বোমারু বিমানের গর্জনের বিপরীতে বেজে উঠুক নাটক শুরুর ঘণ্টার ধ্বনি। কারণ, শেষপর্যন্ত কামানের গোলার চেয়ে মঞ্চের সংলাপই মানুষের হৃদয়ে বেশিদিন প্রতিধ্বনিত হয়।

সবশেষে তবু একটি প্রশ্ন থেকেই যায়। বিশ্বজুড়ে থিয়েটার যখন প্রতিরোধের এমন শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠছে, তখন আজকের ভারতে নাট্যকলা কি কেবলই নিরীহ বিনোদনের স্তরে আটকে থাকবে? বারুদের গন্ধে কি নাট্যশিল্প থমকে দাঁড়াবে, নাকি সমস্ত দানবীয় শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে শেষ নৈতিক প্রতিরোধটি জানাবে? উত্তর খুঁজুক সচেতন নাট্যসমাজ।

(লেখক কোচবিহারের নাট্যশিল্পী ও ছোটদের নাট্যপ্রশিক্ষক।)

এআই

যখন রাষ্ট্রনায়করা মানচিত্র ভাগ করতে ব্যস্ত, তখন থিয়েটারের কাজ হল সেই ছিন্নভিন্ন মানচিত্রের ওপর দাঁড়িয়ে মানুষের অখণ্ড সত্তার কথা বলা। ধ্বংসস্তূপের মাঝেও থিয়েটার কাজ করছে এক আশ্চর্য 'হিলিং মেকানিজম' বা উপশমের হাতিয়ার হিসেবে। মঞ্চের অন্ধকারে দর্শক যখন পাশাপাশি বসে নাটক দেখেন, তখন তাঁদের কান্না বা হাসির কোনও আলাদা জাতীয়তা থাকে না। এই যৌথ অনুভূতিই যুদ্ধের বিপরীতে শান্তির প্রথম পাঠ। আজ বিশ্ব নাট্য দিবসে শান্তির এই বার্তাই সর্বত্র ধ্বনিত হোক।

আজ

১৯৬৬

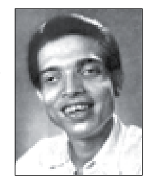

শিল্পী পান্নালাল ভট্টাচার্য প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৯৮৫

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা রাম চরণ।

আলোচিত

মে মাসের ৪ তারিখের পর সব পালটে যাবে। যে পুলিশ আজ মাফিয়া ও গুন্ডাদের সঙ্গে বসে চা খাচ্ছে, চোর-নেতাদের চামচাগিরি করছে, সেই পুলিশই দেখবেন উত্তরপ্রদেশের স্টাইলে এনকাউন্টার করবে। আমি চমকে চমকেই রাজনীতি করেছি। সেজন্য লোকে আমাকে ভোট দেবে।

-দিলীপ ঘোষ

ভাইরাল/১

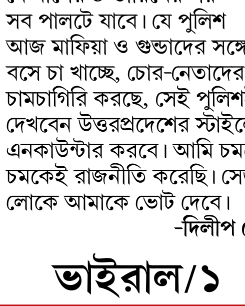

তেল আভিভের আকাশে চক্কর কাটছে কাকের ঝাঁক। ঘণ্টাখানেক ধরে তারা এমন উড়েছে যে আকাশটাকে কালো মেঘের মতো ঢেকে ফেলে। ইরান-ইজরায়েলের যুদ্ধের মাঝে এই দৃশ্য দেখে নেটিজেনদের প্রশ্ন, এটা কি কোনও 'অশনিসংকেত'!

ভাইরাল/২

পাটনার বারহ রেলস্টেশনে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে গুটখা খাচ্ছিলেন একজন। পিক ফেলতে প্ল্যাটফর্মের ধারে চলে যান। ওই সময় দ্রুতগতিতে ঢুকছিল পাটনা-হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। ট্রেনের ধাক্কায় লোকটি ছিটকে পড়েন। পরিণতিতে মৃত্যু।

জনমন জনমত

দুর্যোগে সংকটে আলুচাষিরা

এবছর আলুচাষিরা ভেবেছিলেন যে চাষের মধ্যে দিয়েই তাঁদের জীবনে কিছুটা উন্নতি ঘটবে। এজন্য চাষিরা মোটা অঙ্কের ঋণ বা জমি লিজ নিয়ে আলুখেত করতে নেমেছিলেন। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এবছর চাষিদের জীবনে অন্ধকার নেমে আসে। জমিতে জমা জলের কারণে অধিকাংশ আলুই পচে গিয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে আলুচাষিরা কীভাবে মোটা অঙ্কের টাকা পরিশোধ করবেন? এই নিয়ে চাষিরা এখন খুবই চিন্তিত। সরকার আলুচাষিদের জন্য শস্যবিমা চালু করলেও অনেক চাষি এই বিষয়টি সম্পর্কে এখনও জানেন না। ফলে তাঁরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন।

রাজেশ বর্মন
সোনাপুর, আলিপুরদুয়ার।

সিলিন্ডার নিয়ে কালোবাজারি বন্ধ হোক

যুদ্ধের জন্য রান্নার গ্যাসের সমস্যা এখনও চলছে। সঠিকভাবে রান্নার জন্য যেটুকু গ্যাস দরকার, সেটা নিয়ম মেনে ব্যবহার করলে কোনও উপভোক্তারই অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। যখনই কোনও জিনিসের ক্রাইসিস হয় তখনই কালোবাজারি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বর্তমানে রান্নার গ্যাসের অবস্থাও তেমনই। প্রভাবশালীরা প্রভাববলে গ্যাস পেয়ে অপচয় করবেন আর সাধারণ মানুষ রান্না করতে পারবেন না- এটা তো হতে পারে না। সরকার যেমন গ্যাস পাওয়ার ক্ষেত্রে নিয়ম করেছে, তেমনই কালোবাজারি বন্ধ করতেও কড়া পদক্ষেপ করুক। তাহলে কেউই রান্নার গ্যাস থেকে বঞ্চিত হবেন না।

নূপুর ব্যানার্জি, হাকিমপাড়া, জলপাইগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

তপ্ত কচ্ছের বুকে মানবতার জলসত্র

প্রবল গরমে পথচারীদের জল বিলিয়ে মানবতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। এই পথে আমাদের চলা প্রয়োজন।

সনাতন পাল

মানুষের জীবনের চরম সার্থকতা কোথায়? খুব সহজ ভাষায় বলতে গেলে, সাধ্য যৎসামান্য হলেও অপরের দুঃসময়ে তাঁর পাশে দাঁড়ানোটাই হওয়া উচিত আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য। স্বার্থপরতার এই যুগে, যেখানে সবাই নিজেরটুকু বুঝে নিতে ব্যস্ত, সেখানে নিঃস্বার্থ সেবার এমন উদাহরণ ক্রমশ বিরল হয়ে উঠেছে। তবে মানবতা যে এখনও হারিয়ে যায়নি, তার প্রমাণ মেলে সমাজের কিছু কিছু প্রান্তে। এমন দৃষ্টান্ত আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য প্রচুর সম্পদের প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয় কেবল একটি সুন্দর ও সংবেদনশীল মনের।

গুজরাটের কচ্ছের রন এমনিতেই এক চরম রুক্ষ প্রান্তর। জিনজুয়াদা সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে এখন গনগনে রোদ আর অসহ্য গরমের রাজত্ব। পা ফেললে মাটি যেন আগুনে পুড়ছে বলে মনে হয়। চারপাশের বাতাস এতটাই তপ্ত যে, সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়ানোও এক চরম ধৈর্যের পরীক্ষা। দিগন্তবিস্তৃত রাস্তায় ধুলো আর তাপপ্রবাহ ছাড়া আর কিছুর দেখা মেলে না। ঠিক এমন এক প্রতিকূল পরিবেশে রাস্তার ধারে একটি বড় জলের পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন এক বৃদ্ধা। স্থানীয়দের কাছে তিনি কেবলই 'আম্মা'। মাথার ওপর ছাদ নেই, এমনকি তিনি যে এখানে জলদান করছেন, তা জানান দেওয়ার জন্য কোনও সাইনবোর্ডও নেই।

প্রচণ্ড গরমে ক্লান্ত যেসব পথচারী ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন, তাঁরা দূর থেকে এই দৃশ্য দেখে প্রথমে কিছুটা অবাক হন। অনেকেই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে গতি কমিয়ে থেমে যান বৃদ্ধার কাছে। আম্মা তাঁর বড় পাত্র থেকে একটি ধাতব গ্লাসে ঠান্ডা জল এগিয়ে দেন তৃষ্ণার্তদের দিকে। এই সামান্য জল সেই মুহূর্তে ক্লান্ত মানুষদের কাছে আক্ষরিক অর্থেই জীবনদায়ী অমৃতের মতো মনে হয়। জলপানের পর তাঁদের মুখে ফুটে ওঠে স্বস্তির ছাপ। অজানা, অচেনা এই বৃদ্ধাকে কয়েকটা ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁরা আবার গন্তব্যে এগিয়ে যান।

বৃদ্ধার এই কাজ কোনও প্রচার পাওয়ার আশায় বা সাধারণ দাতব্য হিসেবে নয়। কোনও কিছুর প্রত্যাশা না করেই তিনি এই কাজটি করেন, যা তাঁর দৈনন্দিন জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য রুটিন। দিনের পর দিন তিনি একই জায়গায় এসে দাঁড়ান, শুধু জল নয়, এক নিঃস্বার্থ যত্নের পরশ নিয়ে। এই পুরো সময়টায় তাঁর পাশে থাকে তাঁর ছোট্ট ছেলে। সে মায়ের কাজ দেখে, সাহায্য করে এবং জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষাটি গ্রহণ করে। সে শিখছে, সহানুভূতি বা মানবিকতা প্রদর্শনের জন্য প্রাচুর্যের দরকার নেই, কেবল সদিচ্ছাই যথেষ্ট। মায়ের এই নিঃস্বার্থ সেবার মন্ত্র এভাবেই এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে নীরবে সঞ্চারিত হচ্ছে।

যেখানে প্রকৃতি প্রতিনিয়ত তার রুদ্ররূপ দেখাচ্ছে, সেখানে সামান্য জলদানের এই ঘটনাটি আর সাধারণ কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এটি গোটা সমাজের কাছে অনেক বড় বার্তা বয়ে আনে। কচ্ছের রনের ওই তপ্ত প্রান্তর বারবার মনে করিয়ে দেয়, পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক না কেন, মানবতা ঠিক নিজের জায়গা করে নেয়। একদম সঠিক সময়ে, ঠিক যেখানে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, সেখানেই মানুষের পাশে মানুষ এসে দাঁড়ায়। আম্মার এই উদ্যোগ প্রমাণ করে, সাধ্যমতো মানুষের পাশে থাকাই জীবনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। এভাবেই গড়ে ওঠে এক সুন্দর পৃথিবী।

(লেখক শিক্ষক ও অক্ষরকর্মী। বালুরঘাটের বাসিন্দা।)

জলের পাত্র হাতে 'আম্মা'।

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৪০৪

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। সম্মেলন বা আসর ৩। বাংলা বছরের একটি মাস ৫। পৌরাণিক দানবশিল্পী ৬। অন্ধকার, চোখের রোগবিশেষ ৮। ইচ্ছা, খুশি বা অভিরুচি ১০। সপ্তর্ষিমণ্ডলের অন্যতম নক্ষত্র ১২। হাতপাখা-এর আরেক নাম ১৪। চতুর্বেদের অন্যতম, শত্রুকে বশীভূত করার উপায় ১৫। অভ্যস্ত ১৬। ঈশ্বরের দূত, পয়গম্বর, ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ।

উপর-নীচ : ১। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্য ২। প্রায় রাজি ৪। খড় ইত্যাদি দিয়ে ছাওয়া ঘর নির্মাণকারী ৭। রমণীয়, মনোরম বা সুন্দর ৯। দেরিতে হয় বা জন্মে এমন ১০। মৃতপ্রায়, মুমূর্ষু ১১। অনন্তকাল, সারাজীবন ১৩। বিষ, বহুমূল্য পাথর।

সমাধান ■ ৪৪০৩

পাশাপাশি : ১। গুড়ুম ৩। কাদম্বর ৪। ঘটনা ৫। কষাকষি ৭। শফ ১০। কাফি ১২। বসাকবি ১৪। জাহান ১৫। আজগুবি ১৬। ক'দিন।

উপর-নীচ : ১। গুড়াকেশ ২। মঘবা ৩। কানাকড়ি ৬। কলিকা ৮। ফলসা ৯। হাবিজাবি ১১। ফিনফিন ১৩। সানক।

বিন্দুবিসর্গ

জনপ্রিয় নমো

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ : মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়। মার্কিন ডেটা অ্যানালিটিক্স সংস্থা মর্নিং কনসাল্টের সাম্প্রতিক সমীক্ষায় বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক নেতা হিসেবে আবারও শীর্ষস্থান দখল করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সমীক্ষা অনুযায়ী, ৬৮ শতাংশ রেটিং পেয়ে বিশ্বের তাবড় রাষ্ট্রপ্রধানকে পিছনে ফেলে দিয়েছেন তিনি। এটা প্রধানমন্ত্রীর ধারাবাহিক অভ্যন্তরীণ জনপ্রিয়তা এবং ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিরই প্রতিফলন বলেই মনে করা হচ্ছে। ২০২৫ সালের জুলাই মাসের সমীক্ষাতেও তিনি ৭৫ শতাংশ রেটিং নিয়ে তালিকার শীর্ষে ছিলেন। তাঁর পরই রয়েছেন সুইৎজারল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট গাই পারমেলিন এবং দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জে-মিউং। অনেক পিছনে রয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর রেটিং ৩৯ শতাংশ। শেষের দিকে রয়েছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ।

নতুন আরশোলা

পুনে, ২৬ মার্চ : আরশোলা দেখলেই অনেকে ভয়ে সিঁটিয়ে যান, কিন্তু এই পতঙ্গ নিয়েই এবার এক যুগান্তকারী আবিষ্কার করে ফেললেন জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার বিজ্ঞানীরা। পুনের দাউন্দ এলাকার নাথাচিওয়াড়ির কৃষিজমি থেকে আবিষ্কৃত হল আরশোলার সম্পূর্ণ নতুন এক প্রজাতি, যার বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া হয়েছে 'নিওলোবোপটেরা পেনিনসুলারিস'। আর এই আবিষ্কারের সবচেয়ে বড় চমক হল এর পদ্ধতি। ভারতে ১৭৫৮ সাল থেকে পতঙ্গ গবেষণায় যে সনাতনী শারীরিক বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করা হত, সেই প্রথা ভেঙে এই প্রথমবার আধুনিক 'ডিএনএ বারকোডিং' এবং জেনেটিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই নতুন প্রজাতির অস্তিত্ব নির্ভুলভাবে প্রমাণ করেছেন পুনে ও চেন্নাইয়ের বিজ্ঞানীরা।

ডিএনএ বারকোডিং আদতে জিনগত ফিঙ্গারপ্রিন্টিংয়ের মতো কাজ করে, যা প্রজাতির স্বকীয়তা প্রমাণে ১০০ শতাংশ নিখুঁত। ভারতে এই গণের এটি মাত্র তৃতীয় প্রজাতি। এর আগে ১৮৬৫ এবং ১৯৯৫ সালে বাকি দুটির খোঁজ মিলেছিল। এই নতুন আবিষ্কারের ফলে ভারতে নথিভুক্ত আরশোলার প্রজাতির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৯০, যা গোটা বিশ্বের মোট বৈচিত্র্যের প্রায় ৩.৮ শতাংশ। শুধুমাত্র ভারতেই পাওয়া যায় এমন এই আরশোলার খোঁজ দেশের জীববৈচিত্র্য ম্যাপিং এবং পতঙ্গবিদ্যার ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল।

স্বপ্নযাত্রার সমাপ্তি

মুম্বই, ২৬ মার্চ : ফিটনেস সচেতন শ্রীনিবাস তান্ডলে শরীরের মেদ ঝরাতে ব্যায়াম করতেন। এবার সাইকেল কিনলেন। লক্ষ্য কিছুক্ষণ সাইকেল চালানো। তাতে কিছু মেদ কমতে পারে। স্বপ্নপূরণ হল না। নতুন কেনা সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে দুর্ঘটনায় পড়েন। মারা গিয়েছেন শ্রীনিবাস। মঙ্গলবার একটি গাড়ি সজোরে তাঁর সাইকেলকে ধাক্কা মারে। স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও বাঁচানো যায়নি। কল্যাণের বাসিন্দা শ্রীনিবাস সোমবার সাইকেলটি কিনেছিলেন। অকুস্থল কল্যাণ-ডোম্বিভলি এলাকায় উলহাস নদীর কাছে একটি নির্মীয়মাণ সড়ক। সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, ঘাতক গাড়ির চালকের আসনে ছিল এক কিশোর। গাড়িতে তার পরিবারও ছিল। পুলিশ গাড়িটিকে চিহ্নিত করে বেপরোয়া গাড়ি চালানোর মামলা রুজু করেছে।

জয়শংকর প্যারিসে

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ : জি-৭ গোষ্ঠীর দেশগুলির বিদেশমন্ত্রীদের সম্মেলনে যোগ দিতে বৃহস্পতিবার ফ্রান্সে গিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। ইউক্রেন যুদ্ধ ও তার পুনর্গঠন, সামুদ্রিক নিরাপত্তা ও বৈশ্বিক শাসন সংস্কার সম্মেলনটির মূল আলোচ্য বিষয়। বৈঠক দু'দিনের। সূত্রের খবর, জয়শংকর তাঁর ভাষণে তুলে ধরবেন বিশ্ব অর্থনীতি, জলবায়ু পরিবর্তন ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা নিয়ে ভারতের অবস্থান। মূল সম্মেলনের ফাঁকে জয়শংকর ফ্রান্সের বিদেশমন্ত্রী জ্যাঁ-নোয়েল ব্যারোর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন। ভারতের বিদেশমন্ত্রীর ফ্রান্স সফরের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য সেদেশের সঙ্গে ভারতের প্রতিরক্ষা ও প্রযুক্তির সম্পর্ক মজবুত করা।

জলপথে ভারতকে স্বস্তি তেহরানের

তেহরান, ২৬ মার্চ : মধ্যপ্রাচ্যের রণক্ষেত্রের মাঝে ভারতের জন্য স্বস্তির বার্তা দিল ইরান। রণকৌশলগতভাবে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজ প্রণালীতে বাণিজ্যিক অবরোধ জারি থাকলেও ভারত সহ পাঁচটি বন্ধুমনোভাবাপন্ন দেশের জন্য যাতায়াত অবাধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইরান। বিদেশমন্ত্রী সৈয়দ আব্বাস আরাঘাচি জানিয়েছেন, ভারত ছাড়া রাশিয়া, চিন, পাকিস্তান ও ইরাকের বাণিজ্যিক জাহাজগুলিকে ওই যুদ্ধবিধ্বস্ত জলপথ দিয়ে নিরাপদ যাতায়াতের সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছে।

আরাঘাচি সেদেশের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনকে জানিয়েছেন, জলপথটি (হরমুজ প্রণালী) সম্পূর্ণ বন্ধ নয় এবং ভারতীয় জাহাজগুলি ইতিমধ্যেই এই ব্যবস্থার সুবিধা পেয়েছে। তিনি বলেন, 'অনেক জাহাজের মালিক বা জাহাজগুলির মালিকানাধীন দেশ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে এবং প্রণালী দিয়ে তাদের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করার অনুরোধ জানিয়েছে। এই দেশগুলির মধ্যে কয়েকটি দেশকে আমরা বন্ধুমনোভাবাপন্ন বলে মনে করি। সেখানে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী তাদের নিরাপদ যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দিয়েছে।'

সম্প্রতি আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ সামরিক

> ভারত ছাড়া রাশিয়া, চিন, পাকিস্তান ও ইরাকের বাণিজ্যিক জাহাজগুলিকে ওই যুদ্ধবিধ্বস্ত জলপথ দিয়ে নিরাপদ যাতায়াতের সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছে।
>
> সৈয়দ আব্বাস আরাঘাচি

অভিযানের জবাবে ইরানের প্রতিআক্রমণ এবং হরমুজ প্রণালীতে আংশিক অবরোধের জেরে বিশ্বজুড়ে তীব্র জ্বালানি সংকট দেখা দেয়। বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশ তেল এবং তরল প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) এই সংকীর্ণ প্রণালী দিয়েই পরিবাহিত হয়। এই অবরোধের সরাসরি প্রভাব এসে পড়েছিল ভারতের সাধারণ মানুষের ওপর। কারণ, ভারত তার মোট এলপিজি বা রান্নার গ্যাসের প্রায় ৯০ শতাংশই আমদানি করে এই রুট দিয়ে। অবরোধের জেরে আমদানিতে টান পড়ায় দেশের বাজারে তীব্র এলপিজি সংকট দেখা দিয়েছে। সাধারণ গৃহস্থের রান্নাঘর থেকে শুরু করে রাস্তার ছোট হকার ও রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ীদের বড় বিপাকে ফেলেছে। ইতিমধ্যেই 'নন্দাদেবী' এবং 'শিবালিক'-এর মতো ভারতীয় এলপিজি ট্যাংকার হরমুজ পেরিয়ে ভারতে এসে পৌঁছেছে। তবে ভারত স্বস্তি পেলেও আমেরিকা, ইজরায়েল এবং যুদ্ধে লিপ্ত কিছু উপসাগরীয় দেশের জন্য এই জলপথ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকছে বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন ইরানি বিদেশমন্ত্রী। তাঁর কড়া বার্তা, অঞ্চলটি এখন যুদ্ধক্ষেত্র, তাই শত্রুপক্ষকে কোনও সুবিধা দেওয়া হবে না।

ধুলোমাখা বিকাল... বৃহস্পতিবার প্রয়াগরাজে।

নাপসন্দ রায়ে সূর্য কান্তের ভাইকে ফোনে সুপ্রিম ক্ষোভ

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ : অহো, কী দুঃসহ স্পর্ধা! রায় পছন্দ না হওয়ায় সরাসরি ফোনে অনুযোগ জানানো কি না দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের ভাইকে। এও কি হয়!

জনৈক মামলাকারীর এহেন দুঃসাহসে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে শীর্ষ আদালত। বুধবার একটি মামলার শুনানি চলাকালীন প্রধান বিচারপতি সাফ জানিয়ে দিলেন, 'এমন স্পর্ধা যেন আর কারও না হয়!' তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, বিচার প্রক্রিয়ায় এমন অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ফৌজদারি আদালত অবমাননার কঠোর পদক্ষেপ করার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি।

ঘটনাটি মূলত নিখিল কুমার পুনিয়া নামের এক ব্যক্তির দায়ের করা মামলাকে কেন্দ্র করে। অভিযোগ, ওই মামলাকারীর বাবা সরাসরি প্রধান বিচারপতির ভাইকে ফোন করে আদালতের একটি নির্দেশ সম্পর্কে কৈফিয়ত চান। প্রকাশ্য আদালতে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'কারও এমন সাহস হয় না। তিনি কি আমাদের নির্দেশ দেবেন?' বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীকে নিয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ মামলাকারীর আইনজীবীকে এই আচরণের জন্য ভর্ৎসনা করে এবং তাঁকে মামলা থেকে সরে দাঁড়ানোর পরামর্শ দেয়।

মামলাকারী পুনিয়া উচ্চবর্ণের হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও বৌদ্ধ ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার কথা বলে সংখ্যালঘু কোটায় সংরক্ষণের সুবিধা দাবি করেছিলেন। আদালত

> 'এমন দুঃসাহস যেন কারও না হয়!'

এর আগে এই দাবিকে 'নতুন ধরনের জালিয়াতি' বলে আখ্যা দিয়েছিল। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, এর আগে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ার পরেই এই ধর্মান্তরের অজুহাতটি সামনে আনা হয়েছে বিশেষ সুবিধা পেতে। এই ঘটনায় আদালত হরিয়ানা সরকারের কাছে সংখ্যালঘু শংসাপত্র দেওয়ার আইনি কাঠামো নিয়ে রিপোর্ট তলব করেছে। আগামী সপ্তাহে এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

দুর্ঘটনায় পুড়ে মৃত ১৩ যাত্রী

অমরাবতী, ২৬ মার্চ : এক যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হল অন্তত ১৩ জন যাত্রীর। জখম আরও ২২ জন, যাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। পুড়ে যাওয়া বাসের হাড়হিম করা দৃশ্য দেখে শিউরে উঠেছেন উদ্ধারকারীরাও।

তেলেঙ্গানার জাগতিয়াল থেকে অন্ধ্রের নেলোরের দিকে যাচ্ছিল

বেসরকারি বাসটি। বৃহস্পতিবার ভোরে লরির সঙ্গে ধাক্কা লাগার কয়েক মিনিটের মধ্যেই দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে বাসটি। ঘুমন্ত যাত্রীদের অনেকেই বেরনোর সুযোগটুকুও পাননি। স্থানীয় বাসিন্দারা এবং পরে দমকল কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও ততক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে ১৩টি প্রাণ। এই মর্মান্তিক ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শোক জানিয়েছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুও। প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে এককালীন সাহায্যের ঘোষণা করা হয়েছে।

আজমলের দলকেই নিশানা বিজেপির

গুয়াহাটি, ২৬ মার্চ : ছাব্বিশের মহারণে অসমে কি ফের একতরফা জয় পেতে চলেছে এনডিএ? বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি তথা অসমের নির্বাচন ইন-চার্জ বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডার দাবি অন্তত তেমনই। তাঁর স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, এবারের বিধানসভা ভোটে অসমের মানুষ এমন এক ঐতিহাসিক জনাদেশ দিতে চলেছেন, যা বিরোধীদের কাছে 'অবিশ্বাস্য' ঠেকবে। একদিকে যখন লাগাতার দলবদলে কংগ্রেস কার্যত দিশেহারা, তখন বিজেপির মূল নিশানায় বদরুদ্দিন আজমলের অল-ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট। আজমলের দলকে অসমের সংস্কৃতি ও জনবিন্যাসের জন্য 'সবচেয়ে বড় বিপদ' বলে দাগিয়ে দিয়ে মেরুকরণের চেনা অস্ত্রেই শান দিচ্ছে গেরুয়া শিবির।

পাণ্ডার তোপ,

অসম

'এআইইউডিএফ এমন এক জনজাতির প্রতিনিধিত্ব করে, যারা অনুপ্রবেশের মাধ্যমে অসমে শিকড় গেড়েছে। এরা অসমের ভূমিপুত্র নয়, অসমীয়া ভাষায় কথা বলে না, এমনকি আগেরবার গামছাকেও অপমান করেছে। এদের পূর্বপুরুষরাই ভারত ভাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।" রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, 'অনুপ্রবেশকারী বনাম ভূমিপুত্র'—এই আখ্যানকে কাজে লাগিয়েই হিন্দু ও খিলঞ্জিয়া (ভূমিপুত্র) ভোটব্যাঙ্ককে আরও সুসংহত করতে চাইছে বিজেপি। পাশাপাশি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭৭ বার উত্তর-পূর্ব সফর বনাম প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের মাত্র ১০ বার অসম সফরের পরিসংখ্যান তুলে ধরে 'নিরাপদ ও উন্নত অসম'-এর স্লোগানকে হাতিয়ার করেছেন হিমন্ত বিশ্বশর্মার সেনাপতিরা।

রামনবমী উপলক্ষ্যে রামসীতার বেশে দুই শিশু। বেঙ্গালুরুতে বৃহস্পতিবার।

'নরকের স্বাদ' পাবে ইরান : আমেরিকা

হরমুজ অবরোধের কারিগর নিহত

তেহরান ও ওয়াশিংটন, ২৬ মার্চ : মধ্যপ্রাচ্যের আকাশ এখন বারুদের গন্ধে ভারী। ইরান-আমেরিকা সংঘাত চতুর্থ সপ্তাহে পা দিতেই পরিস্থিতি কার্যত হাতের বাইরে চলে গিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন তেহরানকে সরাসরি 'নরকের স্বাদ' চাখানোর হুঙ্কার দিচ্ছেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই ইজরায়েলি নিখুঁত নিশানায় প্রাণ হারালেন ইরানি নৌবাহিনীর অন্যতম প্রভাবশালী কমান্ডার আলিরেজা তাংসিরি। হরমুজ প্রণালী অবরোধের প্রধান কারিগর তাংসিরির এই মৃত্যু ইরান সরকারের কাছে এক অপূরণীয় ধাক্কা বলেই মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটনে এক নৈশভোজে ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেন, ইরান আসলে আলোচনার জন্য ছটফট করছে। তাঁর কথায়, 'ওরা চুক্তি করতে চায়, কিন্তু নিজেদের লোক বা আমাদের হাতে প্রাণ হারানোর ভয়ে মুখ খুলতে পারছে না।' ট্রাম্পের এই মন্তব্যের রেশ কাটতে না কাটতেই হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, 'ইরান যদি আত্মসমর্পণ না করে, তবে তাদের ওপর এমন ভয়াবহ আঘাত হানা হবে যা তারা আগে কখনও কল্পনাও করেনি।' ইতিমধ্যেই পারস্য উপসাগরে হাজার হাজার অতিরিক্ত মেরিন কমান্ডো মোতায়েন করে রণং দেহি

> ওরা চুক্তি করতে চায়, কিন্তু নিজেদের লোকের হাতে বা আমাদের হাতে প্রাণ হারানোর ভয়ে সেটা বলতে পারছে না।
>
> ডোনাল্ড ট্রাম্প

মেজাজ স্পষ্ট করেছে আমেরিকা।

অন্যদিকে, ইজরায়েলি সংবাদমাধ্যমের দাবি অনুযায়ী, বন্দর আব্বাস উপকূল এলাকায় এক বিশেষ অভিযানে নিহত হয়েছেন তাংসিরি। ২০১৮ সাল থেকে ইরানের নৌবাহিনীর রাশ ছিল তাঁর হাতেই। তাঁর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে মরিয়া ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি) এবার '৮২তম ধাপ'-এর অভিযান শুরু করেছে। তেহরানের দাবি, তারা ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে ইজরায়েলের পারমাণবিক পরিকাঠামো ও সামরিক নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে হামলা চালিয়েছে।

এই যুদ্ধের দাবানল ছড়িয়ে পড়ায় ইরাকে থাকা মার্কিন নাগরিকদের দ্রুত দেশ ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে ওয়াশিংটন। সবথেকে বড় সংকট তৈরি হয়েছে জ্বালানি সরবরাহ নিয়ে। হরমুজ প্রণালী দিয়ে তেল সরবরাহ প্রায় ৯৫ শতাংশ কমে যাওয়ায় বিশ্বজুড়ে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। এরই মধ্যে কৃষ্ণসাগরে তুরস্কের একটি তেলের ট্যাঙ্কারে ড্রোন হামলা হয়েছে, যার দায় এখনও কেউ স্বীকার করেনি। তুরস্কের পরিবহণমন্ত্রী আবদুল কাদির উরালুগ্লু জানিয়েছেন, কৃষ্ণসাগরে তাদের একটি তেলের ট্যাংকারে ড্রোন হামলা হয়েছে। হামলার সময় জাহাজটিতে তুরস্কের ২৭ জন নাবিক ছিলেন। সব মিলিয়ে বিশ্ব এখন এক ভয়াবহ যুদ্ধের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে।

ডনবাসের বিনিময়ে নিরাপত্তা

কিভ, ২৬ মার্চ : রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে শেষ কোথায়, উত্তর জানা নেই। এরই মাঝে ইউক্রেনকে নিরাপত্তা 'গ্যারান্টি' দেওয়ার বদলে গোটা ডনবাস অঞ্চল রাশিয়ার হাতে ছেড়ে দেওয়ার শর্ত দিয়েছে আমেরিকা। এক সাক্ষাৎকারে এই বিস্ফোরক তথ্য জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি।

তাঁর অভিযোগ, মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মনোযোগ দিতে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্রুত ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ করতে কিভের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করেছেন।

আবু ধাবি ও জেনেভায় ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের সূত্র ধরে জেলেনস্কি বলেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এখনও ইউক্রেনের ওপর বেশি চাপ দেওয়ার কৌশলই বেছে নিচ্ছেন।'

ডনবাস থেকে সেনা প্রত্যাহারের শর্তকে তিনি 'আত্মঘাতী' বলে উল্লেখ করেছেন। জেলেনস্কির মতে, এতে ইউক্রেন সহ গোটা ইউরোপের নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখে পড়বে। ৪৮ বছর বয়সি ইউক্রেনীয় নেতার সাফ কথা, 'আমাদের দেশের পূর্বাঞ্চল আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চয়তারই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।'

বাংলাদেশে বাস ডুবে মৃত বেড়ে ২৬

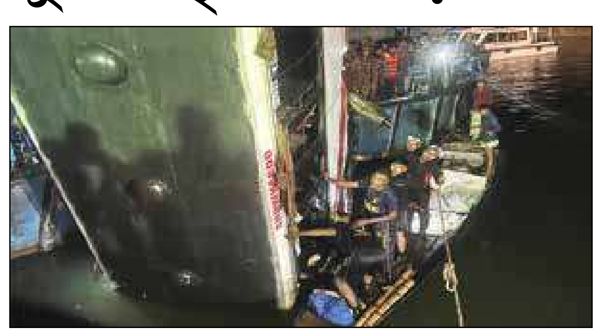

রাজবাড়ি, ২৬ মার্চ : অপেক্ষায় ছিল ফেরির, কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর খেলায় মাঝপথেই সব শেষ। বাংলাদেশের রাজবাড়ির দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি যাত্রীবাহী বাস পদ্মা নদীতে তলিয়ে যাওয়ার ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৬। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত টানা তল্লাশি চালিয়ে একের পর এক নিথর দেহ উদ্ধার করেছেন ডুবুরিরা। মৃতদের মধ্যে ১৩ জন মহিলা এবং ৮টি শিশু রয়েছে বলে জানা গেছে।

বুধবার বিকেলে কুষ্টিয়া থেকে ঢাকাগামী বাসটি দৌলতদিয়ার ৩ নম্বর ঘাটে দাঁড়িয়ে ছিল। 'হাসনা হেনা' ফেরি ঘাটে সজোরে ধাক্কা মারলে প্রায় ৫০ জন যাত্রীসহ বাসটি টাল সামলাতে না পেরে ছিটকে পড়ে উত্তাল পদ্মায়। দুর্ঘটনার খবর ছড়াতেই বৃষ্টির মধ্যে কয়েক হাজার মানুষ ঘাটে ভিড় জমান।

উদ্ধারকারী জাহাজ 'হামজা' নদীর প্রায় ৬০ ফুট গভীর থেকে বাসটিকে টেনে তোলে। রাজবাড়ির জেলা প্রশাসক সুলতানা আক্তার জানিয়েছেন, মৃতদের মধ্যে ২৫ জনের দেহ ইতিমধ্যেই স্বজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। একটি দেহের অপেক্ষায় দিনাজপুর থেকে পরিবারের লোকেরা রওনা দিয়েছেন। মর্মান্তিক এই ঘটনায় পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে জেলা প্রশাসন। মৃতদের পরিবারকে শেষকৃত্যের জন্য ২৫ হাজার টাকা করে অর্থ সাহায্যের ঘোষণা করা হয়েছে। তবে ঘাটের অব্যবস্থা আর ফেরির বেপরোয়া গতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

নির্যাতিতার নাম-পরিচয় প্রকাশে কঠোর সুপ্রিম নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ : ধর্ষণের মামলায় নির্যাতিতার নাম-পরিচয় গোপন রাখার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট ফের অত্যন্ত কঠোর মনোভাব দেখিয়েছে। বিচারপতি সঞ্জয় কারোল এবং বিচারপতি এন কোটিশ্বর সিংয়ের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, ইতিপূর্বে এই সংক্রান্ত নির্দিষ্ট 'নীতিমালা' স্থির করে দেওয়া সত্ত্বেও বাস্তবে তা অনেক ক্ষেত্রেই ঠিকভাবে মানা হচ্ছে না। তাই দেশের প্রতিটি হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলকে এই পূর্ববর্তী নির্দেশিকা যাতে ভবিষ্যতে কঠোরভাবে পালন করা হয়, সেই বিষয়টি অবিলম্বে নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে দেশের শীর্ষ আদালত।

পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা ভোটে পানিহাটি কেন্দ্রে আরজি কর হাসপাতালের নির্যাতিতা ও মৃতা তরুণী চিকিৎসকের মা বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন। নির্বাচনি আবহে নির্যাতিতার নাম প্রকাশ্যে চলে আসার সমূহ সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় শীর্ষ আদালতের এদিনের নির্দেশ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

বিচারপতিদ্বয় একটি ধর্ষণ মামলার রায় উল্লেখ করে বলেন, আইনত বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরেই

প্রতিষ্ঠিত হলেও বাস্তবে এর প্রয়োগ যথাযথ নয়। আদালত মনে করে, নিম্ন আদালতগুলির ঔদাসীন্য এবং এই অপরাধের ফলে নির্যাতিতাকে যে সামাজিক কলঙ্কের বোঝা আজীবন বহন করতে হবে, তা নিয়ে সচেতনতার অভাবই মূলত এর প্রধান কারণ।

আদালত নির্দেশে জানিয়েছে, 'নিপুণ সাক্সেনা বনাম ভারত সরকার' মামলার রায়ে উল্লেখিত বাধ্যবাধকতাগুলি অবশ্যই কঠোরভাবে মানতে হবে। ওই নির্দেশ কার্যকর করা নিশ্চিত করতেই রায়ের প্রতিলিপি সব হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলকে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার দেওয়া এই রায়ে শীর্ষ আদালত এক নাবালিকাকে ধর্ষণের মামলায় অভিযুক্তকে বেকসুর খালাস করার পাশাপাশি নির্যাতিতার গোপনীয়তা বজায় রাখার আইনি বাধ্যবাধকতার ওপর পুনরায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

আর্জি খারিজ, নীরব মোদির প্রত্যর্পণে সায়

লন্ডন, ২৬ মার্চ : লুকিয়ে বেড়ানোর পালা কি শেষ হতে চলল নীরব মোদির! লন্ডন হাইকোর্টের রায়ে ইঙ্গিত তেমনটাই। ১৩ হাজার কোটি টাকার পিএনবি জালিয়াতি মামলায় অভিযুক্ত পলাতক হিরে ব্যবসায়ী মোদির ভারতে প্রত্যর্পণ এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। বৃহস্পতিবার লন্ডন হাইকোর্ট মামলাটি খোলার জন্য নীরবের করা আবেদন ফের খারিজ করে দিয়েছে। এই নিয়ে তৃতীয়বার তাঁর আবেদন প্রত্যাখ্যাত হল। বিচারপতি স্টুয়ার্ট স্মিথ এবং বিচারপতি রবার্ট জে'র ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, ভারত সরকারের দেওয়া 'নোট ভারবাল' বা আশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই তারা প্রত্যর্পণে সায় দিচ্ছে।

নয়াদিল্লি ব্রিটেনকে নিশ্চিত করেছে, ভারতে ফেরার পর নীরবকে কেবল বিচারের সম্মুখীন হতে হবে এবং তাঁকে কোনও তদন্তকারী সংস্থা জেরা বা হেপাজতে নিয়ে নির্যাতন করবে না। এর আগে নীরব 'মানসিক অবসাদ' ও 'দৃষ্টিশক্তির সমস্যা'র দোহাই দিয়ে প্রত্যর্পণ আটকাতে চেয়েছিলেন। এমনকি সঞ্জয় ভাণ্ডারীর মামলার উদাহরণ টেনে ভারতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের আশঙ্কাও প্রকাশ করেছিলেন তাঁর আইনজীবীরা। তবে সিবিআই ও ইডি-র পেশ করা নথিতেই শেষ পর্যন্ত আস্থা রেখেছে আদালত। ২০১৯ সাল থেকে লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার জেলে বন্দি নীরব।

তদন্তের ফাঁসে কাশ্মীরি অনুদান

শ্রীনগর, ২৬ মার্চ : আর্তের সেবার আড়ালে কি দুর্নীতি! যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরানের বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর কর্মসূচির নেপথ্যে জম্মু ও কাশ্মীরে এক বিশাল আর্থিক কেলেঙ্কারির পর্দা ফাঁস করেছে উপত্যকার গোয়েন্দা শাখা ও স্টেট ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এসআইএ)। গত ১৪ মার্চ ইরানের দূতাবাসের পক্ষ থেকে প্রচারিত একটি মানবিক সাহায্যের আবেদনকে হাতিয়ার করে একদল প্রভাবশালী ফড়ে ও প্রতারক সাধারণ মানুষের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা ও বিপুল পরিমাণ স্বর্ণালংকার হাতিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ।

তদন্তকারীদের অনুমান, উপত্যকাজুড়ে প্রায় ১৭.৯১ কোটি টাকা এবং প্রচুর পরিমাণে সোনা ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী অবৈধভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে। অনুদান সংগ্রহের

সেবার আড়ালে দুর্নীতি

ভৌগোলিক ছাঁচ বলছে, অনুদানের বেশিরভাগ এসেছে বদগাম (৯.৫ কোটি টাকা), বারামুলা (৪ কোটি টাকা) এবং শ্রীনগর (২ কোটি টাকা) থেকে। এছাড়া কুলগাম, গান্ডেরবাল এবং পুলওয়ামা থেকেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে।

গোয়েন্দা রিপোর্ট বলছে, প্রতারকরা ধর্মীয় ও মানবিক আবেগকে কাজে লাগিয়ে মূলত শিয়া সম্প্রদায়ের মানুষকে নিশানা করে। এমনকি অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারগুলিও তাদের বিয়ের সঞ্চয়, গবাদিপশু এবং সোনার গয়না তহবিলে দান করেছে। এই অর্থের একটি বড় অংশ বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ এবং নির্দিষ্ট কিছু গোষ্ঠীর আর্থিক স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে, যা অনেকটা মৌলবি সারজান বারকাটির ক্রাউড-ফান্ডিং জালিয়াতির আদলে তৈরি।

এই ঘটনায় বর্তমানে এনআইএ এবং ইডি তদন্ত শুরু করেছে। দুর্নীতি চক্রের মূল পান্ডা মনে করা হচ্ছে হাকিম সাজাদ ও সৈয়দ রুহুল্লাহ রিজভিকে। প্রশাসন সাধারণ মানুষকে যে কোনও কিছু দান করার আগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থার পরিচয় যাচাই করার জন্য কড়া সতর্কবার্তা দিয়েছে।

শ্রেয়ার পারিশ্রমিক ১.৬ কোটি, ক্ষুব্ধ অনুরাগীরা

তেলেঙ্গানায় গদ্দর ফিলম অ্যাওয়ার্ডের অনুষ্ঠানে লাইভ শো করেছেন শ্রেয়া ঘোষাল, পারিশ্রমিক নিয়েছেন ১.৬ কোটি। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ইনভয়েজের স্ক্রিনশট ভাইরাল হয়েছে আর তারপর থেকেই তাঁর অনুরাগীরা ক্ষুব্ধ। বিভিন্ন মন্তব্য আসছে কমেন্ট বক্সে। তারা বলছে, অন্যদের তুলনায় শ্রেয়ার মতো শিল্পীর এই পরিমাণ পারিশ্রমিক নগণ্য। কেউ লিখেছেন, উনি কি সত্যি এই টাকা নিয়েছেন? একজনের কথায়, আমি শো-এ ছিলাম। অনেক তেলুগু গান উনি হিট করিয়েছেন, ওঁর পারিশ্রমিক আরও বেশি হওয়া উচিত। স্ক্রিনশটের সত্যতা যাচাই হয়নি। মিডিয়া বলছে, এ টাকা শুধু শ্রেয়ার পারিশ্রমিক, মঞ্চ সাজানো বা নৃত্যশিল্পীদের পারিশ্রমিক এর সঙ্গে জোড়া হয়নি। তবে অনুরাগীদের বক্তব্য, শ্রেয়ার পারিশ্রমিক আরও বাড়ানো উচিত।

ধুরন্ধর বিতর্ক সামলাচ্ছেন আদিত্য, রণবীর

ধুরন্ধর ২ ছবিতে কি শিখ সম্প্রদায়কে অপমান করেছেন আদিত্য ধর? এই বিতর্ক ছড়িয়ে পড়েছে সম্প্রতি। শিখ অফ মহারাষ্ট্র নামে একটি সংগঠন এই ছবির বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগও দায়ের করেছে। তাদের দাবি, ছবির পোস্টারে দেখানো হয়েছে, মাথায় পাগড়ি আর হাতে বালা পরা হামজা সিগারেট খাচ্ছে। এটা তাদের ধর্মের অপমান বলে মনে করছে শিখ সংগঠন। কিন্তু এই নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধার আগেই সামলে নিয়েছেন আদিত্য ধর।

তিনি লেখেন, 'ধুরন্ধর দ্য রিভেঞ্জ দেশ এবং বিদেশের দর্শকদের থেকে যে ভালোবাসা পাচ্ছে, তার জন্য আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। তবে আমার নজরে এসেছে, কিছু অফিসিয়ালি প্রকাশিত প্রোমোশনাল কনটেন্টকে বিকৃত করে ভুল ও বিভ্রান্তিকর বার্তা ছড়ানো হচ্ছে। এমনই একটি ভুয়ো ছবিতে দেখানো হয়েছে যে হামজা অর্থাৎ জসকিরত পাগড়ি পরে ধূমপান করছে। এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং আমাদের কোনও অফিসিয়াল রিলিজের অংশ নয়। ইচ্ছাকৃতভাবে এই বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে।'

অন্যদিকে রণবীর সিংও একটি পোস্ট করেছেন। লিখেছেন, 'স্পষ্ট করে বলতে চাই, আমি শিখ সম্প্রদায়কে গভীরভাবে সম্মান করি। ছবিতে সবকিছু অত্যন্ত সংবেদনশীলতা এবং সম্মানের সঙ্গে দেখানো হয়েছে। এই ধরনের এডিটেড কনটেন্ট দুরভিসন্ধিমূলক এবং অসৎ। আমি দর্শকদের অনুরোধ করছি, শুধুমাত্র অফিসিয়াল কনটেন্টে বিশ্বাস রাখুন এবং ছবিটিকে তার আসল উদ্দেশ্য অনুযায়ী দেখুন, এআই দ্বারা তৈরি ভুয়ো তথ্যের ফাঁদে পা দেবেন না।'

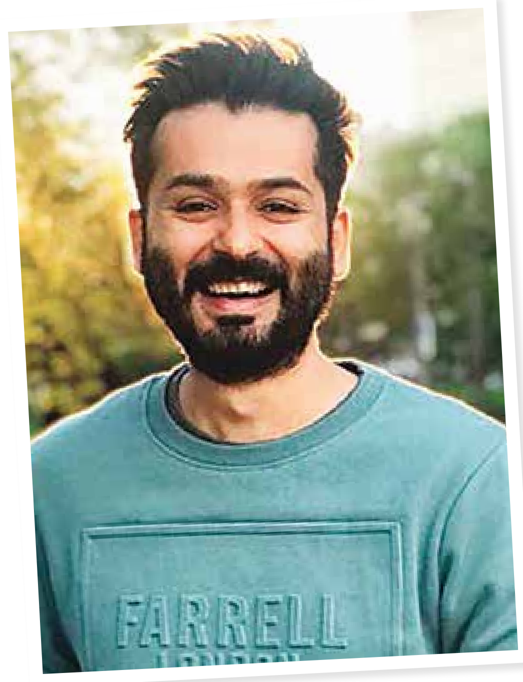

সাতদিনেই ব্যবসা হাজার কোটির

আদিত্য ধরের স্পাই থ্রিলার ধুরন্ধর দ্য রিভেঞ্জ সাত দিনেই ১০০৬ কোটি টাকার ব্যবসা করল। এর সঙ্গে দ্রুত ১০০ কোটির ব্যবসা করা ছবির তালিকার ২ নম্বরে জায়গা করে নিল। এর আগে আল্লু অর্জুনের পুষ্পা ২, ছয় দিনে এই পরিমাণ ব্যবসা করেছিল। গত বুধবার ধুরন্ধর ২-এর রেকর্ড ব্রেকিং প্রিমিয়ার হয়। মাত্র তিন দিনে পেইড প্রিভিউ এবং হলে টিকিট বিক্রির ওপর ভিত্তি করে মাত্র তিন দিনে ছবি ১০০ কোটি পার করে ফেলে। প্রথম সপ্তাহে বিশ্বজুড়ে ছবি ৭৫০ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে। তবে বুধবার আয় সামান্য কমেছে, প্রায় ১৬ শতাংশ। মনে করা হচ্ছে, শুক্রবারে ছবি ৭০০ কোটিতে পৌঁছোবে। ওভারসিজে প্রথম সপ্তাহে আয়ের পরিমাণ ছিল ২২ মিলিয়ন ইউএস ডলার। বুধবার এখানেও আয় কমেছে। তবে তাতেও আয় হয়েছে ২৮.৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার। আয়ের নিরিখে ধুরন্ধর ২ পিছিয়ে আছে শুধু পুষ্পা ২-এর থেকেই। ১০০০ কোটির ক্লাবে শামিল হওয়ার দৌড়ে ধুরন্ধর ২ হারিয়েছে আরআরআর, কেজিএফ ২, কলকি, পাঠান, জওয়ানের মতো ছবিকে।

একনজরে সেরা ৫

নচিকেতার গান

দিদি নাম্বার ওয়ান-এ গান গাইবেন নচিকেতা চক্রবর্তী। তাঁর সঙ্গে থাকবেন তাঁর কন্যা ধানসিঁড়ি। এটি হবে বাবা-মেয়ে স্পেশাল পর্ব। এই খবর শিল্পী নিজেই দিয়েছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়।
উল্লেখ্য, গত বছর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নচিকেতা হাসপাতালে ভর্তি হন, দুটি স্টেন্ট বসানো হয়। এখন অবশ্য তিনি সুস্থ।

সপ্তাহের সেরা

চলতি সপ্তাহে সেরা ধারাবাহিক পরশুরাম আজকের নায়ক। দুয়ে পরিণীতা, তিনে জোয়ার ভাঁটা ও রাঙামতি তীরন্দাজ, চারে তারে ধরি ধরি মনে করি, পাঁচে কুসুম ও প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি, ছয়ে ও মোর দরদিয়া, সাতে গঙ্গা, আটে লক্ষ্মী ঝাঁপি ও কনে দেখা আলো, নয়ে আমাদের দাদামণি, দশে চিরদিনই তুমি যে আমার।

মর্দানি রানি

মর্দানি ৩ আসছে নেটফ্লিক্সে, ২৭ মার্চ থেকে। এ খবর নেটফ্লিক্সেরই দেওয়া। যশ রাজ ফিল্মস প্রযোজিত ছবিটির পরিচালক অভিরাজ মিনাওয়ালা। রানির সঙ্গে অভিনয়ে আছেন জানকি বড়িওয়ালা, মল্লিকা প্রসাদ। রানি মুখার্জি শিবাজি রায় চরিত্রে অভিনয় করে নিখোঁজ ৯৩ জন মেয়ের সন্ধান করেছেন ছবিতে। মর্দানি ৩-এর আয় ছিল ৭৬ কোটির কিছু বেশি।

ওঁদের বাডিমুন

রশ্মিকা মানডানা ও বিজয় দেবেরাকোন্ডা বিয়ের পর হানিমুনে না গিয়ে সারলেন 'বাডিমুন'। সেটা কি? থাইল্যান্ডের কো সামুই দ্বীপে ছুটি কাটালেন তাঁরা, সঙ্গে দুজনের বন্ধু বা 'বাডি'। এই প্রসঙ্গে রশ্মিকা বলেন, আমাদের কাছে ঘুরতে যাওয়া মানে বন্ধু আর আত্মীয়দের সঙ্গে ঘোরা, খেলা, আনন্দ করা। বিজয়ও লোকজন ভালোবাসেন বলেই জানিয়েছেন তিনি।

দুই ছবি

ধুরন্ধর ছবিতে চৌধুরি আসলাম হওয়ার পর সঞ্জয় দত্ত আসছেন আঁখরি সওয়াল ছবিতে, মুক্তি ১৫ মে। পরিচালক জাতীয় পুরস্কার জয়ী অভিজিত মোহন বারঙ্গ। অভিনয়ে অমিত সাধ, নমোশি চক্রবর্তী, সমীরা রেড্ডি, ত্রিধা চৌধুরি প্রমুখ। অন্যদিকে, ২৮ অগাস্ট সিদ্ধার্থ মালহোত্রা পরিচালিত বন মুক্তি পাবে। অভিনয়ে সিদ্ধার্থ মালহোত্রা, তমান্না ভাটিয়া প্রমুখ।

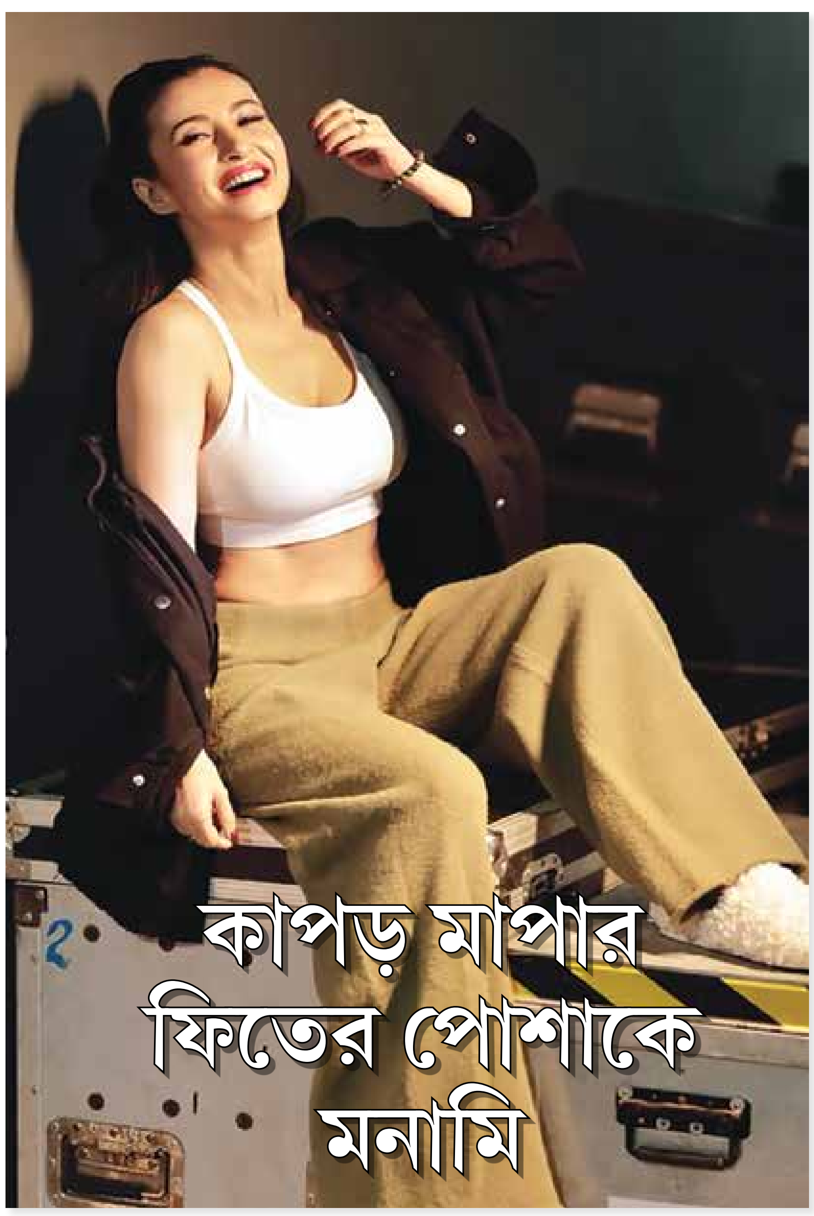

কাপড় মাপার ফিতের পোশাকে মনামি

অভিনয় আর ফ্যাশন—দুই মিলিয়েই অভিনেত্রী মনামি ঘোষ। এক পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি সম্প্রতি পরেছিলেন হলুদ রঙের অফ শোল্ডার পোশাক। তা বানানো হয়েছে কয়েকশো পোশাক মাপার ফিতে দিয়ে। পোশাকের ওপর অংশে ফিতের ওপরের অংশ দৃশ্যমান, নীচে এরকমই ফিতে ঝালরের মতো ঝুলছে। এই ফিতের তৈরি ব্যাগ ছিল তাঁর হাতে, জুতোও মানানসই। অন্য রকম পোশাকে বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিলেন মনামি। শুধু সেজন্যই নয়, এই পোশাকে আছে এর প্রস্তুতকারকদের কল্পনা, পরিশ্রমের ফসল।

পর্দায় অপারেশন সিঁদুর

কথাটা শোনা যাচ্ছিল আগে থেকেই। কিন্তু সিলমোহর পড়ছিল না। এবার অনেকটা নিশ্চিত হওয়া গেল। বিবেক অগ্নিহোত্রী জানাচ্ছেন, অপারেশন সিঁদুর নিয়ে ছবি তৈরি করবেন তিনি। ছবিটি লেফটেন্যান্ট জেনারেল কেজেএস 'টাইনি' ধিলনের লেখা 'অপারেশন সিঁদুর: দি আনটোল্ড স্টোরি অফ ইন্ডিয়াজ ডিপ স্ট্রাইকস ইনসাইড পাকিস্তান' বইটির উপর ভিত্তি করে তৈরি হবে।

বিবেক বলেন, 'আমি সব সময় এমন গল্প বলায় বিশ্বাসী যা যা ঘটেছে এবং প্রয়োজনীয়। আমার প্রচেষ্টা হল সাহস, পেশাদারিত্ব এবং কৌশলগত স্বচ্ছতায় ঘটনাটিকে প্রামাণিকতা ও এক সিনেম্যাটিক অভিজ্ঞতার মিশেলে দর্শকদের কাছে তুলে ধরা।'

টি-সিরিজের ভূষণ কুমার বিবেক অগ্নিহোত্রীর সঙ্গে যৌথভাবে প্রকল্পটি প্রযোজনা করবেন। ছবিতে ৬ থেকে ১০ মে পর্যন্ত সংঘটিত অপারেশন সিঁদুরের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হবে। চলচ্চিত্র নির্মাতা আরও বলেন, 'কী ঘটেছিল, কীভাবে এবং কেন ঘটেছিল--শুধু তাই নয়, বরং ঘটনাগুলো বোঝার জন্য আমরা সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন শাখার সহযোগিতায় সরেজমিনে গবেষণা করেছি। জনসাধারণের কাছে যা তথ্য রয়েছে, পরিস্থিতি তার থেকেও অনেক বেশি জটিল ছিল।' ভূষণ কুমার বলেন, 'কিছু গল্প এমন আছে, যাকে কেউ বেছে নেয় না, বরং সেই গল্পই আপনাকে বেছে নেয়। 'অপারেশন সিঁদুর' এমনই একটি গল্প। যখন দেশ এমন বড় ঘটনার মধ্য দিয়ে যায়, তখন সেগুলোকে সত্যনিষ্ঠভাবে লিপিবদ্ধ করাটা জরুরি হয়ে পড়ে।'

বাড়িতে অন্নপূর্ণাপুজোয় শুভশ্রী

নিজের ফ্ল্যাটে অন্নপূর্ণাপুজো করলেন রাজ চক্রবর্তী ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। পুজোর ভিডিও শেয়ার করেছেন রাজ। তাতে দেখা যাচ্ছে, মেরুন শাড়ি, সোনার গয়না পরে, মাথায় ওড়না দিয়ে পুরোহিতের নির্দেশে পুজোর কাজ করছেন শুভশ্রী। তাঁর বাবা, রাজের দিদি, বোনঝি, অন্য আত্মীয়রা পুজোতে এসেছেন। ফুল দিয়ে সুন্দর করে চারপাশ সাজানো। অনুরাগীরা শুভেচ্ছা জানিয়ে কমেন্ট করেছেন। তবে পুজোর এই ভিডিওতে শুভশ্রী-রাজের ছেলে ইউভান ও মেয়ে ইয়ালিনিকে দেখতে না পেয়ে হতাশও হয়েছেন তাঁরা—সে মন্তব্যও করা হয়েছে।

মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই অক্ষয়ের

২০০৯-এর ছবি 'ব্লু'। সেই সময়ের নিরিখে সবথেকে বড় বাজেটের ছবি। নায়ক অক্ষয় কুমার। ছবির একটি দৃশ্যে সমুদ্রের ১৫০ ফুট নীচে অক্সিজেন সিলিন্ডার ছাড়াই শুটিং করছিলেন। কঠিন স্টান্ট তিনি নিজেই করে থাকেন, এখানেও তাইই করছিলেন। একটি পুরনো ডুবে যাওয়া জাহাজের খোলের ভিতর স্টান্ট করতে গিয়ে সেখানে থাকা একটা লোহার পাতে তাঁর মাথা ঠুকে যায়, রক্ত বেরোতে থাকে। এর পরের কথা শোনা যাক অক্ষয়ের বয়ানে, 'রক্তের গন্ধে ৪০-৪৫টি হাঙর ঘিরে ফেলে আমাকে। ভয় করছিল খুব, কিন্তু বুঝতে পারছিলাম ভয় পেলেই সব শেষ। হাত পা ছুঁড়লে বা তাড়াহুড়ো করে কিছু করলে ওরা আরও তেড়ে আসবে। দু-একটা আমার মাথা লক্ষ্য করে তেড়ে আসছিলও। সিনেমাটোগ্রাফার হলিউডের পিট জাকারিনি ও জেমস বোমালিক চেষ্টা করছিলেন আমাকে সাহায্য করতে, তবে খুব একটা কাজ হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত মাথা ঠান্ডা রেখে রক্তপাত ও মাথার যন্ত্রণা চেপে ধীরে ধীরে উপরে উঠে আসি। এই অভিজ্ঞতা আমার জীবনের একটা অধ্যায়। তখন পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে না পারলেও উপরে উঠে আসার পর হাত পা কাঁপছিল, স্বাভাবিক হতে সময় লেগেছিল অনেক।' ছবিতে তিনি ছাড়া ছিলেন সঞ্জয় দত্ত, লারা দত্ত, জায়েদ খান, ক্যাটরিনা কাইফ প্রমুখ। ছবি চলেনি, তবে অক্ষয়ের জীবনে গভীর ছাপ রেখে গিয়েছে এই 'ব্লু'।

রামনবমীতে বাল্মীকি রামায়ণের ফার্স্ট লুক

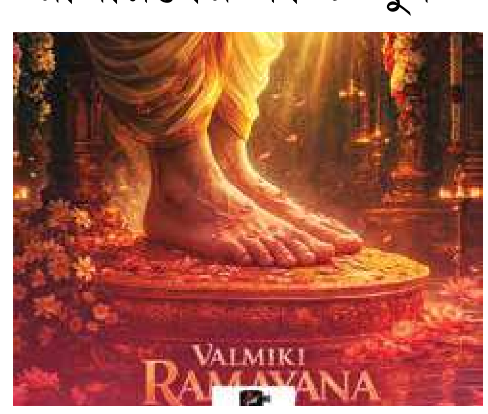

বাল্মীকি রামায়ণের ফার্স্ট লুক পোস্টার প্রকাশ হল রামনবমীর শুভদিনে। পোস্টারে শ্রীরামের দুটি পা দেখা যাচ্ছে। ভারতীয় ঐতিহ্যে এই পদযুগলের তাৎপর্য অসীম। ছবিটি বিশ্বাস, ভরসা, মানবিকতার-- এই পায়ে প্রণাম করেই অগণিত ভারতবাসী কোনও শুভকাজ শুরু করেন। পোস্টারে একটি ক্যাপশনও দেওয়া আছে, যতদিন পর্বত থাকবে, নদী বয়ে যাবে, ততদিন রামায়ণ থাকবে। পরিচালনায় জাতীয় পুরস্কার বিজয়িনী চিত্রপরিচালক ভাবনা তলওয়ার। তাঁর সঙ্গে আছেন সাবু সিরিল, বিনোদ প্রধানের মতো সিনেমাটোগ্রাফার, সাউন্ড ডিজাইনার রেসুল পুকোট্টি, আনন্দ নীলাকান্তন ও চন্দ্রপ্রকাশ দ্বিবেদীর মতো লেখক।

নাট্যচর্চার পায়ে লোহার বেড়ি

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৬ মার্চ : কবিতা, নাটক, সাহিত্য যেখানে, সেখানে আলিপুরদুয়ারের নাম থাকবে না সেটা প্রায় অসম্ভব। ওই শহরের সংস্কৃতিচর্চার পরিধি অনেক বড়। সেটা বিভিন্ন সময় প্রমাণিত হয়েছে। মায়া টকিজ হোক কিংবা রেল ইনস্টিটিউট, খুব কম দিনই হবে যেদিন সেখানে নাটক মঞ্চস্থ হয়নি। সঙ্গে পাড়ায় পাড়ায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নাটকের আলাদা দর্শক ছিল। সংস্কৃতিচর্চার বাধাও কিন্তু কম ছিল না। তবে সব প্রতিকূলতাকে জয় করেও হয়েছে নাট্যচর্চা। তবে সেই সোনালি দিন এখন হারিয়েছে। মঞ্চ ছাড়া নাটক হয় না। সেই মঞ্চই এখন প্রায় নেই আলিপুরদুয়ারে। ফলে নাটকের চর্চা কমেছে। কমেছে দর্শকও। আর নতুন করে চর্চা করতে গেলে বা দর্শক টানতে গেলে পদে পদে এসে দাঁড়াচ্ছে বিভিন্ন বাধা। যেপ্রতিকূলতাগুলো শহরের নাটকের চর্চার পায়ে লোহার ভারী শিকলের মতো। বহু চেষ্টার পরও যা দূর করা মুশকিল। ২৭ মার্চ বিশ্ব নাট্য দিবস। তার আগে নাট্যচর্চার এমন পরিস্থিতি যেন বারবার পরিকাঠামোগত সমস্যা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। এই যেমন শহরে নতুন নাট্যশিল্পীরা রয়েছে। তবে নাটক যে পরিবেশন হবে সেটার মঞ্চ কই? শহরের বুকে বড় মঞ্চ বলতে আলিপুরদুয়ার পুরসভার প্রেক্ষাগৃহ কিংবা রবীন্দ্র মঞ্চ।

যে দুটোই সভাসমিতির জন্য উপযোগী হলেও নাটকের জন্য নয়। শুধু 'কাজ চালানোর' মতো বলেই মত শহরের নাট্যকর্মীদের। সাধারণ গ্রিনরুমও নেই সেখানে। মায়া টকিজ হল বন্ধ হওয়ার পর থেকেই মঞ্চের অভাব স্পষ্ট হয়েছে।

মায়া টকিজ মঞ্চে নাটক। -ফাইল চিত্র

এদিন এই বিষয়ে কথা হচ্ছিল নাটক লেখক বিশ্বজিৎ মজুমদারের সঙ্গে। তাঁর কথায়, 'নাটকের দর্শক এখনও রয়েছে। নাটকের ধরন বদলাতে হচ্ছে। কম সময়ের নাটক পছন্দ করছেন অনেকেই। নতুন শিল্পীরা নাটক শিখছে তবে নাটকের জন্য মঞ্চের অভাব বারবার বাধা হচ্ছে। নাটকের জন্য আলাদা মঞ্চ দরকার। কিংবা শহরে যে সুকান্ত মঞ্চ রয়েছে সেটাও সংস্কার করা যেতে পারে।'

আলিপুরদুয়ার শহরে নাটকের চর্চার সুনাম ছিল রাজ্যজুড়ে। একসময় এসডিও রিক্রিয়েশন ক্লাব, শিল্পীচক্র, আশুতোষ ক্লাব, উত্তরায়ণের মতো সংগঠনগুলো চুটিয়ে নাটক করেছে। প্রবীণদের স্মৃতিতে এখনও সেগুলো তাজা।

প্রবীণ নাট্যশিল্পী দিলীপ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথায়, 'মায়া টকিজ, রেল ইনস্টিটিউটে মাঝেমধ্যেই নাটক পরিবেশন হত। যে কোনও পাড়ার অনুষ্ঠানগুলোতেও নাটক দেখা যেত। তখন তো বিনোদনের অন্য মাধ্যম কম ছিল তাই নাটক নিয়ে বেশি চর্চা হত। মহিলাদের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য কোনও মহিলা পাওয়া যেত না। পুরুষরাই মহিলা সাজত। এখন সেই প্রতিকূলতা নেই। তার বদলে নতুন কিছু সমস্যা জুড়েছে।' এই পরিস্থিতিতে শহর একদিকে যেমন অনেক নাট্যশিল্পীকে হারিয়েছে তেমনই নাটকের সঙ্গে যুক্ত অন্য শিল্পীদেরও রুটিরুজিতে টান পড়েছে।

আলিপুরদুয়ারে বর্তমানে নাটকের মেকআপ আর্টিস্ট বা রূপটান শিল্পী নেই। বর্তমানে কোচবিহার বা জলপাইগুড়ি থেকে মেকআপ আর্টিস্ট আনতে হয়। বোর্ড মাস্টার পাওয়া মুশকিল। যে আলো নিয়ন্ত্রণ করবে। একসময় নাটকের মেকআপ আর্টিস্ট হিসেবে নামডাক ছিল ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন দাস, নির্মল দাশগুপ্ত, বলাই পাইনদের।

শহরে আলোকশিল্পী হিসেবে পরিচিতি ছিল জংশনের দিলীপ মোদকের। তাঁরা আজ কোথাও যেন হারিয়ে গিয়েছে।

নাট্যশিল্পী সিন্টু দত্ত বলেন, 'নাটকের মেকআপ ও আলোকসজ্জা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেটা ঠিক না হলে নাটক ভালো হবে না। তবে সেগুলোর শিল্পী বর্তমানে আলিপুরদুয়ারে নেই। নতুন করে কেউ এই পেশায় আসছেও না।'

তবে আলিপুরদুয়ারে নাটকের পরিবেশ এখনও রয়েছে। নাটকের কোনও স্থায়ী মঞ্চ হলে সেই সমস্যা মিটবে বলে মনে করছেন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য অ্যাকাডেমির সদস্য পরিতোষ সাহা।

পতাকা লাগাতে 'সফট টার্গেট' গাছ

ক্ষুব্ধ পরিবেশকর্মীরা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৬ মার্চ : নির্বাচন কমিশনের নিয়ম রয়েছে, কোনও জায়গায় দলীয় পতাকা, পোস্টার লাগাতে গেলে সেই জায়গার মালিকের কাছে অনুমতি নিতে হবে। সেটাও লিখিতভাবে। তবে সেই নিয়মের তোয়াক্কা না করেই অবাধে চলছে পতাকা লাগানো। আর পতাকা লাগানোর জন্য সহজ জায়গা হিসেবে খুঁজে নেওয়া হচ্ছে গাছকে। রাস্তার পাশে গাছে পতাকা লাগানোর ক্ষেত্রে কারও অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে না। কাজ সহজ করতেই পেরেক দিয়ে গাছে লাগানো হচ্ছে সেই পতাকা।

এতে গাছের ক্ষতি হচ্ছে। যা নিয়ে ক্ষুব্ধ পরিবেশকর্মীরা। পরিবেশকর্মী ত্রিদিবেশ তালুকদারের কথায়, 'গণতন্ত্রের জন্য নির্বাচন হচ্ছে। গণতন্ত্র টিকিয়ে রাখতে গেলে তো মানুষকে সুস্থ রাখতে হবে। আর গাছই সবাইকে সুস্থ রাখে। সেই গাছকে ক্ষতি করা হচ্ছে। এটা নিয়ে সবার চিন্তা করা উচিত। সবার সচেতন হওয়া উচিত।'

আলিপুরদুয়ার জেলায় সব রাজনৈতিক দলের কর্মীদেরই দেখা যাচ্ছে এইভাবে পেরেক দিয়ে দলীয় পতাকা লাগাতে।

দলের শীর্ষ নেতারা বলছেন, এই বিষয়টি বারণ করা রয়েছে। কর্মীদেরও বার্তা দেওয়া রয়েছে। তবে বাস্তবে তার প্রমাণ মিলছে না।

বিভিন্ন বুথেই দেখা যাচ্ছে নিয়ম ভাঙার ছবি। তাহলে কি আদতে নেতারা কর্মীদের সঠিক বার্তা দিচ্ছেন না? নাকি কর্মীরা সেটা মানছেন না? সেই প্রশ্ন উঠছে।

এদিন যেমন এই নিয়ে তৃণমূলের জেলা সাধারণ সম্পাদক ভাস্কর মজুমদার বলেন, 'গাছে পেরেক দিয়ে পতাকা লাগালে গাছের ক্ষতি হবেই। সেটা কর্মীদের জানানো রয়েছে। কোনও কিছুর ক্ষতি করে এটা যেন না করা হয়। আর যদি ব্যক্তিগত জায়গায় পতাকা লাগানো হয় সেক্ষেত্রে অনুমতি নিয়েই পতাকা লাগানো হচ্ছে।'

একই রকম কথা বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক বাবুলাল সাহারও। তাঁর কথায়, 'নির্বাচন ঘোষণার আগেই আমাদের পরিবর্তন যাত্রা হয়েছে। সেই সময়ও প্রচুর পতাকা লাগানো হয়েছিল। সেগুলো রয়ে গিয়েছে। আর নতুন করে পতাকা লাগানো হচ্ছে না। তবে কেউ যেন নিয়ম না ভাঙে সেটাও জানিয়ে দেওয়া আছে কর্মীদের।'

গাছে পেরেক দিয়ে লাগানো হয়েছে পতাকা। মথুরা চা বাগানে।

- সব রাজনৈতিক দলের কর্মীদেরই দেখা যাচ্ছে পেরেক দিয়ে দলীয় পতাকা লাগাতে
- নির্বাচন কমিশনের নিয়মকে রীতিমতো বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কাজ চলছে
- পরিবেশ নিয়ে চিন্তা নেই নেতাদের

এই পরিস্থিতিতে পরিবেশকর্মীরা অন্য কোনও জায়গায় পতাকা লাগানোর আবেদন জানিয়েছেন। গাছে পতাকা লাগানো হলেও সেটা যেন দড়ি দিয়ে বাঁধা হয় সেই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আলিপুরদুয়ারের প্রবীণ পরিবেশকর্মী শিবুন ভৌমিকের কথায়, 'আলিপুরদুয়ারের পরিবেশকর্মী ছিলেন জগন্নাথ বিশ্বাস। উনি ৫০ বছর আগেই এটা নিয়ে প্রচার শুরু করেন। এখনও সেটা ঠিক হল না। গাছে পেরেক লাগানো হলে গাছের বিভিন্ন ক্ষতি হয়। অনেক সময় পেরেক বের করাই হয় না। যে জায়গায় পেরেক পুঁতে দেওয়া হয় সেই ক্ষত ভরাট হয় না। গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির উপর প্রভাব পড়ে।'

জরুরি তথ্য

মজুত রক্ত

বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা অবধি

■ **ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল**

এ পজিটিভ	১
বি পজিটিভ	২
ও পজিটিভ	০
এবি পজিটিভ	১
এ নেগেটিভ	০
বি নেগেটিভ	১
ও নেগেটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০

■ **বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল**

এ পজিটিভ	০
বি পজিটিভ	০
ও পজিটিভ	০
এবি পজিটিভ	০
এ নেগেটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
ও নেগেটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০

বীরপাড়ায় নিকাশি ব্যবস্থা বেহাল, উদাসীন প্রশাসন

বৃষ্টিতে পুকুর পুরোনো বাসস্ট্যান্ড

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২৬ মার্চ : বীরপাড়ায় যত সমস্যা যেন নিকাশিনালা নিয়েই। কোথাও এত বছরেও নিকাশিনালা তৈরি হয়নি। আবার কোথাও নিকাশিনালা থাকলেও সেটা কাজে আসে না। কারণ আবর্জনায় ভরে আছে। এই যেমন বীরপাড়ার পুরোনো বাসস্ট্যান্ড চত্বরে রাস্তার দু'পাশে শতাধিক দোকান। অথচ পুরোনো বাসস্ট্যান্ড চত্বর থেকে শুরু করে ১৫৫ নম্বর রেলগেট পর্যন্ত নিকাশিনালাই নেই। বৃষ্টি হলে জল থইথই করে এলাকায়। সেখানে বীরপাড়া লঙ্কাপাড়া রোডের দু'পাশে নিকাশিনালার দাবি আগাগোড়াই। তবে কাজ আর হল কই?

পুরোনো বাসস্ট্যান্ড চত্বরের দোকানদার অঞ্জন সান্যাল বলছিলেন, 'বৃষ্টির জল জমে থাকে দোকানপাটের সামনে। মহাত্মা গান্ধি রোডের পশ্চিমদিকের নিকাশিনালাটি অকেজো। জল বেরিয়ে যেতে পারে না। তাই পুরোনো বাসস্ট্যান্ড চত্বরে জমা জল নামতে দীর্ঘক্ষণ সময় লাগে।'

রেলগেট এলাকাটির চেয়ে পুরোনো বাসস্ট্যান্ড চত্বর অনেকটাই নীচু। ফলে রেলগেট এলাকার জল গড়িয়ে জমা হয় পুরোনো বাসস্ট্যান্ড চত্বরে। সেখানে এখন বাস ঢোকে না। তবে প্রাইভেট গাড়ি, ম্যাক্সিক্যাব এবং টোটোস্ট্যান্ড রয়েছে। বৃষ্টি হলে পরিবহণকর্মীদেরও সমস্যায় পড়তে হয়।

বীরপাড়ায় পুরোনো বাসস্ট্যান্ড চত্বরে এই রাস্তার পাশে নিকাশিনালা দাবি।

যদিও আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের স্থানীয় সদস্য তথা পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ রমেশ মিঞ্জ বলেন, 'পুরোনো বাসস্ট্যান্ড চত্বরে নিকাশিনালা তৈরি করা প্রয়োজন। তবে ইতিমধ্যেই বীরপাড়ায় অনেকগুলি নিকাশিনালা, রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। ২টি কালভার্ট তৈরির প্রক্রিয়া নির্বাচনিবিধির জেরে আটকে রয়েছে।' বীরপাড়ায় নিকাশিনালায় আবর্জনা জমে থাকার সমস্যা প্রত্যেকটি মহল্লাতেই। মহাত্মা গান্ধি রোডের দু'পাশে নিকাশিনালা থাকলেও পশ্চিমদিকের নিকাশিনালাটি এক দশক আগে মজে গিয়েছে। পূর্বদিকের নিকাশিনালাটি ২০২৪ সালে আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের উদ্যোগে সাফাই করা হলেও পশ্চিমদিকের নিকাশিনালাটি আর হয়নি। আবার থানা এলাকায় বীরপাড়া লঙ্কাপাড়া রোডে পাশের নিকাশিনালায় আবর্জনার স্তূপ জমে।

তবে ব্লক এমনকি জেলা প্রশাসনের কাছেও দরবার করেও কাজ হচ্ছে না বলে অভিযোগ বীরপাড়া-এথেলবাড়ি মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মান্নালাল জৈনের। তাঁর কথায়, 'নিকাশিনালা তৈরিতে জনপ্রতিনিধিদের আগ্রহই নেই।'

লটারি বিক্রেতা সঞ্জয়কুমার সুরি বলেন, 'চলতি মাসে প্রায় প্রতিদিনই বৃষ্টি হচ্ছে। এক পশলা বৃষ্টি হলেই জল জমে থাকছে কাউন্টারের সামনে। প্রচণ্ড সমস্যা হচ্ছে। তবে আমাদের ভোগান্তি মেটাবে কে?'

> বৃষ্টির জল জমে থাকে দোকানপাটের সামনে। মহাত্মা গান্ধি রোডের পশ্চিমদিকের নিকাশিনালাটি অকেজো। জল বেরিয়ে যেতে পারে না।
>
> **অঞ্জন সান্যাল** দোকানদার

কালজানি নদীতে অষ্টমী স্নানে ভিড়। (ডানে) মেলাতে কেনাকাটার ব্যস্ততা। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

মদ উদ্ধার, গ্রেপ্তার দুই

আলিপুরদুয়ার, ২৬ মার্চ : বৃহস্পতিবার জয়গাঁ থানার পুলিশ দলসিংপাড়া এলাকায় একটি ভ্যান আটক করে। সেখানে দুই ব্যক্তির কাছ থেকে প্রায় ১৩৫ লিটার মদ উদ্ধার করে। ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে।

বসে আঁকো

আলিপুরদুয়ার, ২৬ মার্চ : বৃহস্পতিবার কালজানি ঘাট সংলগ্ন একটি পুজোমণ্ডপে বাসন্তী অষ্টমী উপলক্ষ্যে এলাকার কচিকাঁচাদের নিয়ে একটি বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। ঐচ্ছিক বিষয়ের ওপর সেই প্রতিযোগিতায় প্রায় ৪০ জন শিশু অংশগ্রহণ করে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়দের পুরস্কার দেওয়া হয়।

স্নান সেরে দই, চিঁড়ে খেয়ে অষ্টমীমেলায় ঢুঁ

সায়ন দে

আলিপুরদুয়ার, ২৬ মার্চ : বৃহস্পতিবার সকালের শুরুটাই ছিল অন্যরকম। অষ্টমী স্নান করবে বলে অনেকেই সকালসকাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। এরপর স্নান সেরে নদীর ধারে গোল করে বসে কেউ কেউ দই, চিঁড়ে, মুড়ি মিশিয়ে খান। আবার অনেকে নদীতে নেমে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করেন। শহরের বিভিন্ন নদীঘাটে এদিন এরকমই দৃশ্য চোখে পড়ে। আলিপুরদুয়ার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কালজানি ঘাটে অষ্টমী স্নানে এসেছিলেন পার্বতী মালাকার। তাঁর কথায়, 'আমরা প্রতিবারই এই নদীঘাটে আজকের এই পুণ্যদিনে অষ্টমী স্নান করতে আসি। খুব ভালো লাগে। স্নান শেষে এখান থেকেই নিয়ম অনুযায়ী দই, চিঁড়ে কিনে খাই। মেলাও ঘুরি। সন্ধ্যার পর বাড়ির সামনে পুজোমণ্ডপে গিয়ে সময়ও কাটাই।' বাসন্তীপুজো উপলক্ষ্যে আলিপুরদুয়ার ১ নম্বর ওয়ার্ড সংলগ্ন অরবিন্দনগর জয়তারা শ্মশান কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে অষ্টমী স্নানের আয়োজন করা হয়। ১১ নম্বর ওয়ার্ডে কালজানি ঘাট, শহর সংলগ্ন চেচাখাতা নোনাইপাড় এলাকা, সলসলাবাড়ি গঙ্গাবাড়ি মন্দির কমিটির উদ্যোগেও অষ্টমী স্নানের আয়োজন করা হয়েছে। বেশ কিছু জায়গায় আবার অষ্টমী স্নানকে কেন্দ্র করে মেলাও বসে।

বুধবার রাতেই অনেক দোকান বসে গিয়েছিল। এদিন সকাল থেকে কালজানি ঘাটে অষ্টমী স্নান ও মেলা জমে উঠেছিল। প্রতিবছরই সেখানে দূরদূরান্ত থেকে মানুষ আসেন। স্নান সেরে দই, চিঁড়ে, মুড়ি, বাতাসা কিনে সেখানেই খান সকলে। এরপর মেলা ঘুরে বাড়ির পথে।

ছোটদের খেলনা, পুতুল, ঠাকুরের জামা, মিষ্টি, জিলিপি সহ বিভিন্ন দোকান বসেছিল মেলায়। মেলার দোকানদার গণেশ রায় বলেন, 'স্বাধীন ভারত ক্লাবের মাঠে বসি দোকান নিয়ে। অনেকে আবার মনোমতো জায়গা পাওয়ার আশায় আগে থেকেই দোকান দেয়। মোটামুটি প্রতিটি দোকানদারই কমবেশি লাভ করেন এই দিনে।' একইভাবে জংশন চেচাখাতা নোনাইপাড় এলাকাতেও ভোর থেকে অষ্টমী স্নানের জন্য ভিড় দেখা যায়। সেখানে স্নান করতে এসেছিলেন অঞ্জনা ভৌমিক। তাঁর কথায়, 'গত তিন বছর ধরে এখানে অষ্টমী স্নান উপলক্ষ্যে আসছি। এবার আমার স্বামী ও ছেলেও এসেছে। পরিবার নিয়ে যাতে সুখে শান্তিতে থাকতে পারি সেই কামনাতেই এখানে আসা।'

জমজমাট আয়োজন

সলসলাবাড়ি গঙ্গাবাড়ি সংলগ্ন অষ্টমী স্নানও বেশ জনপ্রিয়। সেখানে আবার তিনদিন ধরে চলে মেলা। সেখানে মেলা দেখতে সপরিবারে এসেছিলেন কার্তিক ধর। তাঁর কথায়, 'স্নান তো করেছি, পাশাপাশি মেলাও ঘুরছি। কিছু কেনাকাটা করারও ইচ্ছে আছে।' অন্যদিকে, বিভিন্ন মন্দির ও পুজোমণ্ডপগুলিতেও ভিড় ছিল অঞ্জলি দেওয়ার জন্য। পলাশবাড়ি শান্তিধাম আশ্রম মন্দির, লেবুবাগান ইয়ং ইউনিট, তরুণ সংঘ, চেচাখাতা নোনাইপাড়ে অনেকেই সকাল থেকেই হাজির হন অঞ্জলি দিতে।

ধর্মের বিভেদ ভাঙে তরুণ সংঘের বাসন্তীপুজোয়

সায়ন দে

আলিপুরদুয়ার, ২৬ মার্চ : একদিকে যখন বিশ্বে যুদ্ধ যুদ্ধ রব। ধর্মের নামে নৃশংসতা সর্বত্র। সেখানে ধর্মের বিভেদ ভুলে সম্প্রীতির বার্তা দিচ্ছে আলিপুরদুয়ার বীরপাড়া তরুণ সংঘ। চার দশক ধরে আলিপুরদুয়ার বীরপাড়া ক্ষুদিরামপল্লির ওই ক্লাবটি আয়োজন করে আসছে বাসন্তীপুজোর।

এবার সেই পুজো ৪৩তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। তবে তরুণ সংঘের পুজোকে কেন্দ্র করে যেমন গৌরব অধিকারী, তরুণ দত্ত, শ্যামল সাহারা মেতে ওঠেন তেমনি পাপ্পু মিয়াঁ, সাইফুল হকদের উৎসাহ কম নয়।

পুজোর চাঁদা কাটা থেকে শুরু করে আনুষঙ্গিক সমস্ত কাজই তাঁরা একসঙ্গে করে থাকেন। এবারে তরুণ সংঘের পুজোর আনুমানিক বাজেট দেড় লক্ষ টাকারও বেশি। মণ্ডপে যেমন চমক রয়েছে তেমনি বাইরে রয়েছে আলোকসজ্জার বাহার। মঙ্গলবার ষষ্ঠীর দিন মণ্ডপে প্রতিমা নিয়ে আসা হয়েছে। তরুণ সংঘের সম্পাদক সুজিত সাহার কথায়, '৪৩ বছর ধরে পুজো হচ্ছে এখানে। পুজোর পাশাপাশি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করেন মহিলারা। এছাড়া বছরভরই নানা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। সেসব অনুষ্ঠানে সব ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষ একসঙ্গে শামিল হয়।'

বৃহস্পতিবার অঞ্জলি হয়। পাশাপাশি ৫০০ কেজি চাল-ডালের খিচুড়ি ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। অষ্টমীর সন্ধ্যায় আবার বসে আঁকো প্রতিযোগিতা হয় সেখানে। সেখানেও সম্প্রীতির ছবি।

এদিকে, নবমীতে এলাকার মানুষদের মনোরঞ্জনে ব্যবস্থা করা হয়েছে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার। যার দায়িত্বে থাকেন আবার মহিলারা। এলাকার বাসিন্দা পাপ্পু মিয়াঁ বলেন, 'এই এলাকায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমরা একসঙ্গে অংশগ্রহণ করি। আনন্দ করি। অনেকেই একসময় এই পুজোর বিভিন্ন পদের দায়িত্ব সামলেছেন। এখনও অনেকেই সদস্য হিসেবে বিভিন্ন কাজ করছেন। এটাই আমাদের ঐতিহ্য।'

আরেক বাসিন্দা সইফুল হক বলেন, 'আমরা সারাবছরই পাড়ায় নানা অনুষ্ঠান করে থাকি। তখনও সবাই মিলেমিশে অংশগ্রহণ করি। খুব আনন্দ হয়।'

এদিকে, পুরুষরা চাঁদা সংগ্রহের দায়িত্বে থাকলেও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দায়িত্বে থাকেন মহিলারা। তাঁদের মধ্যে সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাহা বলেন, 'আমাদের পুজোর বিশেষত্ব হল আমরা সকলে মিলে এই পুজোতে অংশগ্রহণ করি। তবে এটা শুধু পুজো বলে নয়, এমনিতেও সারাবছর আমরা একে অপরের পাশে থাকি। আমাদের মধ্যে ধর্মের কোনও ভেদাভেদ নেই। এভাবেই দিনগুলো কাটাই।' রবিবার সেই ক্লাবের প্রতিমা বিসর্জন বলে জানা গিয়েছে।

তরুণ সংঘের পুজো মণ্ডপে মা। (ডানে) পুজোর পর প্রসাদ বিলি। বৃহস্পতিবার শহরে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

পৃথিবীর পাঠশালা

হারিয়ে যাওয়া জলপ্রপাত

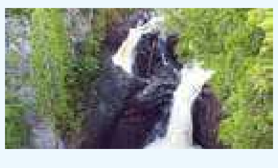

আমেরিকার মিনেসোটা রাজ্যের ডেভিলস কেটল বা শয়তানের কেটলি নামের জলপ্রপাতটি ভূতত্ত্ববিদদের কাছে এক বড় ধাঁধা। ব্রুল নদী পাহাড় বেয়ে নামার সময় একটি বড় পাথরের ধাক্কায় দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এক ভাগ সাধারণ জলপ্রপাতের মতো নীচে পড়ে সাগরে মেশে। কিন্তু আসল রহস্য অন্য ভাগটি নিয়ে। জলের বিশাল একটি অংশ পাথরের এক বিশাল গর্তের ভেতর ঢুকে চিরতরে উধাও হয়ে যায়। আজ পর্যন্ত কেউ জানতে পারেনি ওই বিপুল পরিমাণ জল মাটির নীচে কোথায় যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা ওই গর্তের ভেতর প্রচুর রং, পিংপং বল এমনকি জিপিএস ট্র্যাকারও ফেলেছেন, কিন্তু কিছুই কখনও সাগরের জলে বা অন্য কোথাও ভেসে ওঠেনি। পৃথিবীর বুক চিরে জল কোথায় যায়, তা আজও এক অমীমাংসিত রহস্য।

মরুভূমির বুকে ক্যানভাস

কাগজে ছবি আঁকার কথা সবাই জানে। কিন্তু পেরুর নাজকা মরুভূমিতে কে বা কারা মাটির ওপর বিশাল সব ছবি এঁকে রেখে গিয়েছে, তা এক অপার বিস্ময়। আজ থেকে প্রায় দু'হাজার বছর আগে নাজকা সভ্যতার মানুষেরা মরুভূমির লাল পাথর সরিয়ে নীচের সাদা মাটি বের করে এই রেখাগুলো কেটেছিল। ওপর থেকে দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় মাকড়সা, বাঁদর, হামিংবার্ড থেকে শুরু করে নানা জ্যামিতিক নকশা। কিছু ছবি এত বিশাল যে, লম্বায় প্রায় এক হাজার ফুটেরও বেশি। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, মাটিতে দাঁড়িয়ে এই ছবিগুলোর কোনও মাথামুণ্ডু বোঝা যায় না, এগুলো দেখতে হলে আপনাকে আকাশে উড়তে হবে। বিমান আবিষ্কারের বহু আগে মানুষ কার জন্য এই বিশাল ক্যানভাস তৈরি করেছিল, ভিনগ্রহীদের নাকি দেবতাদের জন্য, তা নিয়ে আজও তর্ক চলে।

ভুলের তৈরি বিশাল হ্রদ

হ্রদ সাধারণত প্রকৃতির আপন খেয়ালে তৈরি হয়। কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ার সালটন সি নামের বিশাল হ্রদটি তৈরি হয়েছিল মানুষের এক চরম বোকামির জন্য। ১৯০৫ সালে কলোরাডো নদীর দিক পরিবর্তন করে চাষের জমিতে জল আনার চেষ্টা করছিলেন ইঞ্জিনিয়াররা। কিন্তু হিসেবের ভুলে নদীর বাঁধ ভেঙে যায় এবং টানা দু'বছর ধরে নদীর বিপুল জলরাশি এক শুকনো উপত্যকায় জমতে থাকে। তৈরি হয় বিশাল এক হ্রদ। প্রথমদিকে এটি দারুণ পর্যটনকেন্দ্র হয়ে উঠলেও, পরে চারপাশের কৃষিজমির সার এবং বিষাক্ত রাসায়নিক এসে জলে মিশতে থাকে। বর্তমানে এর জল সমুদ্রের চেয়েও বেশি নোনতা এবং বিষাক্ত। হাজার হাজার মরা মাছের গন্ধে আজ ওই হ্রদের কাছে টেকা দায়। মানুষের ভুলে তৈরি এই অভিশপ্ত হ্রদ আজ পরিবেশের জন্য এক বড় বিপদ।

তুরস্কের তুলোর দুর্গ

দূর থেকে দেখলে মনে হবে বরফের তৈরি কোনও বিশাল রাজপ্রাসাদ। কিন্তু আসলে এটি কোনও বরফ বা তুলো নয়। তুরস্কের পামুক্কালে নামের এই জায়গাটির অর্থই হল তুলোর দুর্গ। হাজার হাজার বছর ধরে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা উষ্ণ প্রস্রবণের জলে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থাকে। সেই খনিজ পদার্থ জমতে জমতে পাহাড়ের গায়ে ধবধবে সাদা সিঁড়ির মতো এক প্রাকৃতিক সুইমিং পুল তৈরি করেছে। এখানকার ঈষদুষ্ণ নীল জলে স্নান করলে নাকি অনেক দুরারোগ্য রোগ সেরে যায়। প্রাচীন যুগে গ্রিক এবং রোমানরা এখানে স্নান করতে আসত। প্রকৃতির এই অপরূপ সাদা সিঁড়ির সৌন্দর্য স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

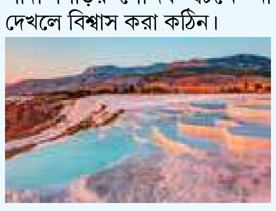

সাত কোটির মার্কেট

প্রথম পাতার পর

হাটের খোলামেলা পরিবেশ নষ্ট হয়ে যায়। অভিযোগ, ব্যবসায়ীরা আগ্রহ হারান। এখন সেখানে মদ-জুয়ার ঠেক বসে দিনদুপুরেই।

আলিপুরদুয়ার হাট ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সম্পাদক কমল দেবনাথ বলেছেন, 'হাটের বেশিরভাগ দোকানের ছাউনি ফুটিফাটা। পানীয় জল ও শৌচালয়ের সমস্যা রয়েছে। এমনকি মার্কেট কমপ্লেক্সে ঢোকার রাস্তাটাও বেহাল। কমপ্লেক্সের উপরের তলায় দোকানঘরগুলি খুবই ছোট। ভাড়াও তুলনামূলক বেশি। জেলা পরিষদ অবশ্য সেখানে উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরির আশ্বাস দিয়েছে।'

স্থানীয় কাউন্সিলার সহ ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধিরা মার্কেট কমপ্লেক্সের হাল নিয়ে জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন।

এরপর জেলা শাসক মার্কেট কমপ্লেক্স পরিদর্শন করেন। প্রদীপ দাস নামে এক দোকানদার বলেন, 'মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি হলে ব্যবসা জমবে মনে করেছিলাম। এখন দেখছি ব্যবসার পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে।'

শুটআউট ও সংঘর্ষে রিপোর্ট তলব

কলকাতা, ২৬ মার্চ : বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার রণক্ষেত্রের চেহারা নিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী। বিজেপি প্রার্থী বিকাশ সর্দারের সমর্থনে প্রচার চলাকালীন তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে উন্মত্ত জনতার হাতে আক্রান্ত হয়েছেন বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে। নড়েচড়ে বসেছে নির্বাচন কমিশন।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন বাসন্তীতে বিজেপির মিছিলে আচমকা হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতী। অভিযোগ, বিজেপির প্রচার কর্মসূচি ক্যামেরাবন্দি করা নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয়, যা মুহূর্তের মধ্যে সংঘর্ষের রূপ নেয়। মিছিলে থাকা দুটি মোটর সাইকেল ভাঙচুর করা হয়েছে। অন্তত আটজন পুলিশকর্মী জখম হয়েছেন। বারুইপুর পুলিশ জেলার এসপি শুভেন্দ্র কুমার জানিয়েছেন, 'ঘটনায় জড়িত সন্দেহে এখনও পর্যন্ত মোট আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।'

বিজেপি প্রার্থী বিকাশ সর্দারের অভিযোগ, 'হারের ভয়ে তৃণমূল এখন সন্ত্রাসের আশ্রয় নিচ্ছে। পুলিশ সবকিছু দেখেও নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।' তৃণমূলের তরফে অভিযোগ অস্বীকার করে পালটা দাবি করা হয়েছে, বিজেপির বিরুদ্ধে জনরোষ তৈরি হয়েছে। এর সঙ্গে দলের কোনও যোগ নেই।

এদিকে, বাসন্তীর সংঘর্ষ এবং কলকাতার বাঘা যতীনে গুলিচালনার ঘটনায় জেলা প্রশাসনের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে নির্বাচন কমিশন। রাজ্য পুলিশের ডিজির কাছে কমিশন জানতে চেয়েছে, পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও কেন মাত্র দুই সেকশন বাহিনী চাওয়া হয়েছিল? বাহিনী ডাকতে দেরি হয়েছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে, সেই সম্পর্কেও ব্যাখ্যা চেয়েছে কমিশন। বাসন্তীর মিছিলে পুলিশের কোনও অনুমতি ছিল না। তা সত্ত্বেও কীভাবে মিছিল হল জানতে চাওয়া হয়েছে। বাঘা যতীনে এক তরুণের মৃত্যু ও বাসন্তীর অশান্তি, দুই ক্ষেত্রেই পুলিশের ভূমিকা এবং গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে জানাতে হবে। আতঙ্ক কাটাতে বাসন্তীতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। শুরু হয়েছে রুটমার্চ।

শ্রমিকের দেহ আটকে রাখার অভিযোগ

গঙ্গারামপুর, ২৬ মার্চ : বেসরকারি হাসপাতালের বিল মেটাতে না পারায় এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃতদেহ আটকে রাখার অভিযোগ উঠল। হাসপাতালটি গুরুগ্রামের। যার দেহ আটকে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ, তিনি গঙ্গারামপুরের বাসিন্দা। এই সংক্রান্ত একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

সেই ভিডিওতে নিজেদের সেই পরিযায়ী শ্রমিকের পরিজন বলে দাবি করে কয়েকজন মহিলা বলেন, বছর পঁচিশের ওই শ্রমিক দুর্ঘটনায় জখম হয়েছিলেন। লিলুফা বিবি নামের এক মহিলা দাবি, তাঁদের বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকের বাসুরিয়া অঞ্চলের বেলাস্থলি গ্রামে। ওই শ্রমিক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হন। তাঁকে দ্রুত একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দু'দিন চিকিৎসার পর তাঁর মৃত্যু হয়। চিকিৎসার খরচ বাবদ প্রায় ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। সেই টাকা জোগাড় করতে তাঁদের পৈতৃক জমি পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়েছে। তবে মৃত্যুর পরও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ মৃতদেহ হস্তান্তর করেনি বলে অভিযোগ।

পুরোদমে চলছে লোকেশন সার্ভে

এবার নাথু লা পর্যন্ত রেললাইন

শিলিগুড়ি, ২৬ মার্চ : বেজিংয়ের ক্রমাগত চোখরাঙানি এবং আগ্রাসী সীমান্ত নীতির কড়া জবাব দিতে এবার সোজা সিকিমের নাথু লা পর্যন্ত সরাসরি রেললাইন পাতার প্রস্তুতি শুরু করে দিল নয়াদিল্লি। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা (এলএসি) বরাবর সামরিক পরিকাঠামো মজবুত করার জন্যই এই পদক্ষেপ। গ্যাংটক থেকে নাথু লা পর্যন্ত এই বহু প্রতীক্ষিত নতুন রেললাইনের 'ফাইনাল লোকেশন সার্ভে' ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে ভারতীয় রেল। রেলকর্তাদের আশা, আগামী দু'বছরের মধ্যেই এই দুর্গম এলাকায় ট্র্যাক পাতার কাজ পুরোদমে শুরু হয়ে যাবে। আর এই মেগা প্রোজেক্ট সম্পূর্ণ হলে, ১৪ হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত নাথু লা-ই হবে চিন-ভারত সীমান্তের প্রথম জায়গা, যেখানে সরাসরি ট্রেনের চাকা পৌঁছাবে। সামরিক এবং ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকে যা হতে চলেছে ভারতীয় সেনার এক বিরাট গেমচেঞ্জার।

তবে নাথু লা পৌঁছানোর এই স্বপ্নের উড়ানের প্রথম ধাপটি ইতিমধ্যেই বাস্তবায়নের দোরগোড়ায়। বাংলার সেবক থেকে সিকিমের রংপো পর্যন্ত ৪৪.৯৬ কিলোমিটার দীর্ঘ রেললাইনের কাজ এখন একেবারে শেষ পর্যায়ে। এই রুটের ৪১.৫৫ কিলোমিটার পড়ছে বাংলায় এবং বাকি ৩.৪১ কিলোমিটার সিকিমে। সেবক, রিয়াং, তিস্তাবাজার, মেল্লি এবং রংপো— এই পাঁচটি আধুনিক স্টেশন থাকছে পথে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের হয়ে এই দুর্গম প্রোজেক্টের দায়িত্বে রয়েছে 'ইরকন'। গোটা রুটে মোট ১৪টি সুদীর্ঘ টানেল এবং ১৩টি সেতু তৈরি হচ্ছে, যার মধ্যে মাত্র দুটি টানেল খোঁড়ার কাজ বাকি। এই সপ্তাহেই আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম দেবেন্দ্র সিং কাজের অগ্রগতি ও যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের দিকটি খতিয়ে দেখেছেন। রেলের দাবি, ২০২৭ সালের মার্চের মধ্যেই সেবক-রংপো রুটে ট্রেন চলাচল শুরু হয়ে যাবে। এরপর প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দীর্ঘ রংপো-গ্যাংটক রুটের কাজ শেষ করে সোজা চিন সীমান্তের দিকে ছুটবে ভারতীয় রেল। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মার বক্তব্য, 'ইতিমধ্যে ৮ নম্বর টানেলের কাজ শেষ করা হয়েছে। সেবক-রংপো রেলপ্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনা মতো আরও কিছু কাজ হবে সিকিম পাহাড়ে।'

২০০৮-'০৯ সালে এই রেলপ্রকল্প প্রথম অনুমোদিত হলেও লাল ফিতের ফাঁস এবং পরিবেশগত ছাড়পত্রে, বিশেষ করে মহানন্দা অভয়ারণ্যের মধ্যে দিয়ে লাইন যাওয়ার আইনি জটিলতায় বিস্তর সময় নষ্ট হয়। অবশেষে ২০১৮ সালে কাজ শুরু হলেও, ২০২০-'২২ সালে কোভিড মহামারি এবং দুর্গম পাহাড়ি এলাকার লাগাতার ধসের কারণে বারবার ধাক্কা খেয়েছে এই প্রোজেক্ট। শিলিগুড়ি করিডর থেকে সিকিম যাওয়ার প্রধান ধমনী ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে বর্ষার সময় ধস নেমে যেভাবে রাজ্যটি বারবার গোটা দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তাতে এই রেলপথ সিকিমের কাছে আক্ষরিক অর্থেই এক নতুন 'লাইফলাইন' হতে চলেছে।

প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, ডোকালাম আবহের পর থেকেই সিকিম সীমান্তে লাল ফৌজের আস্ফালন বেড়েছে। তিব্বত মালভূমিতে চিন ইতিমধ্যেই তাদের সামরিক রেল ও সড়কপথের জালের মতো বিস্তার ঘটিয়েছে। এর পালটা হিসেবে নাথু লা পর্যন্ত এই রেলওয়ে নেটওয়ার্ক ভারতের এক অসামান্য কৌশলগত মাস্টারস্ট্রোক। এর ফলে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে সীমান্তে দ্রুত সেনা এবং ভারী সমরাস্ত্র পাঠানো যেমন সহজ হবে, তেমনই উত্তরবঙ্গের সঙ্গে সিকিমের পর্যটন ও অর্থনীতি এক লহমায় নতুন উচ্চতায় পৌঁছে যাবে।

মেকানিক নাট্যকর্মী

প্রথম পাতার পর

এখন সংসারের খরচ বাড়ায় নাইটগার্ডের কাজও করতে হয়। দুই কাজের মাঝেও নিবারণ তাঁর শখ নাটককে বাদ দেননি।

অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করা নিরাবণ এখনও পর্যন্ত ২০টির বেশি চরিত্রে অভিনয় করেছেন। আলিপুরদুয়ার ছাড়াও কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলা, এমনকি পাশের জেলাতেও গিয়ে নাটক পরিবেশন করেছেন। এদিন নিবারণ জানান, তাঁর বাবাকে ছোটবেলায় যাত্রা করতে দেখে অভিনয়ের প্রতি ভালোবাসা জাগে। এরপর স্কুলে নাটকের শিক্ষা। অভিনয়ের ইচ্ছা থাকলেও কাজে ঢোকায় সেটা হয়নি। মেকানিকের কাজ করতে গিয়েই শহরের এক নাট্যকর্মীর সঙ্গে পরিচয়। সেখান থেকে নাটকের দলে নাম লেখানো। পড়াশোনা সেভাবে না করলেও কিছু শুনে ও দেখে সেটা মনে রাখার গুণ ছিল ছোট থেকেই। নাটকের সংলাপ পড়ে মুখস্থ না হলে শুনে শুনে মুখস্থ করে নিতেন প্রথম দিকে। এরপর বিভিন্ন কর্মশালায় প্রতিভায় শান পড়ে। ক্রমে ক্রমে নাটক তাঁর দিনযাপনের অঙ্গ হয়ে ওঠে। কয়েক বছর আগে হঠাৎ তাঁর ভাইঝি মারা যায়। ওইদিন শো থাকায় খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে যেতে পারেননি। নিবারণের কথায়, 'ওই দিনটি আমার কাছে চূড়ান্ত দুঃখের ছিল। যদি নাটক ছেড়ে চলে যেতাম তাহলে আমার জায়গায় অভিনয় করার কেউ থাকত না। শো বাতিল হত। সেটা করতে পারিনি। শো শেষে শ্মশানে গিয়েছিলাম।'

সাংসারিক প্রতিকূলতার মধ্যেও দুই দশক ধরে মঞ্চের প্রতি ভালোবাসায় নিবারণ নাটকপ্রেমীদের কাছেও এখন স্বীকৃত মুখ।

ভবানীপুরে চর্চায় বদলি

কলকাতা, ২৬ মার্চ : ভবানীপুরের রিটার্নিং অফিসার কি বদল হবে? নন্দীগ্রামের বিডিও-কে ক'দিন আগে ওই দায়িত্ব দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। তখন ওই বিডিও শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ বলে অভিযোগ ওঠে। বিজেপি ভবানীপুরে শুভেন্দুকে প্রার্থী করার পর ওই বিডিওকে রিটার্নিং অফিসার করেছিল কমিশন। সেই কমিশনই আবার সমমর্যাদার তিন আধিকারিকের নাম চেয়ে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিককে চিঠি দিয়েছে। তাতে রিটার্নিং অফিসার বদলের জল্পনা উসকে উঠেছে।

যদিও কমিশনের এই নির্দেশের কারণের কোনও ব্যাখ্যা দিতে চাননি মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক। শুভেন্দু ঘনিষ্ঠতার অভিযোগে ভবানীপুর থেকে ওই বিডিওকে বদলির দাবিতে কমিশনের কাছে দাবি জানিয়েছে তৃণমূল। মনে করা হচ্ছে, নিজেদের নিরপেক্ষ প্রমাণ করতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্র ভবানীপুরে আবার রিটার্নিং অফিসার বদল করতে পারে নির্বাচন কমিশন।

আজ বৈঠক মোদির

প্রথম পাতার পর

ভারতের কাছে প্রায় দুই মাসের জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানি তেল পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত আছে। কাজেই কাউকে গুজবে কান দিয়ে অহেতুক আতঙ্ক না ছড়াতে আবেদন জানানো হয়েছে। পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসমন্ত্রকের আশ্বাস, আগামী ৬০ দিনের জন্য অপরিশোধিত খনিজ তেলের সরবরাহ ইতিমধ্যে নিশ্চিত করা গিয়েছে। প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, তেল বিপণন সংস্থাগুলি আগে থেকেই আমদানির ব্যবস্থা করে রেখেছে। ফলে সরবরাহে কোনও ঘাটতি থাকার সম্ভাবনা প্রায় নেই। ইরান ইতিমধ্যে হরমুজ প্রণালী দিয়ে ভারতের জাহাজ চলাচলে সবুজ সংকেত দিয়েও রেখেছে। তাছাড়া ৪০টিরও বেশি দেশ থেকে অপরিশোধিত তেল আনা শুরু করেছে ভারত।

দেশের তেল সংশোধনাগারগুলিতে উৎপাদন ক্ষমতা ১০০ শতাংশেরও বেশি বাড়ানো হয়েছে। ফলে জ্বালানি সরবরাহ এখন স্থিতিশীল এবং এলপিজি সরবরাহ স্বাভাবিক বলে কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি। জানানো হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়া থেকে রান্নার গ্যাস আনা হচ্ছে ভারতে।

কোচবিহার মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে পুজো দিচ্ছেন রথীন্দ্রনাথ বোস।

প্রার্থী রথীনকে ঘিরে 'বহিরাগত' বিতর্ক পদ্মে

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৬ মার্চ : যত দিন যাচ্ছে, কোচবিহারের মাটি যেন তপ্ত হয়ে উঠছে রাজনীতির পারদে। প্রার্থী ঘোষণার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই এবার পোস্টার বিতর্কে চাঞ্চল্য কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে। বুধবার রাতে ওই কেন্দ্রে রথীন্দ্রনাথ বসুর নাম বিজেপির প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা হতেই তাঁর বিরুদ্ধে শহরে 'বহিরাগত' তকমা দিয়ে পোস্টার পড়ল। যা নিয়ে বর্তমানে গেরুয়া শিবিরের অন্দরে অস্বস্তি বাড়লেও, প্রকাশ্যে একে তৃণমূলের 'ষড়যন্ত্র' বলেই তোপ দেগেছে বিজেপি নেতৃত্ব।

বৃহস্পতিবার সকালে শহরের রেলগুমটি সংলগ্ন এলাকায় একটি পোস্টার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। যেখানে স্পষ্ট লেখা ছিল- 'যাকে খুশি তাকে দিন, বহিরাগতকে বাদ দিন। প্রচারে- কোচবিহারে অবহেলিত বিজেপি কার্যকর্তারা।' রথীন্দ্রনাথের পৈতৃক বাড়ি কোচবিহারের দেবীবাড়িতে হলেও তিনি দীর্ঘদিন শিলিগুড়িতেই থাকেন। আর এই ইস্যুকেই হাতিয়ার করে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন দলের একাংশ, এমনটাই ধারণা রাজনৈতিক মহলের। যদিও বিজেপির জেলা নেতৃত্বের সাফ কথা, এটা স্রেফ তৃণমূলের কারসাজি।

রথীন্দ্রনাথ নিজে অবশ্য ওই পোস্টারকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। তিনি পালটা আক্রমণ শানিয়ে বলেন, 'তৃণমূল চোর-গুন্ডাদের দল। তারা বুঝে গিয়েছে কোনওভাবেই বিজেপির সঙ্গে পেরে উঠবে না। তাই নিজেরাই ওই পোস্টার তৈরি করে টাঙিয়ে রেখেছে। তাদের এই বোকা কারসাজি মানুষ ধরে ফেলেছে।' একই সুর শোনা গিয়েছে বিদায়ি বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে-র গলায়। এদিন রথীন্দ্রনাথকে পাশে নিয়ে মদনমোহন মন্দিরে পুজো দেন তিনি। নিখিলের দাবি, 'যাঁরা এই পোস্টার দিয়েছেন তাঁরা জানেনই না যে, রথীন্দ্রনাথ কোচবিহারে পড়াশোনা করেছেন, এখানেই বড় হয়েছেন। তাঁর পরিবারও এখানে রয়েছে। কারও যদি কোচবিহার ও শিলিগুড়ি দুই জায়গায় বাড়ি থাকে তার মানে সে বহিরাগত নয়। আসলে তৃণমূল এখন ভয় পেয়ে গিয়েছে, তাই বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।'

এদিকে, বিজেপির এই অস্বস্তিকে কাজে লাগিয়ে ময়দানে নেমেছেন কোচবিহার দক্ষিণের তৃণমূল প্রার্থী অভিজিৎ দে ভৌমিক। তাঁর খোঁচা, 'বিজেপি যার নাম ঘোষণা করেছে তিনি কলকাতায় থাকেন, শিলিগুড়ির ভোটার। ওঁকে প্রার্থী করায় বিজেপির অনেকেই আঘাত পেয়েছেন। গতবার নিখিলরঞ্জন দে প্রার্থী ছিলেন, তিনি দাঁড়ালে লড়াই কঠিন হত। এখন লড়াই অনেক সহজ হয়ে গেল।'

রথীন্দ্রনাথ আদতে কোচবিহারের ভূমিপুত্র হলেও বর্তমানে তিনি শিলিগুড়ির ভোটার এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। অন্যদিকে, তৃণমূলের বিরুদ্ধে পোস্টার মারার অভিযোগ থাকলেও তার সপক্ষে কোনও সরাসরি প্রমাণ মেলেনি। তবে প্রার্থী বদল নিয়ে বিজেপির অন্দরে যে চাপা অসন্তোষ রয়েছে, তা রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায়। এখন দেখার বিষয় রথীন্দ্রনাথ নিজেকে 'ভূমিপুত্র' পরিচয় দিয়ে সাধারণ মানুষের মন জয় করতে কতটা সফল হন।

পুরসভা জয়গাঁ

প্রথম পাতার পর

তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'স্বাধীনতার এত বছর পর কেন লাইনে দাঁড়িয়ে আমাদের ভারতীয় হওয়ার প্রমাণ দিতে হবে?' উইলসনের বিরুদ্ধে বেআইনি কাজে জড়িত থাকার অভিযোগে বিতর্ক রয়েছে। এছাড়া উইলসন বরাবরই দলবদলু। ২০১১ সালে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সমর্থনে নির্দল প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জিতে কালচিনির বিধায়ক হন উইলসন। এরপর তৃণমূলে যোগ দিয়ে ২০১৬ সালে তৃণমূলের টিকিটে জিতে কালচিনির বিধায়ক হন। ২০২১ সালে টিকিট না পেয়ে বিজেপিতে যোগ দেন। বিজেপিতে বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি। এবার ভোটের মুখে ফের তৃণমূলে যোগ দিলেন কালচিনির বিতর্কিত নেতা। কোন 'শর্তে' তৃণমূলে গেলেন উইলসন তা নিয়েই জল্পনা জেলায়। বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গার মন্তব্য, 'উইলসনের কি অসুবিধা হচ্ছে আগে জানলে কথা বলতাম। তিনি কেন তৃণমূলে গেলেন জানি না।' সব মিলিয়ে জয়গাঁকে পুরসভা করার প্রতিশ্রুতি এবং উইলসনকে ঘরে ফিরিয়ে আলিপুরদুয়ারে বিজেপির গড়ে বড়সড়ো ফাটল ধরালেন অভিষেক, এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

মুখোশে ঢাকা পড়ে

প্রথম পাতার পর

খাগাইল টঙ্কনাথ হাইস্কুলের পাশে বিবর্ণ একটি ভবন দেখিয়ে বললেন, 'এটা আমাদের লোকসংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র। বাম আমলে তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। এরপর ২৪ বছর কেটে গেল। কাজ শেষ করার জন্য কেউ টাকা বরাদ্দ করেনি। জানেন, আমাদের কোনও মঞ্চ নেই?'

বসন্তের শেষ এই সময়টায় যেমন গরম পড়ার কথা, গত কয়েকদিনের বৃষ্টি আর মেঘলা আকাশের দরুন, তাপমাত্রা ততটাও চড়েনি। এসবের মধ্যে ভোটের উত্তাপ যতটা না চড়েছে, তার থেকেও বেশি চড়েছে এসআইআর-এর তাপ। কুশমণ্ডি ও গঙ্গারামপুর ব্লকের ১১টা গ্রাম পঞ্চায়েত মিলে এই কুশমণ্ডি বিধানসভা। এই বিধানসভা কেন্দ্রে ইতিমধ্যে ছয়শো নাম বাদ পড়েছে। এখন পর্যন্ত ১৯ হাজার ভোটারের ভাগ্য ঝুলে আছে বিচারাধীন হিসেবে। নির্বাচন কমিশন বলছে, ট্রাইবিউনালের দরজা খোলা। গ্রামগুলোতে কান পাতলে ভোটের আলোচনার চেয়ে এখন ভোট হারানোর আলোচনা বেশি। আর এসবকিছু যে শাসকদলের উৎকণ্ঠা বাড়িয়েছে, সেকথা বলাই বাহুল্য।

দুই সপ্তাহ আগে ঘূর্ণিঝড়ে বহু মানুষের বাড়ির চাল উড়ে গিয়েছে। গম, ভুট্টা, আর লংকা যাঁরা চাষ করেছিলেন, সেই কৃষকদের ক্ষত এখনও শুকোয়নি। বেতাহার গ্রামের মানিকুল বলছিলেন, 'দুর্যোগে দুই বিঘা জমির গম নষ্ট হয়েছে। শস্যবিমার ক্ষতিপূরণ পাইনি। তারপর মঙ্গলবার শুনলাম আমাদের চার ভাইয়ের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ চলে গেল।' কথা শেষ করতে পারেন না, ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলেন মানিকুল। পিঠ চাপড়ে সান্ত্বনা দেন প্রতিবেশী মাহাতাব।

কুশমণ্ডি বিধানসভার পূর্বদিকে পুনর্ভবা আর পশ্চিমে মরা শ্রীমতী নদী। মাঝে মৃতপ্রায় নোনাখারি, মান নদী, তুলাই নদী, বালিয়াখারি আর টাঙন নদী। নদীমাতৃক কুশমণ্ডির এখন জলের খোঁজে চাতকের দশা। টাঙন নদী নাকি কুশমণ্ডির লাইফলাইন! সেই নদীর দুই পাড়ে হাজার হাজার একর জমিতে সেচ দপ্তরের পাইপলাইন পাতা আছে। নদীতে জল থাকে না বলে মানুষ নিজের টাকায় সাবমার্সিবল পাম্প বসিয়ে কৃষিকাজ করেন। তা বলে কি টাঙন কিছুই দেয় না? দেয় তো। সেই নদীর ১২টি ঘাট থেকে কয়েকশো ট্র্যাক্টরে চাপিয়ে বালি পাচার চলছেই। সেই চোরাই বালি দিয়ে ঘর বানিয়ে বাংলার বাড়ি প্রকল্পে এগিয়ে কুশমণ্ডি। জেলা প্রশাসনের প্রশংসায় আধিকারিকের মুখ যত উজ্জ্বল হয়েছে, তত বুক খালি হয়েছে টাঙনের।

এখানে তো বিধায়ক রেখা রায়কে দ্বিতীয়বার টিকিট দিয়েছে তৃণমূল। গত পাঁচ বছরে দলের ভেতরে কোন্দলের সব কাঁটা তুলতে পারেননি রেখা। তৃণমূলের এক সময়কার জেলা স্তরের নেতা, বর্তমানে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রীতেশ জোয়ারদারই তো বলছিলেন, 'আমাকে দল কোনও দায়িত্ব দেয়নি।' একাধিক তৃণমূল নেতা বসে গিয়েছেন। মিটিংয়ে ডাক পান না অনেকে। রেখার বাড়ি যেখানে, সেই দেউল পঞ্চায়েত ও লাগোয়া আকচা পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে। বাকি পঞ্চায়েতগুলিতেও বিজেপি প্রভাব বিস্তার করছে। এসআইআর থেকে নাম বাদ যাওয়ার সংখ্যাটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বলতে পারার উপায় নেই। এত কাঁটা সরিয়ে, উন্নয়নের পাঁচালি শুনিয়ে ভোটারদের মন কতটা জয় করবেন রেখা? দুশ্চিন্তায় তৃণমূলের নীচুতলার কর্মীরাও। গত বিধানসভা নির্বাচনে দশ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছিলেন রেখা। সম পরিমাণ ভোট বাদ চলে যাওয়ার আশঙ্কা মনে করিয়ে দিচ্ছেন তৃণমূলের কর্মীরাই।

এদিকে, দুইবারের প্রার্থী রঞ্জিত রায়কে সরিয়ে বিজেপি এবার তাপস রায়কে প্রার্থী করেছে। সেই তাপসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন বিজেপির জেলা সম্পাদক অলোক চৌহান। দুই ফুলের এই একটা বিষয়ে খুব মিল, গোষ্ঠীকোন্দল। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জেরবার তাপস। বিক্ষুব্ধ বিজেপিরা আবার নির্দল প্রার্থী দেওয়ার জন্য তৈরি। দলের ভেতরে দ্বন্দ্ব এবং বাইরে এসআইআর নিয়ে তৃণমূলের কড়া প্রচার- এসব কাঁটা সরিয়ে কত বড় পদ্ম বাগান বানাবেন তাপস?

২০১৬ সাল পর্যন্ত এই কেন্দ্র ছিল আরএসপি'র দখলে। বিধায়ক নর্মদা রায়ের প্রভাব ছিল ব্যাপক। এবার তাঁর ছেলে জ্যোতির্ময় রায় প্রার্থী। এখন কুশমণ্ডিতে বামেদের সমর্থকরা টিমটিম করছেন। ভক্তিপুর গ্রামের ফাইনাল বর্মনের সংশয়াকুল প্রশ্ন, 'তৃণমূল-বিজেপির লড়াই হবে। এমএলএ'র ব্যাটা লড়াই করতে পারবে ওদের সঙ্গে?' কুশমণ্ডি বিধানসভার মধ্যে পড়ে গঙ্গারামপুর ব্লকের খানিকটা। জাহাঙ্গিরপুর, সুকদেবপুর ও বেলবাড়ি- তিনটে পঞ্চায়েতের ধার ঘেঁষে বয়ে গিয়েছে পুনর্ভবা। লাল থেকে নীল-সাদা, কোন আমলে রাজনৈতিক সংঘর্ষে কত রক্ত ঝরেছে এলাকায়, মনে রেখেছে সেই পুনর্ভবা। বহুদিনের স্মৃতি ও বঞ্চনার ক্ষোভ ধুয়ে ফেলবে, বহতা জলের আর তত ক্ষমতা কোথায়?

বিজেপির ক্ষতিই করে দিচ্ছে কমিশন

প্রথম পাতার পর

যে কমিশন নির্বাচনের সময় রাজ্য সরকারের থেকেও ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে, সেই কমিশন কীভাবে তাদের চিঠিতে বিজেপির লোগো দেওয়া স্ট্যাম্প দিয়ে ছেড়ে দেয়? এত অযোগ্য, এত অকর্মণ্য অফিসার রয়েছেন এত গুরুত্বপূর্ণ কমিশনে!

এমনিতে অতি দ্রুত রাজ্যপাল বদল থেকে শুরু করে গণ অফিসার বদল, প্রত্যেকটি ঘটনাই বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছে বাংলা দখলে বিজেপির নয়াদিল্লির নেতাদের আর কোনও চক্ষুলজ্জা নেই। নিয়ম ভেঙে যা খুশি তাই করতে পারে সরাসরি। এতে যে পদ্মফুলের প্রতি সহানুভূতিশীল লোকদেরও মত বদল হয়ে যেতে পারে, এটা এঁদের ধারণাতে নেই। এ সব করে রাজ্য বিজেপির ক্ষতিই করছে কেন্দ্র নেতৃত্ব। যেমন রাজ্য বিজেপির ক্ষতিই করছে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনও। রাজ্য নেতারা সব যেন দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন কমিশনের ওপর। তারাই যেন আগে স্লোগান তুলবে, ওঁ মণিপদ্মে হুঁ।

বিজেপির রাজ্য নেতারা ছাড়াছাড়াভাবে একে একে নিজস্ব কেন্দ্র নিয়ে পড়ে আছেন। কেউ নন্দীগ্রাম, ভবানীপুর, খড়্গপুর, বালুরঘাটে। এবং তারপর নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে আরও স্পষ্ট করে দিচ্ছেন, তাঁদের ব্রহ্মাস্ত্র হল কমিশনের কর্তারা।

স্বাধীন বলে পরিচিত নির্বাচন কমিশন এখন যেন এক অতি উৎসাহী 'ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট' সংস্থা। আরও স্পষ্ট করে বললে আসলে বিজেপি আইটি সেলের অংশ। চেন্নাই থেকে কেরল, অসম থেকে বাংলা, তাদের মূল কাজই বিজেপির প্রচারের পথ মসৃণ রাখা। শুধু বাংলার বিরোধী পার্টিগুলো এ কথা বলছে না। চেন্নাইয়ে ডিএমকে বলছে, কেরলে কংগ্রেস-সিপিএম বলছে, অসমে কংগ্রেস বলছে।

কেরলে বিজেপি-সিপিএমের 'বন্ধুত্ব' দেখে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট খাড়গে তাদের জোটের নাম দিয়েছেন কমিউনিস্ট বিজেপি পার্টি। তবু সিপিএমও প্রশ্ন তুলছে কমিশনকে নিয়ে। বলা হচ্ছে, গণতন্ত্রের এই পাহারাদাররা এখন স্রেফ একজনের নির্দেশেই ওঠবোস করছেন। বুঝলাম না, অসমে এনআরসি হলেও এসআইআর হতে অসুবিধে কী ছিল। ছাঁকনিটা যে আরও ভালো হত তা হলে। লোকের সামগ্রিক ধারণাই হয়ে গিয়েছে, ওখানে বিজেপি সরকার আছে বলে এসআইআর হল না।

যেমন ধারণা হয়ে গিয়েছে, কমিশনের চোখে রঙিন চশমা আঁটা থাকে। তাই ইজরায়েল বা অন্য কোনও বিদেশি প্রসঙ্গ টেনে যখন সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়ানো হয়, তখন তারা হঠাৎই অন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বিরোধীরা টুঁ শব্দ করলেই কমিশনের খাঁড়া নেমে আসে। নিয়মগুলো স্রেফ একপাক্ষিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইদানীং তো নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের পদ্ধতিই বদলে ফেলা হয়েছে। পাহারাদার তো আর নিজের পছন্দের লোককে রাখা ছাড়া গতি নেই। অতীতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বাছতেন চারজন। প্রধানমন্ত্রী, এক ক্যাবিনেট মন্ত্রী, বিরোধী নেতা এবং প্রধান বিচারপতি। আগে তবু ২-২ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। গতবছর নতুন বিল এনে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে। এবার তো স্কোর ২-১ হওয়া অবধারিত! কেন্দ্র, আরও সংক্ষেপে মোদি-শা, ইচ্ছে করলে কোনও অজ্ঞানকুমারকেও প্রধান নির্বাচন কমিশনার করে দিতে পারেন।

এখনকার প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশকুমার এই পদে আসার আগে কী করেছেন, তা লিখলে বোঝা যাবে পদ্ম শিবিরের কতটা আস্থাভাজন তিনি। জম্মু-কাশ্মীরে বিশেষ স্ট্যাটাস লোপ করার ব্যাপারে নতুন অ্যাক্টের খসড়া বানানোর অন্যতম হোতা তিনি। পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে গিয়ে অযোধ্যায় রাম জন্মভূমি ট্রাস্ট তৈরির প্রধান আমলা ছিলেন এই জ্ঞানেশ। গত বছর দেশজুড়ে বেশ কিছু নির্বাচনে তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপিকে সহযোগিতার অভিযোগ ছিল বিরোধীদের। রাহুল গান্ধি তো ধরে ধরে ভোট চুরির অভিযোগ করেছিলেন। গত বছর ১৮ অগস্ট বিরোধীরা সংসদে তাঁর বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্টের প্রস্তাব আনার কথা ভেবেছিল।বাংলা থেকে তামিলনাড়ু— সব জায়গাতেই ভোটার তালিকায় অদ্ভুত 'কালা জাদু' দেখা যাচ্ছে। বিরোধী সমর্থকদের নাম স্রেফ গায়েব হয়ে যাচ্ছে। আবার কোথাও কোথাও রাতারাতি হাজার হাজার নতুন 'ভক্ত' ভোটার তালিকায় ঢুকে পড়ছে। জনবিন্যাস বদলানোর এই কারিকুরি কমিশন ছাড়া আর কার সাধ্য!

আবার লিখতে হচ্ছে, আসলে কমিশন আজ গণতন্ত্রের মন্দির নয়, বরং একটি নির্দিষ্ট দলের সদর দপ্তরের বর্ধিত অংশ। তাদের নিরপেক্ষতার বুলি এখন স্রেফ হাসির খোরাক। কানপুর আইআইটি, হার্ভার্ড ফেরত জ্ঞানেশকুমার সেই পদকে সম্মানের জায়গায় তুলে ধরতে পারেননি। যা টিএন শেষণ (১৯৯০-'৯৬), এমএস গিল (১৯৯৬-২০০১), জেএম লিংডো (২০০১-২০০৪), এন গোপালস্বামী (২০০৬-২০০৯)-রা যে উচ্চতায় নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। তারপরেই ঘোর শূন্যতা, শুধু শূন্যতা। ভোটাধিকার নিয়ে ছেলেখেলা।

মানুষের ভোটাধিকার নিয়ে এই অনর্থক ছেলেখেলা করার মাশুল হয়তো কোনও একদিন দিতে হবে। দিতেই হবে।

কলকাতা নাইট রাইডার্স

মেন্টরের দায়িত্বে এবারও ডোয়েন ব্রাভো। নেতৃত্বে আজিঙ্কা রাহানে। তাঁর নয়া ডেপুটি রিঙ্কু সিং। নতুন কোচের ভূমিকায় অভিষেক নায়ার। রাহানে-অভিষেকের নয়া পার্টনারশিপ কি নাইটদের চতুর্থ ট্রফি এনে দিতে পারবে?

নয়া শুরুর অপেক্ষা

অপেক্ষার আর দুইদিন। তারপরই এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে শুরু হয়ে যাবে আইপিএল। পরদিন ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু কলকাতা নাইট রাইডার্সের। জার্সিতে তারার সংখ্যা তিন থেকে চার করার নয়া চ্যালেঞ্জ। ইডেন গার্ডেন্সে শিবির শেষে মুম্বই পৌঁছে যাওয়া নাইটদের অন্দরে চোখ রাখলেন অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়।

২০২৫-এ অষ্টম

অধিনায়ক : আজিঙ্কা রাহানে

হেড কোচ : অভিষেক নায়ার
মেন্টর : ডোয়েন ব্রাভো
বোলিং কোচ : টিম সাউদি
ঘরের মাঠ : ইডেন গার্ডেন্স
প্রথম ম্যাচ : ২৯ মার্চ, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স
দামি ক্রিকেটার : ক্যামেরন গ্রিন (২৫.২৯ কোটি)

স্কোয়াড

রিটেইন

রিঙ্কু সিং (১৩ কোটি), সুনীল নারায়ণ (১২ কোটি), আজিঙ্কা রাহানে (১.৫ কোটি), বরুণ চক্রবর্তী (১২ কোটি), হর্ষিত রানা (৪ কোটি), রোভমান পাওয়েল (১.৫ কোটি), বৈভব অরোরা (১.৮ কোটি)।

নিলাম থেকে

ক্যামেরন গ্রিন (২৫.২০ কোটি), মাথিশা পাথিরানা (১৮ কোটি), তেজস্বী সিং দাহিয়া (৩ কোটি), ফিন অ্যালেন (২ কোটি), রাচিন রবীন্দ্র (২ কোটি), টিম সেইফার্ট (১.৫ কোটি), রাহুল ত্রিপাঠী (৭৫ লক্ষ), কার্তিক ত্যাগী (৩০ লক্ষ), প্রশান্ত সোলাঙ্কি (৩০ লক্ষ), দক্ষ কামরা (৩০ লক্ষ)।

শক্তি

গভীরতা : কেকেআরের এবারের দলের মূল শক্তি গভীরতা। সব বিভাগে বিকল্প ক্রিকেটারও রয়েছে। ওপেনিংয়ে অধিনায়ক রাহানের সঙ্গে ফিন অ্যালেনের জুটি জমে গেলে ২০২৪ সালের মতোই ছুটতে পারে কেকেআর। নয়া মেন্টর ব্রাভোর টি২০ ক্রিকেটে বিশাল অভিজ্ঞতাও নাইটদের বড় ভরসা। সঙ্গে দলের পাওয়ার হিটিং কোচের নয়া ভূমিকায় আন্দ্রে রাসেলের উপস্থিতিও নাইটদের এক্স ফ্যাক্টর হতে পারে।

অলরাউন্ডার : দলের নয়া শক্তির নাম ক্যামেরন গ্রিন। আবার তিনিই দুর্বলতাও। আন্দ্রে রাসেলের অবসরের পর গ্রিনকে তাঁর উত্তরসূরি ভাবা হচ্ছে। নিলামে ২৫.২০ কোটি টাকা দিয়ে গ্রিনকে নেওয়া হয়েছে। তিনি কি সত্যিই রাসেলের অভাবপূরণ করতে পারবেন? গ্রিন বরাবরই চোটপ্রবণ ক্রিকেটার। চোটমুক্ত হয়ে পুরো আইপিএলে গ্রিন খেলতে পারবেন তো? না পারলে নাইটদের শক্তিই দুর্বলতা হয়ে যাবে।

দুর্বলতা

বোলিং : নিলামের পর নাইট সংসারে বিস্তর বদল হয়েছিল। আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছিল, কেকেআরের ভারসাম্য দারুণ। সময়ের সঙ্গে তাল কেটেছে। বোলিং শক্তি হাসপাতালে পরিণত হয়েছিল। মুস্তাফিজুর রহমান বিতর্কের রেশ কাটার আগেই হর্ষিত রানা, আকাশ দীপরা চোটের কারণে আইপিএলের বাইরে। মাথিশা পাথিরানাও এখনও ফিট নন। ফলে দলের বোলিংয়ের বেহাল দশা। আকাশের বদলি সৌরভ দুবে ও হর্ষিতের বদলি নভদীপ সাইনিরা দলকে কতটা ভরসা দিতে পারবেন, কেউ জানে না। তাছাড়া বরুণ চক্রবর্তী ও সুনীল নারায়ণের রহস্য কতটা বহাল রয়েছে, তা নিয়েও সংশয় রয়েছে।

এক্স ফ্যাক্টর

নাইটদের এক্স ফ্যাক্টর নিশ্চিতভাবেই গ্রিন। সঙ্গে সুনীল নারায়ণও। মেন্টর ব্রাভোর দুর্দান্ত ক্রিকেট মস্তিষ্ক, নয়া কোচ অভিষেকের ম্যান ম্যানেজমেন্ট স্কিলও কেকেআরের এক্স ফ্যাক্টর হতে পারে। অধিনায়ক রাহানের দল পরিচালনার স্কিলও মহা গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। লাল বলের ক্রিকেটে রাহানে অধিনায়ক হিসেবে সফল হলেও সাদা বলের ক্রিকেটে তাঁর তেমন সাফল্য নেই। ছবিটা এবার বদলায় কিনা, সেটাই দেখার।

সেরা পারফরমেন্স : চ্যাম্পিয়ন (২০১২, ২০১৪ ও ২০২৪)
সর্বোচ্চ জয় : ১৪০ রান, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু, ২০০৮
সর্বোচ্চ স্কোর : ২৭২/৭, দিল্লি ক্যাপিটালস, ২০২৪
সর্বনিম্ন স্কোর : ৬৭, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, ২০০৮

সর্বাধিক রান : ৩০৩৫, গৌতম গম্ভীর
সর্বাধিক উইকেট : ২১০, সুনীল নারায়ণ
সেরা বোলিং : ১৫/৫, আন্দ্রে রাসেল, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, ২০২১

থিম সং : করব, লড়ব, জিতব রে

সম্ভাব্য একাদশ : আজিঙ্কা রাহানে, ফিন অ্যালেন, ক্যামেরন গ্রিন, অঙ্গকৃষ রঘুবংশী, রিঙ্কু সিং, সুনীল নারায়ণ, রামনদীপ সিং, তেজস্বী সিং দাহিয়া, ব্লেসিং মুজারাবানি, বৈভব অরোরা ও বরুণ চক্রবর্তী।

অজি টেস্ট পেল না ইডেন

ঘরের মাঠে বদলার সুযোগ ভারতের

মুম্বই, ২৬ মার্চ : ২০২৬-'২৭ মরশুমে ভারতের আন্তর্জাতিক হোম সিরিজের মেগা সূচি ঘোষণা করল বিসিসিআই। সেপ্টেম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজ দিয়ে এই ক্রিকেট-ক্যালেন্ডার শুরু হতে চলেছে। এরপর শ্রীলঙ্কা, জিম্বাবোয়ে সিরিজের পর, বছর ঘুরলেই জানুয়ারিতে মেগা ফোকাস- অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের হাইভোল্টেজ টেস্ট সিরিজ।

চারটি সিরিজ মিলিয়ে দেশের ১৭টি শহরে মোট ২২টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। তবে এই সূচিতে চরম হতাশ হতে পারেন বঙ্গ ক্রিকেটপ্রেমীরা। কারণ, গুয়াহাটি, আহমেদাবাদের মতো শহরগুলি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ টেস্ট ম্যাচ আয়োজনের সুযোগ পেলেও, ইডেন গার্ডেন্সের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে শুধুমাত্র জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে একটি একদিনের ম্যাচ! আগামী ৩ জানুয়ারি তিন ম্যাচের জিম্বাবোয়ে সিরিজের উদ্বোধনী ম্যাচটি হবে ক্রিকেটের নন্দনকাননে। সিরিজের বাকি দুটি ম্যাচ যথাক্রমে হায়দরাবাদ এবং মুম্বইয়ে।

আসন্ন ঘরোয়া মরশুমের মূল আকর্ষণই হল আগামী বছরের গোড়ায় বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি। পাঁচ ম্যাচের এই মর্যাদাপূর্ণ টেস্ট সিরিজে অংশ নিতে ভারতে পা রাখবেন প্যাট কামিন্সরা। গত অ্যাওয়ে সিরিজে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে ৩-১ ব্যবধানে টেস্ট হেরেছিল গৌতম গম্ভীরের প্রশিক্ষণাধীন ভারতীয় দল। এবার ঘরের মাঠে স্পিন-ফাঁদ তৈরি করে সেই হারের বদলা নেওয়ার পাশাপাশি ট্রফি পুনরুদ্ধারের সুবর্ণ সুযোগ রোহিত-বিরাটদের সামনে।

ভারত-অস্ট্রেলিয়া এই মেগা টেস্ট সিরিজের মহারণ শুরু হচ্ছে ২১ জানুয়ারি, নাগপুর থেকে। সিরিজের পঞ্চম তথা শেষ টেস্টটি শুরু হবে ২৭ ফেব্রুয়ারি, আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে। বাকি তিনটি টেস্ট যথাক্রমে চেন্নাই (২ ফেব্রুয়ারি শুরু), গুয়াহাটি (১৫ ফেব্রুয়ারি শুরু) এবং রাঁচিতে (২৩ ফেব্রুয়ারি শুরু)।

অন্যদিকে, সেপ্টেম্বরে ভারতের মাটিতে ৩টি ওডিআই এবং ৫টি টি২০ ম্যাচের দীর্ঘ সিরিজ খেলবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া ওডিআই সিরিজের তিনটি ম্যাচ যথাক্রমে তিরুবনন্তপুরম, গুয়াহাটি এবং নিউ চণ্ডীগড়ে অনুষ্ঠিত হবে। এরপর টি২০ সিরিজের ম্যাচগুলি লখনউ (৬ অক্টোবর), রাঁচি (৯ অক্টোবর), ইন্দোর (১১ অক্টোবর), হায়দরাবাদ (১৪ অক্টোবর) এবং বেঙ্গালুরুতে (১৭ অক্টোবর) হবে।

ক্যারিবিয়ানরা দেশ ছাড়তে না ছাড়তেই ডিসেম্বরে ভারতে আসবে শ্রীলঙ্কা। তারা তিনটি করে ওডিআই (১৩ ডিসেম্বর শুরু) এবং টি২০ (২২ ডিসেম্বর শুরু) ম্যাচ খেলবে। এরপর জানুয়ারির শুরুতে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে সিরিজ। অস্ট্রেলিয়া বা ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো হেভিওয়েট সিরিজের কোনও ম্যাচ না পেলেও, অন্তত ৩ জানুয়ারির জিম্বাবোয়ে ম্যাচ দিয়েই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের স্বাদ মেটাতে হবে ইডেনকে।

ঘরের মাঠে ভারতের ক্রীড়াসূচি

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ

তারিখ	ম্যাচ	সময়	স্থান
২৭ সেপ্টেম্বর	প্রথম ওডিআই	দুপুর ২টা	তিরুবনন্তপুরম
৩০ সেপ্টেম্বর	দ্বিতীয় ওডিআই	দুপুর ২টা	গুয়াহাটি
৩ অক্টোবর	তৃতীয় ওডিআই	দুপুর ২টা	নিউ চণ্ডীগড়
৬ অক্টোবর	প্রথম টি২০	সন্ধ্যা ৭টা	লখনউ
৯ অক্টোবর	দ্বিতীয় টি২০	সন্ধ্যা ৭টা	রাঁচি
১১ অক্টোবর	তৃতীয় টি২০	সন্ধ্যা ৭টা	ইন্দোর
১৪ অক্টোবর	চতুর্থ টি২০	সন্ধ্যা ৭টা	হায়দরাবাদ
১৭ অক্টোবর	পঞ্চম টি২০	সন্ধ্যা ৭টা	বেঙ্গালুরু

শ্রীলঙ্কা সিরিজ

তারিখ	ম্যাচ	সময়	স্থান
১৩ ডিসেম্বর	প্রথম ওডিআই	দুপুর ২টা	নয়াদিল্লি
১৬ ডিসেম্বর	দ্বিতীয় ওডিআই	দুপুর ২টা	বেঙ্গালুরু
১৯ ডিসেম্বর	তৃতীয় ওডিআই	দুপুর ২টা	আহমেদাবাদ
২২ ডিসেম্বর	প্রথম টি২০	সন্ধ্যা ৭টা	রাজকোট
২৪ ডিসেম্বর	দ্বিতীয় টি২০	সন্ধ্যা ৭টা	কটক
২৭ ডিসেম্বর	তৃতীয় টি২০	সন্ধ্যা ৭টা	পুনে

জিম্বাবোয়ে সিরিজ

তারিখ	ম্যাচ	সময়	স্থান
৩ জানুয়ারি	প্রথম ওডিআই	দুপুর ২টা	কলকাতা
৬ জানুয়ারি	দ্বিতীয় ওডিআই	দুপুর ২টা	হায়দরাবাদ
৯ জানুয়ারি	তৃতীয় ওডিআই	দুপুর ২টা	মুম্বই

অস্ট্রেলিয়া সিরিজ

তারিখ	ম্যাচ	সময়	স্থান
২১ জানুয়ারি	প্রথম টেস্ট	সকাল ৯.৩০ মিনিট	নাগপুর
২৯ জানুয়ারি	দ্বিতীয় টেস্ট	সকাল ৯.৩০ মিনিট	চেন্নাই
১১ ফেব্রুয়ারি	তৃতীয় টেস্ট	সকাল ৯টা	গুয়াহাটি
১৯ ফেব্রুয়ারি	চতুর্থ টেস্ট	সকাল ৯.৩০ মিনিট	রাঁচি
২৭ ফেব্রুয়ারি	পঞ্চম টেস্ট	সকাল ৯.৩০ মিনিট	আহমেদাবাদ

বিরাট-ঝড়ের পূর্বাভাস, প্রস্তুত নয় চিন্নাস্বামী

বেঙ্গালুরু, ২৬ মার্চ : রেকর্ড ১৬ হাজার ৭২৫ কোটি টাকায় দলের মালিকানা বদল! রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর এই মেগা 'ডিল' ক্রিকেট বিশ্বকে রীতিমতো চমকে দিয়েছে। বাইশ গজে এর প্রভাব কতটা পড়বে, তা তো সময় বলবে। তবে রজত পাতিদারের নেতৃত্বাধীন দলের আপাতত পুরো ফোকাস মাঠের ক্রিকেটে। আইপিএল চ্যাম্পিয়নের খেতাব ধরে রাখতে ঘাম ঝরাচ্ছেন তাঁরা। আর এই লক্ষ্যপূরণে এবারও দলের সবচেয়ে বড় ভরসা সেই বিরাট কোহলি।

প্রথম আন্তঃদলীয় প্রস্তুতি ম্যাচে ১২ বলে ২৯ রান করে আগ্রাসী মেজাজের ঝলক দেখিয়েছিলেন। আর দ্বিতীয় ম্যাচে তো রীতিমতো 'বিরাট-শো'! ২৩৬ স্ট্রাইক রেটে মাত্র ১৯ বলে ৪৫ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেললেন তিনি। টুর্নামেন্ট শুরুর ঠিক আগে বিরাটের এই আগুনে ফর্ম আরসিবি শিবিরকে আরও চনমনে করে তুলেছে। দলের মেন্টর দীনেশ কার্তিকের কথাতেও সেই স্বস্তির সুর। তিনি বলেছেন, 'দারুণ একটা ম্যাচ গেল। এদিনের ইনিংস বিরাটের ক্লাসটা ফের বুঝিয়ে দিল। ও দুর্দান্ত সব শট খেলেছে। প্রতি বছর ও নতুন পরিকল্পনা নিয়ে হাজির হয়। এবারও বিরাটের ব্যাটে তেমনই কিছু চমক দেখা যাবে।'

শনিবার আরসিবি-র ঘরের মাঠেই ১৯তম আইপিএলের মেগা উদ্বোধন। প্রতিপক্ষ ঈশান কিষানের নেতৃত্বাধীন সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। ইতিমধ্যেই তারা সদলবলে বেঙ্গালুরুতে পা রেখে তুলির শেষ টান দিতে শুরু করেছে। তবে চোটের কারণে সানরাইজার্সের নিয়মিত অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের শুরুর কয়েকটি ম্যাচ খেলার সম্ভাবনা প্রায় নেই। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার ফিটনেস ছাড়পত্র নিয়ে কবে তিনি মাঠে ফিরবেন, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। এদিনের অনুশীলনে কামিন্স মাঠে থাকলেও, বোলিং-ব্যাটিংয়ের বদলে নিজেকে শুধুমাত্র ক্যাচিং এবং হালকা শারীরিক কসরতেই আটকে রাখেন।

উদ্বোধনী ম্যাচ ঘিরে দুই শিবিরের এই জোরদার প্রস্তুতির মাঝেই সবচেয়ে বড় প্রশ্নচিহ্নের মুখে খোদ ম্যাচের ভেন্যু, এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম! দীর্ঘ আইনি টালবাহানার পর ম্যাচ আয়োজনের ছাড়পত্র মেলায় অন্যান্য কেন্দ্রের তুলনায় এখানকার প্রস্তুতিতে অনেক কম সময় পাওয়া গিয়েছে। খবর, শনিবার উদ্বোধনী ম্যাচের আগে স্টেডিয়ামকে প্রস্তুত করতে রীতিমতো যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চলছে। দিনরাত এক করে খাটছেন শ্রমিকরা। কাজের প্রবল চাপে গত চারদিন অনেক শ্রমিক চোখের পাতাই এক করতে পারেননি! মাঠ এবং গ্যালারি প্রস্তুত হলেও, স্টেডিয়াম চত্বরে এবং প্রবেশদ্বারের মুখে এখনও কনস্ট্রাকশনের সরঞ্জামের স্তূপ পড়ে রয়েছে।

এদিকে, গত বছর ৪ জুন আরসিবি-র বিজয়োৎসবে চিন্নাস্বামীর বাইরে হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হয়ে ১১ জন সমর্থকের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা স্মরণে রেখে এবার আইপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিসিআই। তবে ৩১ মে-র সমাপ্তি অনুষ্ঠানে কোনও কাটছাঁট হচ্ছে না।

আরসিবি-র অনুশীলনে বিরাট কোহলি। বৃহস্পতিবার।

মালিয়ার রক্তে এখনও আরসিবি

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ : তাঁর হাত ধরেই ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে পথচলা শুরু হয়েছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর। দীর্ঘদিন দলের দায়িত্ব সামলানোর পর, পরে পুত্রের হাতে সেই ব্যাটন তুলে দেন তিনি। আর্থিক দুর্নীতির দায়ে বর্তমানে ভারতীয় আইনের চোখে তিনি 'পলাতক'। দেশ ছাড়লেও, আরসিবির সঙ্গে তাঁর নাড়ির টান যে আজও অটুট, তা আরও একবার বুঝিয়ে দিলেন ভারতের প্রাক্তন 'লিকার ব্যারন' বিজয় মালিয়া। আরসিবি-র মালিকানা হাতবদলের খবর প্রকাশ্যে আসতেই তাঁর আবেগঘন দাবি, আরসিবি তাঁর রক্তে মিশে আছে, এবং চিরকাল থাকবে। গতকালের ডিলের পর, সোশ্যাল মিডিয়া এক্সে ফ্র্যাঞ্চাইজির নতুন মালিকদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি। মালিয়া লেখেন, 'আরসিবি-র নতুন কর্ণধারদের হৃদয় থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং তাঁদের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি। ২০০৮ সালের প্রথম আইপিএলে যখন ৪৫০ কোটি টাকায় এই ফ্র্যাঞ্চাইজি কিনেছিলাম, অনেকেই আমাকে নিয়ে হেসেছিলেন। এত টাকা বিনিয়োগ করায় আমাকে তীব্র বিদ্রুপ শুনতে হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই দলটাকে একটা গ্লোবাল ব্র্যান্ড হিসেবে গড়ে তুলেছিলাম আমরা।'

স্মৃতিচারণ করে তিনি আরও লিখেছেন, 'সেদিন আমার সেই ৪৫০ কোটির বিনিয়োগ আজ বাড়তে বাড়তে ১৬,৬০০ কোটির বিরাট অঙ্কে পৌঁছে গিয়েছে। এই মূল্যায়ন দেখে সত্যিই খুব ভালো লাগছে। সেদিনের সেই তরুণ বিরাট কোহলিও আজ নিজের যোগ্যতায় বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম সেরা ব্র্যান্ড। আরসিবি বরাবরই আমার ডিএনএ-র মধ্যে ছিল, আর চিরকাল থাকবে।'

ভবিষ্যতের দল গড়তে ভরসা আইপিএলই

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ : সম্প্রতি শেষ হয়েছে টি২০ বিশ্বকাপ। বিশ্বজয়ের আনন্দে মেতেছে ভারত। দুই বছর পরেই ফের বসবে ক্রিকেটের এই মহাযুদ্ধ। কিন্তু তার আগে শুরু হয়ে গিয়েছে পরবর্তী বিশ্বকাপের ব্লু-প্রিন্ট তৈরির কাজ। আর সেই লক্ষ্যেই আসন্ন আইপিএলকে কার্যত 'ল্যাবরেটরি' বা পরীক্ষাগার হিসেবে ব্যবহার করতে চলেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি এবং বিভিন্ন দেশের জাতীয় দল। সদ্য সমাপ্ত বিশ্বকাপ থেকে পাওয়া শিক্ষা কাজে লাগিয়েই এবার আইপিএলের মঞ্চে নিজেদের ভবিষ্যৎ স্ট্র্যাটেজি এবং নতুন কম্বিনেশন ঝালিয়ে নিতে মরিয়া সব দল।

বিশ্বকাপে চরম ব্যর্থতার পর গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিতে হয়েছিল অস্ট্রেলিয়াকে। টি২০-তে নিজেদের খেলার ধরন এবং অতি-আক্রমণাত্মক মানসিকতা নিয়ে তাই এখন বড়সড়ো প্রশ্নের মুখে অজিরা। এই পরিস্থিতিতে অস্ট্রেলিয়ার তারকাদের জন্য আইপিএল হতে চলেছে নিজেদের খেলার ধরন বদলানোর সেরা মঞ্চ। অন্যদিকে, ইংল্যান্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মতো শক্তিশালী দলগুলোও বুঝতে চাইছে, আধুনিক টি২০-তে টিকে থাকতে হলে তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক কী হওয়া উচিত। আর সেই উত্তরের খোঁজও মিলবে ভারতের এই কোটিপতি লিগেই।

ভারত সদ্য টি২০ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হলেও, আত্মতুষ্টির জায়গা নেই। সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বে আগামী বিশ্বকাপের আগে দলে কী কী আপগ্রেড প্রয়োজন, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে ম্যানেজমেন্ট। আইপিএল পারফরম্যান্সের ওপর ভিত্তি করেই আগামী দিনের তারকাদের বাছা হবে। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের কোন তরুণরা জাতীয় দলে ঢোকার যোগ্যতা রাখেন, তা এই টুর্নামেন্টেই স্পষ্ট হয়ে যাবে।

বিশ্বকাপ শিখিয়েছে, শুধু পাওয়ার-হিটিং নয়, কন্ডিশন বুঝে স্পিনারদের ব্যবহার এবং ডেথ ওভারের বোলিংই আসল ফারাক গড়ে দেয়। ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোও সেই ফর্মুলাতেই জোর দিচ্ছে। একদিকে আইপিএলের ট্রফি জেতার তীব্র লড়াই, অন্যদিকে ভবিষ্যতের দল গড়ার অঙ্ক-সব মিলিয়ে এবারের আইপিএল শুধু ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ নয়, আন্তর্জাতিক টি২০-র রূপরেখা তৈরির নিখুঁত মঞ্চ। জাতীয় দলের নির্বাচক থেকে শুরু করে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের কড়া নজর থাকবে টুর্নামেন্টের প্রতিটি ম্যাচের দিকে।

পৃথ্বীর জাতীয় দলে ফেরার লড়াই

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ : ধূমকেতুর মতো উত্থান, আবার আলেয়ার মতোই হারিয়ে যাওয়া! অভিষেক টেস্টেই শতরান হাঁকিয়েছিলেন। অথচ গত পাঁচ বছর ধরে জাতীয় দলের দরজা তাঁর জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ। গত আইপিএলে তো কোনও দলই তাঁকে কেনেনি। সেই অন্ধকার সময় কাটিয়ে উঠে আসন্ন মেগা লিগকে টিম ইন্ডিয়ায় ফেরার আসল মঞ্চ হিসেবে দেখছেন পৃথ্বী শ।

গত নিলামে মাত্র ৭৫ লক্ষ টাকায় তাঁকে দলে ফিরিয়েছে পুরোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি দিল্লি ক্যাপিটালস। এই সুযোগ হাতছাড়া করতে নারাজ পৃথ্বী। তাঁর স্পষ্ট কথা, 'দিল্লির সঙ্গে অনেক সুখস্মৃতি থাকলেও, তা এখন অতীত। আমি ভারতীয় দলে ফিরতে চাই। আগে যা খাটতাম, এখন তিনগুণ বেশি পরিশ্রম করছি। জাতীয় দলে ফিরতে হলে ১০০ নয়, ২০০ ভাগ উজাড় করে দিতে হবে।'

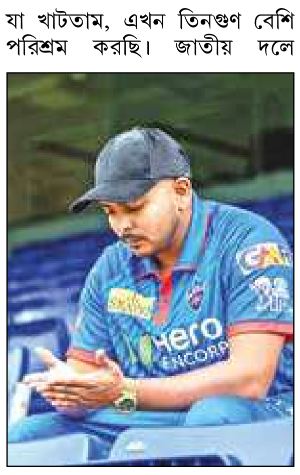

নতুন শুরুর অপেক্ষায় পৃথ্বী শ।

সম্প্রতি তাঁর জীবনেও এসেছে বড় বদল। পুরোনো দল মুম্বই ছেড়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে মহারাষ্ট্রের হয়ে মাঠে নামছেন তিনি। নতুন জার্সিতে গত রনজি খেলেছেন ২২২ রানের বিস্ফোরক ইনিংস। সদ্য বাগদানও সেরেছেন। লেডি-লাককে সঙ্গী করেই কেরিয়ারের মোড় ঘোরাতে চান ডানহাতি এই মারকুটে ওপেনার। দিল্লিতে লোকেশ রাহুলের সঙ্গে তিনি ওপেন করার সুযোগ পাবেন কি না, তা এখনও অনিশ্চিত। তবে সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে রাজি পৃথ্বী। তাঁর মতে, কে খেলছে তার চেয়ে দলের জয়টাই এখন আসল।

গোয়েঙ্কাকে তোপ ললিত মোদির

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ : আইপিএলের বর্তমান আকাশচুম্বী সাফল্যের জন্য সম্প্রতি জয় শা-কে কৃতিত্ব দিয়েছিলেন লখনউ সুপার জায়েন্টসের কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। রাজস্থান রয়্যালস এবং রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর মালিকানা বদলের পরই তাঁর দাবি ছিল, কোটিপতি লিগ আজ যে অবিশ্বাস্য জায়গায় পৌঁছেছে, তার আসল কারিগর বর্তমান আইসিসি সভাপতি। আর গোয়েঙ্কার এই মন্তব্য একেবারেই হজম করতে পারেননি আইপিএল-কে দিনের আলো দেখানোর মূল রূপকার ললিত মোদি!

২০০৮ সালে তাঁর সক্রিয় মস্তিষ্কপ্রসূত উদ্যোগেই শুরু হয়েছিল এই মেগা লিগ। আইপিএল-কে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরা প্রাক্তন এই কমিশনার গোয়েঙ্কাকে রীতিমতো তুলোধোনা করেছেন। আর্থিক দুর্নীতির দায়ে বর্তমানে দেশছাড়া ললিত সোশ্যাল মিডিয়ায় কড়া খোঁচা মেরে লিখেছেন, 'লোকটার নির্ঘাত স্মৃতিভ্রম হয়েছে! ও ভুলেই গিয়েছে কে এই আইপিএলের মডেলের আসল স্রষ্টা। তবে এতে আমার কিছু যায় আসে না। সঞ্জীব গোয়েঙ্কার একটা টুইট কখনোই আইপিএলের ইতিহাস বদলে দিতে পারবে না।'

ট্রফি ছাড়া সন্তুষ্ট নন সঞ্জীব

ফুরফুরে মেজাজে ঋষভ পন্থ।

লখনউ, ২৬ মার্চ : শুধু প্লে-অফ নয়, এবার আইপিএল ট্রফিটাই চাই লখনউ সুপার জায়েন্টসের! আসন্ন মরশুম শুরুর আগে এমনই স্পষ্ট বার্তা দিলেন ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। ২০২২ সালে পথচলা শুরুর পর দুইবার প্লে-অফে খেললেও ট্রফি অধরাই থেকেছে লখনউয়ের। সঞ্জীবের স্পষ্ট কথা, 'যতক্ষণ না ট্রফি জিতছি, সম্মান পাওয়া যায় না। প্লে-অফে ওঠাটা যথেষ্ট নয়। প্রথম ট্রফিটা আমাদের জিততেই হবে।' গতবার বোলারদের চোট ভুগিয়েছিল দলকে। এবার দেশীয় পেস ব্যাটারিতে জোর দিয়ে ট্রফি খরা কাটাতে মরিয়া ঋষভের দল।

সাংবাদিক সম্মেলনের পর কোচ আশিস নেহেরার সঙ্গে গুজরাট টাইটান্সের অধিনায়ক শুভমান গিল।

মুম্বইয়ের দুর্বলতা বোল্ট : ডিভিলিয়ার্স

চেন্নাই, ২৬ মার্চ : শুভমান গিলকে ভারতের টি২০ দলে নিয়ে আসা হয়েছিল সহ অধিনায়ক করে। কিন্তু মন্থর রানরেট এবং রান খরার কারণে শেষপর্যন্ত তাঁকে বাদ পড়তে হয়। ফলে টি২০ দলে ফিরতে অরেঞ্জ ক্যাপে পাখির চোখ থাকবে গুজরাট টাইটান্স অধিনায়কের। এমনটাই মত রবিচন্দ্রন অশ্বীনের। তিনি বলেছেন, 'গুজরাটের প্রথম তিন ব্যাটারের মধ্যে গিল সবচেয়ে বেশি রান খিদে নিয়ে মাঠে নামবে। ওর লক্ষ্য থাকবে অরেঞ্জ ক্যাপ জেতার। কারণ, জাতীয় দলে ফিরতে ও নিজের সবটুকু নিংড়ে দেবে।' একইসঙ্গে সতর্কবাণীও শুনিয়েছেন প্রাক্তন তারকা অফস্পিনার, 'তবে শুভমান যদি স্ট্রাইক রেটের পেছনে দৌড়তে গিয়ে বড় রান না পায়, তাহলে গুজরাট বিপদে পড়বে। আশা করছি ও তা করবে না। নিজের স্বাভাবিক ক্রিকেট খেললেই ও সফল হবে।'

অন্যদিকে, প্রাক্তন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক এবি ডিভিলিয়ার্স মনে করছেন তারকাখচিত মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের দুর্বলতা হল ট্রেন্ট বোল্ট, 'ওদের একমাত্র বোল্টকে নিয়ে আমি চিন্তিত। আগের মতো ঝাঁঝ ওর আর নেই।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'এসএ২০ লিগে দেখেছি বোল্ট অনেক রান খরচ করছে। মুম্বই হয়তো ওকে নিয়ে নিশ্চিন্তে রয়েছে, তবে আমার মনে হয় বিপক্ষ ব্যাটাররা ওকে টার্গেট করবে।'

শুভমানকে স্বাভাবিক ক্রিকেট খেলার পরামর্শ অশ্বীনের

বহাল ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ম

মুম্বই, ২৬ মার্চ : গ্রাহ্য হল না হার্দিক পান্ডিয়া, শুভমন গিলদের আবেদন। আগামী ২০২৭ সাল পর্যন্ত আইপিএলে চালু থাকবে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার রুল। বুধবার বিসিসিআইয়ের সঙ্গে আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির অধিনায়কদের বৈঠকে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ম নিয়ে আপত্তি জানান অধিকাংশ ক্যাপ্টেন। কিন্তু বোর্ডের পক্ষ থেকে পরিষ্কার জানানো হয়েছে, ২০২৭ পর্যন্ত এই নিয়মে কোনও বদল আনা হচ্ছে না। ফলে আপাতত এই নিয়মই মেনে চলতে হচ্ছে হার্দিকদের।

ভারতীয় দলকে স্টেডিয়ামে ঢুকতে বাধা

দায় নিল কেরল ফুটবল সংস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ মার্চ : কেরলে কেলেঙ্কারি!

৩১ মার্চ কেরলের জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে ভারত-হংকং এএফসি এশিয়ান কাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বে নিয়মরক্ষার ম্যাচ। দীর্ঘ প্রায় দশ বছর পর কোচিতে ম্যাচ খেলবে ভারতীয় ফুটবল দল। তার আগে কেরলের ওই মাঠে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার ছবি।

বৃহস্পতিবার অনুশীলনের আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল জাতীয় দলের কোচ খালিদ জামিল ও স্থানীয় ফুটবলার সাহাল আব্দুল সামাদ, আশিক কুরুনিয়ানদের। নির্ধারিত সময় স্টেডিয়ামে পৌঁছালেও তাঁদের ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। স্টেডিয়াম কর্তৃপক্ষ গ্রেটার কোচিন ডেভেলপমেন্ট অথরিটির দাবি, ভাড়া ও সিকিউরিটি ডিপোজিট বাবদ যে অর্থ দেওয়ার কথা তা তারা হাতে পায়নি। সেই কারণেই স্টেডিয়াম বন্ধ রাখা। বাতিল করা হয় সাংবাদিক বৈঠক।

এই ঘটনার সম্পূর্ণ দায় নিয়েছে কেরল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। সংস্থার সভাপতি নাভাস মিরান 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-কে বলেছেন, 'এই ঘটনায় সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের কোনও দায় নেই। কেএফএ এবং স্টেডিয়াম কর্তৃপক্ষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির জন্য ভুগতে হল জাতীয় দলকে। আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।' জানান ইতিমধ্যেই স্টেডিয়াম ভাড়া মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। খালিদের দলের অনুশীলনেও কোনও সমস্যা হয়নি বলে দাবি মিরানের।

ভুল স্ক্যানের দাবি অস্বীকার

মাদ্রিদ, ২৬ মার্চ : ভুল হাঁটুতে স্ক্যান হওয়ার দাবি অস্বীকার করলেন কিলিয়ান এমবাপে। সম্প্রতি একাধিক স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, রিয়াল মাদ্রিদের মেডিকেল টিম ফরাসি তারকার বাঁ হাঁটুর চোট নির্ণয় করতে গিয়ে ভুল করে ডান হাঁটুতে স্ক্যান করেছে। এবং তারপর এমবাপেকে ফিট ঘোষণা করা হয়। এতেই নাকি তাঁর চোট আরও বড় আকার ধারণ করে। তবে এমবাপের দাবি, 'ভুল হাঁটুতে স্ক্যান হয়েছে বলে যে খবর রটেছে তা সম্পূর্ণ ভুল।'

নেইমারকে চান রোমারিওরা

বস্টন, ২৬ মার্চ : ২০২৬ বিশ্বকাপে কি খেলবেন নেইমার? সম্প্রতি প্রীতি ম্যাচের দল থেকে বাদ পড়ার পর নেইমারের বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। তবে রোমারিও, রোনাল্ডোর মতো কিংবদন্তিরা ব্রাজিল কোচ কার্লো আন্সেলোত্তির ওপর চাপ বাড়াচ্ছেন নেইমারকে দলে রাখার জন্য। তাঁদের মতে, ১০০ শতাংশ ফিট না হলেও নেইমারের দলে থাকা জরুরি। এই প্রসঙ্গে আন্সেলোত্তির সাফ জবাব, 'আমি সবার মতামত শুনি, কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার কাজটা আমার। ফুটবল কোনও নিখুঁত বিজ্ঞান নয়, তাই সবার মতকেই সম্মান করি।'

INDIAN PREMIER LEAGUE
আইপিএল ২০২৬
লিগ পর্বের বাকি ক্রীড়াসূচি

তারিখ	ম্যাচ	সময়	স্থান
১৩ এপ্রিল	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ বনাম রাজস্থান রয়্যালস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	হায়দরাবাদ
১৪ এপ্রিল	চেন্নাই সুপার কিংস বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	চেন্নাই
১৫ এপ্রিল	রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম লখনউ সুপার জায়েন্টস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	বেঙ্গালুরু
১৬ এপ্রিল	মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম পাঞ্জাব কিংস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	মুম্বই
১৭ এপ্রিল	গুজরাট টাইটান্স বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	আহমেদাবাদ
১৮ এপ্রিল	রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস	দুপুর ৩.৩০ মিনিট	বেঙ্গালুরু
১৮ এপ্রিল	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ বনাম চেন্নাই সুপার কিংস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	হায়দরাবাদ
১৯ এপ্রিল	কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রাজস্থান রয়্যালস	দুপুর ৩.৩০ মিনিট	কলকাতা
১৯ এপ্রিল	পাঞ্জাব কিংস বনাম লখনউ সুপার জায়েন্টস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	নিউ চণ্ডীগড়
২০ এপ্রিল	গুজরাট টাইটান্স বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	আহমেদাবাদ
২১ এপ্রিল	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	হায়দরাবাদ
২২ এপ্রিল	লখনউ সুপার জায়েন্টস বনাম রাজস্থান রয়্যালস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	লখনউ
২৩ এপ্রিল	মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম চেন্নাই সুপার কিংস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	মুম্বই
২৪ এপ্রিল	রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম গুজরাট টাইটান্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	বেঙ্গালুরু
২৫ এপ্রিল	দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম পাঞ্জাব কিংস	দুপুর ৩.৩০ মিনিট	নয়াদিল্লি
২৫ এপ্রিল	রাজস্থান রয়্যালস বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	জয়পুর
২৬ এপ্রিল	গুজরাট টাইটান্স বনাম চেন্নাই সুপার কিংস	দুপুর ৩.৩০ মিনিট	আহমেদাবাদ
২৬ এপ্রিল	লখনউ সুপার জায়েন্টস বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	লখনউ
২৭ এপ্রিল	দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	নয়াদিল্লি
২৮ এপ্রিল	পাঞ্জাব কিংস বনাম রাজস্থান রয়্যালস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	নিউ চণ্ডীগড়
২৯ এপ্রিল	মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	মুম্বই
৩০ এপ্রিল	গুজরাট টাইটান্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	আহমেদাবাদ
১ মে	রাজস্থান রয়্যালস বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	জয়পুর
২ মে	চেন্নাই সুপার কিংস বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	চেন্নাই
৩ মে	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স	দুপুর ৩.৩০ মিনিট	হায়দরাবাদ
৩ মে	গুজরাট টাইটান্স বনাম পাঞ্জাব কিংস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	আহমেদাবাদ
৪ মে	মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম লখনউ সুপার জায়েন্টস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	মুম্বই
৫ মে	দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম চেন্নাই সুপার কিংস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	নয়াদিল্লি
৬ মে	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ বনাম পাঞ্জাব কিংস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	হায়দরাবাদ
৭ মে	লখনউ সুপার জায়েন্টস বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	লখনউ
৮ মে	দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	নয়াদিল্লি
৯ মে	রাজস্থান রয়্যালস বনাম গুজরাট টাইটান্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	জয়পুর
১০ মে	চেন্নাই সুপার কিংস বনাম লউনউ সুপার জায়েন্টস	দুপুর ৩.৩০ মিনিট	চেন্নাই
১০ মে	রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	রায়পুর
১১ মে	পাঞ্জাব কিংস বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	ধরমশালা
১২ মে	গুজরাট টাইটান্স বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	আহমেদাবাদ
১৩ মে	রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু বনাম কলকাতা নাইট রাইডার্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	রায়পুর
১৪ মে	পাঞ্জাব কিংস বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	ধরমশালা
১৫ মে	লখনউ সুপার জায়েন্স বনাম চেন্নাই সুপার কিংস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	লখনউ
১৬ মে	কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম গুজরাট টাইটান্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	কলকাতা
১৭ মে	পাঞ্জাব কিংস বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	দুপুর ৩.৩০ মিনিট	ধরমশালা
১৭ মে	দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম রাজস্থান রয়্যালস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	নয়াদিল্লি
১৮ মে	চেন্নাই সুপার কিংস বনাম সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	চেন্নাই
১৯ মে	রাজস্থান রয়্যালস বনাম লখনউ সুপার জায়েন্টস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	জয়পুর
২০ মে	কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	কলকাতা
২১ মে	চেন্নাই সুপার কিংস বনাম গুজরাট টাইটান্স	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	চেন্নাই
২২ মে	সানরাইজার্স হায়দরাবাদ বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	হায়দরাবাদ
২৩ মে	লখনউ সুপার জায়েন্টস বনাম পাঞ্জাব কিংস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	লখনউ
২৪ মে	মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম রাজস্থান রয়্যালস	দুপুর ৩.৩০ মিনিট	মুম্বই
২৪ মে	কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস	সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট	কলকাতা

‘রাসেলের মতো ছক্কা মারা কঠিন’

বললেন কেকেআরের ওপেনার অ্যালেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ মার্চ : আইপিএল শুরু হতে বাকি আর মাত্র দুই দিন। কলকাতা নাইট রাইডার্সের আইপিএল অভিযানের বাকি আর তিন দিন।

গতকালই নাইটরা মুম্বই পৌঁছে গিয়েছে। আজ সন্ধ্যার ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে তিন ঘণ্টা চুটিয়ে অনুশীলন করেছে পুরো দল। রোভমান পাওয়েলকেও আজ সন্ধ্যার কেকেআর অনুশীলনে দেখা গিয়েছে। রীতিমতো চনমনে দেখিয়েছে তাঁকে। যদিও মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে রবি সন্ধ্যার প্রথম ম্যাচে পাওয়েলের প্রথম একাদশে থাকার সম্ভাবনা কম।

ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে কেকেআর অনুশীলনের আজ মূল আকর্ষণ ছিলেন দ্রে রাস। দিন কয়েক আগে কলকাতায় দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন আন্দ্রে রাসেল। তবে ক্রিকেটার হিসেবে নয়, নয়া ভূমিকা পাওয়ার হিটিং কোচ হিসেবে রাসেল এবার রয়েছেন নাইট সংসারে। এহেন রাসেলকে আজ প্রথমবার কোচের ভূমিকায় দেখল ওয়াংখেড়ে। কেকেআরের সমাজমাধ্যমে দেওয়া ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, দ্রে রাস নাইটদের নয়া কিউয়ি ওপেনার ফিন অ্যালেনের সঙ্গে তাঁর ব্যাটিং নিয়ে কথা বলছেন। দ্রে রাসের পরামর্শ অ্যালেনকে আগামীদিনে আরও কত শক্তিশালী করে তুলবে, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে আজ কেকেআরের ইনস্টাগ্রামের স্টোরিসে পোস্ট হওয়া একটি ভিডিও তুমুল সাড়া ফেলেছে। সেই ভিডিওতে অ্যালেনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তাঁর ছক্কা মারার দক্ষতা নিয়ে। জবাবে নাইটদের কিউয়ি ওপেনার বলেছেন, ‘দ্রে রাসের মতো ছক্কা মারা বেশ কঠিন কাজ। তবে আমি নিজের মতো করে চেষ্টা করব।’

কুড়ির ক্রিকেটে ফিন অ্যালেনের বড় শট খেলার ক্ষমতা ও দক্ষতার কথা সবারই জানা। কিছুদিন আগে শেষ হওয়া টি২০ বিশ্বকাপের আসরেও ফিন তাঁর স্কিল দেখিয়েছিলেন। এবার আইপিএলের আঙিনায় সেই কাজ করার কথা তাঁর। তার আগে ফিন আজ রাসেলের সঙ্গে তাঁর ব্যাটিং নিয়ে আলোচনার পর বলছেন, ‘রাসেল নাইটদের বড় ভরসা হয়ে উঠেছিলেন ক্রিকেটার হিসেবে।

মুম্বইয়ে আন্দ্রে রাসেলের ক্লাসে ফিন অ্যালেন।

কোচ হিসেবেও উনি দারুণ কাজ করবেন, আমি নিশ্চিত। তবে ওর মতো বিশাল ছক্কা হাঁকানোর কাজটা সহজ নয় একেবারেই।’ আইপিএল শেষে পরিবার ও বন্ধুদের নিয়ে কোপেনহেগেনে ছুটি কাটানোর পরিকল্পনার কথাও আজ শোনা গিয়েছে ফিনের মুখে। এদিকে, মাথিশা পাথিরানা শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের তরফে আইপিএলে যোগ দেওয়ার ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছেন বলে খবর। যদিও তিনি কবে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন, স্পষ্ট নয় এখনও।

অলিম্পিক পাখির চোখ ববির

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ২৬ মার্চ : জাতীয় দলের জার্সিতে অভিষেক ম্যাচেই গোল। তাও অস্ট্রেলিয়ার মতো দলের বিরুদ্ধে। তারপরেও জাতীয় দল থেকে বাদ পড়েন উত্তরাখণ্ডের প্রতিভাবান হকি খেলোয়াড় ববি সিং ধামি।

চলতি মরশুমে ক্যালকাটা হকি প্রিমিয়ার লিগে মোহনবাগানের জার্সিতে ফুল ফোটাচ্ছেন ববি। প্রায় প্রতি ম্যাচেই তাঁর হকি স্টিক থেকে গোল আসছে। বৃহস্পতিবার মোহনবাগান ৮-৩ গোলে হারিয়েছে এফসিআই-কে। এই ম্যাচেও জোড়া গোল ববির। একটাই লক্ষ্য জাতীয় দলে ফিরে এসে আগামী অলিম্পিকে প্রতিনিধিত্ব করা।

এদিন ম্যাচের পর উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে ববি বলছিলেন, ‘কেরিয়ারে সবার উত্থানপতন থাকে। আমারও রয়েছে। যখনই সুযোগ পাচ্ছি নিজেকে নিংড়ে দিচ্ছি। জাতীয় দলে ফিরতে চাই। আশা করছি, আগামী জাতীয় শিবিরে হয়তো সুযোগ পাব।’ শুধু জাতীয় দলে ফেরত আসাই নয়, আর পাঁচটা হকি খেলোয়াড়ের মতোই অলিম্পিকে প্রতিনিধিত্ব করার স্বপ্ন দেখেন ববি। তাঁর কথায়, ‘দেশের অন্য হকি খেলোয়াড়দের মতো আমারও স্বপ্ন দেশের হয়ে অলিম্পিকে প্রতিনিধিত্ব করা। তার জন্য কঠোর পরিশ্রম করছি।’

মামা প্রকাশ সিংয়ের কাছেই হকির প্রাথমিক পাঠ ববির। দেশের হয়ে জুনিয়ার ওয়ার্ল্ড কাপ, জুনিয়ার এশিয়া কাপে খেলেছেন তিনি। ২০২৪ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিনিয়ার দলের জার্সিতে অভিষেক ম্যাচে গোল করে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন ববি। এই মরশুমে হকি ইন্ডিয়া লিগ জয়ী কলিঙ্গ ল্যান্সার্স দলে ছিলেন উত্তরাখণ্ডের এই ছেলেটি।

কিন্তু হঠাৎ মোহনবাগানে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি? উত্তরে লাজুক স্বভাবের ববি বলছেন, ‘মোহনবাগান ক্লাবের একটা ইতিহাস ও ঐতিহ্য রয়েছে। এমন একটা দলের প্রস্তাব পেয়ে হ্যাঁ বলতে সময় নিইনি।’ পরের ম্যাচে প্রতিপক্ষ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে নিজের সেরাটা দিতে মুখিয়ে তিনি। এদিকে রবিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে হকি স্টেডিয়ামে হকি ডার্বি আয়োজনের অনুমতি চেয়ে হকি বেঙ্গলের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করা হয়েছে।

২০ মে ইডেনে রোহিত বনাম রাহানে

আইপিএলের পূর্ণাঙ্গ সূচি ঘোষিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ মার্চ : প্রাথমিক সূচি আগেই ঘোষণা হয়ে গিয়েছিল। আজ বাকি থাকা আইপিএলের সূচিও ঘোষণা করে দিল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড।

পুরো সূচি সামনে আসার পর কলকাতা ও বাংলার ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য হতাশা। কারণ, আসন্ন আইপিএলে এবার ইডেন গার্ডেন্সে বিরাট কোহলি, মহেন্দ্র সিং ধোনিদের দেখা যাবে না। কলকাতা নাইট রাইডার্স বেঙ্গালুরু ও চেন্নাইয়ে গিয়ে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও চেন্নাই সুপার কিংস ম্যাচ খেলবে। ধোনি-বিরাটদের ইডেনে আইপিএলে আসরে দেখা না গেলেও রোহিত শর্মাকে দেখা যাবে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রকাশ পাওয়া আইপিএল সূচিতে দেখা যাচ্ছে, ২০ মে ক্রিকেটের নন্দনকাননে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলবেন আজিঙ্কা রাহানেরা। সেই ম্যাচ নিয়ে ইতিমধ্যেই উত্তাপ বাড়তে শুরু করেছে।

টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট ও একদিনের দলের অধিনায়ক শুভমান গিলকে ইডেনে খেলতে দেখা যাবে। ১৬ মে ইডেনে কেকেআর বনাম গুজরাট টাইটান্স ম্যাচ রয়েছে। যদিও শুভমান-রোহিতদের তুলনায় ইডেনের আবেগে অনেক বেশি উজ্জ্বল ধোনি-বিরাট। আজ দুপুরেই বিসিসিআই ঘরোয়া আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মরশুমের সূচি প্রকাশ করেছে। যেখানে ৩ জানুয়ারি ইডেনে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে একদিনের ম্যাচ রয়েছে ভারতীয় দলের। সেই ম্যাচে রোকো জুটিকে খেলতে দেখা যাবে। ফলে বিরাটকে ফের ইডেনে খেলতে দেখার জন্য কলকাতা ও বাংলার ক্রিকেটপ্রেমীদের অপেক্ষা করতেই হবে। সূচি ঘোষণার পর সন্ধ্যার ইডেনে গিয়ে দেখা গেল, চারিদিকে ম্যাচ নিয়েই আলোচনা। যার মধ্যে বোর্ড রাজনীতির ‘শিকার’ হয়ে কলকাতায় মাত্র একটি আন্তর্জাতিক ম্যাচের বিষয় যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে আইপিএলে ইডেনে ধোনিদের দেখতে না পাওয়ার আক্ষেপও।

২৯ মার্চ মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে আইপিএল অভিযান শুরু করছে কেকেআর। ২ এপ্রিল ইডেনে নাইটদের প্রথম ম্যাচ। পরে ৬ ও ৯ এপ্রিলের ম্যাচের সূচি আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। আজ জানা গিয়েছে, কেকেআরের পঞ্চম ম্যাচ ১৪ এপ্রিল চেন্নাইয়ে ধোনিদের বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচের পর ১৭ এপ্রিল আহমেদাবাদে গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে রাহানেদের। ১৯ এপ্রিল আবার ঘরের মাঠে ফিরবে কেকেআর। প্রতিপক্ষ রাজস্থান রয়্যালস। পরের ম্যাচ ২৬ এপ্রিল লখনউয়ে। বাংলায় আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের কারণে ১৯ এপ্রিল থেকে ১৬ মে পর্যন্ত ইডেনে নাইটদের কোনও ম্যাচ নেই। উল্লেখ্য, দেশের ১৩টি শহরে মোট ৭০টি ম্যাচ হবে আইপিএলের। লিগের শেষ ম্যাচ ২৪ মে। ফাইনালের দিন ঘোষণা না হলেও সম্ভবত সেটা হবে ৩১ মে।

চেন্নাইয়ান ম্যাচের জন্য তৈরি কেভিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৬ মার্চ : ছুটিতে ইস্টবেঙ্গল। ছুটি নেই কেবল কেভিন সিবলের। নিভৃতেই মাঠে নামার জন্য তৈরি হচ্ছেন লাল-হলুদের আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার।

এবার আইএসএলে প্রায় অর্ধেক ম্যাচ খেলে ফেলেছে ইস্টবেঙ্গল। তবে কেভিন একটা ম্যাচেও মাঠে নামতে পারেননি। বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে চোট সমস্যা। পেশির চোটে ভুগছেন কেভিন। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে ম্যাচের পর সপ্তাহখানেক ফুটবলারদের ছুটি দিয়েছেন অস্কার ব্রুজোঁ। দলের অনেকেই ছুটি কাটাতে পাড়ি দিয়েছেন বিদেশে। তবে কেভিন রয়েছেন কলকাতাতেই। নিয়মিত যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন সংলগ্ন মাঠে এসে ফিজিওর তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতিও সারছেন। বৃহস্পতিবার বিকেলেও বৃষ্টিভেজা যুবভারতীতে মিনিট পঁয়তাল্লিশ ঘাম ঝরালেন।

এখন অনেকটাই ফিট সিবলে। এদিন রিহ্যাবের পর বেশ কয়েক পাক দৌড়োতে দেখা গেল তাঁকে। ১১ এপ্রিল চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচে খেলার বিষয়েও আশাবাদী তিনি। মাঠ ছাড়ার আগে বলেছেন, ‘এখন অনেকটাই ভালো আছি। চেন্নাইয়ান ম্যাচে মাঠে নামার জন্য প্রস্তুত। বাকিটা কোচের সিদ্ধান্ত।’ কেভিনের অনুপস্থিতিতে ভরসা জুগিয়েছেন জিকসন সিং। অনভ্যস্ত পজিশনে আনোয়ার আলির পাশে বেশ মানিয়েও নিয়েছেন। তবে ব্রুজোঁ ভালোভাবেই জানেন শক্তিশালী দলগুলির আক্রমণ থামাতে আনোয়ারের পাশে কেভিন থাকলে কাজটা তুলনামূলকভাবে সহজ হবে। তাই আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার মাঠে ফিরলে অস্কারও অনেকটা চাপমুক্ত হবেন।

জেমিকে ছাড়াই অনুশীলন শুরু বাগানের

এদিকে, ছয়দিনের ছুটি কাটিয়ে এদিনই ফের মাঠে নেমে পড়ল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। সিনিয়ার ও অনূর্ধ্ব-২৩ মিলিয়ে সবুজ-মেরুনের নয় ফুটবলার জাতীয় শিবিরে রয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের ছাড়া জামশেদপুর এফসি ম্যাচের মহড়া শুরু করে দিলেন সের্জিও লোবেরা। বিদেশিদের মধ্যে অনুপস্থিত ছিলেন কেবল জেমি ম্যাকলারেন। শুক্রবারই তাঁর অনুশীলনে যোগ দেওয়ার কথা।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন কোচবিহার-এর এক বাসিন্দা

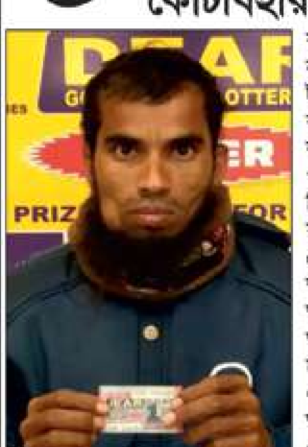

পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার - এর একজন বাসিন্দা রহিম আলি - কে 25.12.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 67C 33617 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারির থেকে এক কোটি টাকার পুরস্কার জেতার পর জীবন আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। আর্থিক সহায়তায় জীবনযাপন আমাদের আরও স্বাচ্ছন্দ্যময় ও চাপমুক্ত করে যা আমরা ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির মাধ্যমে অর্জন করতে পারি। এটি আমার জন্য একটি চমৎকার অভিজ্ঞতা হবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

চ্যাম্পিয়ন যুব সংঘ লিচুতলা

আলিপুরদুয়ার, ২৬ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত আলিপুরদুয়ার জেলা ভলিবল লিগে চ্যাম্পিয়ন হল যুব সংঘ লিচুতলা। আলিপুরদুয়ার জংশনের যুব সংঘের মাঠে ফাইনালে লিচুতলা ২৮-৩০, ২৫-২১, ২৫-১৩ পয়েন্টে হারিয়েছে যুব সংঘ কালীবাড়িকে।

খেতাব জয়ের পর যুব সংঘ লিচুতলা। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

বড় জয় যাত্রিক ক্লাবের

বালুরঘাট, ২৬ মার্চ : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার যাত্রিক ক্লাব ১০ উইকেটে জিতেছে সংস্থার মহিলা ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে। বালুরঘাট টাউন ক্লাবের মাঠে মহিলা দল প্রথমে ১৬.৫ ওভারে ৪২ রানে অল আউট হয়। ম্যাচের সেরা রাসেল খান ৫ রানে ফেলে দেন ৭ উইকেট। জবাবে যাত্রিক ৫.১ ওভারে বিনা উইকেটে ৪৩ রান তুলে নেয়।

কলকাতা রওনা হওয়ার আগে আলিপুরদুয়ার দল। -আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

রাজ্য উশুতে জেলা দল

আলিপুরদুয়ার, ২৬ মার্চ : কলকাতায় রাজ্য উশু চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হতে চলেছে শুক্রবার থেকে। চলবে ২৯ মার্চ পর্যন্ত। সেখানে অংশ নিতে ২০ সদস্যের আলিপুরদুয়ার জেলা উশু দল বৃহস্পতিবার রওনা হয়েছে।

জয়ী গ্রিন ভিউ অ্যাকাডেমি

বালুরঘাট, ২৬ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার গ্রিন ভিউ ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ২ উইকেটে হিলি যুব গোষ্ঠী ক্রিকেট দলকে হারিয়েছে। হিলি প্রথমে ৩৯.৪ ওভারে ১৬৫ রানে অল আউট হয়। ম্যাচের সেরা প্রেম ঘোষ ২৪ রানে নেন ৪ উইকেট। জবাবে গ্রিন ভিউ ৩৩.২ ওভারে ৮ উইকেটে ১৬৯ রান তুলে নেয়। প্রেম ৪০ রান করেন।